জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়।

অর্থাৎ

জ্যোতিষ পদার্থের ও পৃথিবীর আকৃতি ও নানা দেশ

ও নদী ও পর্ব্বত ও রাজ্যাধিকার ও ঈশ্বরারা

ধনা ও বানিজ্য ও লোকসংখ্যা

ইত্যাদির বিবরণ।

লোকেরদের বিশেষ জ্ঞাপনার্থে।

বাঙ্গালি ভাষাতে তর্জ্জমা হইল।

শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল।

সন ১৮১৯।

জ্যোতিষ বিবরণ।—

আকর্ষণ বিষয়।—

ঈশ্বর সকল বস্তু এমন স্থাপন করিয়াছেন যে সকল বস্তু মহত্ত্ব ক্ষুদ্রত্বানুসারে পরস্পর আকর্ষণ করে তাহাতে সকল বড় বস্তু চতুর্দিকস্থ ক্ষুদ্র বস্তুকে আপনারদের অভিমুখে আকর্ষণ করে এই প্রযুক্ত সূর্য্য পৃথিবীকে ও অন্য গ্রহকে আকর্ষণ করে এবং পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করে যেহেতুক পৃথিবীহইতে সে লঘু।—

পৃথিব্যুপরিস্থ আকর্ষণ বর্ণন।—

পৃথিবীর উপরিস্থ সকল বস্তু আকর্ষণশক্তিতে পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্য্যন্ত আকর্ষিত হয় তাহাতে পৃথিবীর প্রতি দিন ঘূর্ণন হইলেও নগর গ্রাম বৃক্ষ পর্ব্বত স্থাবর জঙ্গমাদি যাবদ্বস্তু পৃথিবীর উপরেই দৃঢ়রূপে থাকে। এবং সকল বস্তুতে যে ভারি বোধ হয় সেও আকর্ষণের শক্তিদ্বারা যেহেতুক পৃথিবী সকল বস্তুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে সে আকর্ষণের বিপরীতে কোন বস্তু উঠাইতে হইলে সুতরাং ভারি বোধ হয়। কোন

জ্যোতিষ বিবরণ।—

ইষ্টকাদি বস্তু ঊর্দ্ধে ক্ষেপ করিলে যাবৎ নিক্ষেপের শক্তি থাকে তাবৎ ঊর্দ্ধে ওঠে সে শক্তি নাশ হইলে পৃথিবীর আকর্ষণদ্বারা সেই বস্তু পৃথিবীতে পুনর্ব্বার পড়ে।

চলনের প্রথম ব্যবস্থা।—

যত বস্তু ঈশ্বরের শক্তিতে চলিত হইয়াছে সেই শক্তি যাবৎ নিরুদ্ধ না হয় তাবৎ সেই বস্তু সর্ব্বদা চলনমধ্যে থাকে এইহেতুক পৃথিব্যাদি সকল গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চাল্যমান হইয়া সর্ব্বদা সেই চলনমধ্যে থাকে।

খগোলবিষয়।—

যে বিদ্যাতে গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষের চলন এবং তাহারদের ব্যবস্থা জানা যায় তাহার নাম খগোলীয় বিদ্যা।—

জ্যোতিষের বিষয়।—

জ্যোতিষ বস্তু এই২ প্রথম সকল গ্রহেরদের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্য। দ্বিতীয় আপন২ নিয়মানুসারে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ কারী গ্রহ। তৃতীয় অনিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ কারী ধূমকেতু। চতুর্থ ধ্রুব তারা তাহারা নিশ্চল কেহ মনে করে যে সেই ধ্রুব তারা অন্য২ পৃথিবীর সূর্য্য।

সূর্য্যবিষয়।—

সূর্য্য নিশ্চল ও অজীবন ও তেজোময় ও সর্ব্বদা পরিভ্রমণশীল সকল গ্রহের মধ্যাবলম্বিত এবং গ্রহের দিগকে তেজ ও উষ্ণতা দেয় সে পৃথিবীহইতে দশ লক্ষ গুণ বড় এবং পৃথিবীহইতে আট কোটি চত্রিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তর।

সৌর জগতের বিষয়।—

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিত্য ভ্রমণকারী গ্রহ ও গ্রহেরদের চতুর্দ্দিকে নিত্য ভ্রমণকারী যে উপগ্রহ তাহারদের নাম সৌর জগৎ।—

আলোক বিষয়।—

পৃথিবীহইতে সূর্য্য আট কোটি চত্রিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তর সূর্য্যের তেজ বিশ পলে পৃথিবীতে পঁহুছে।

গ্রহবিষয়।—

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণকারী এবং সূর্য্যহইতে উষ্ণতা ও তেজোগ্রাহক বস্তুর নাম গ্রহ তাহারা এই২ বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি এইমাত্র পূর্ব্বে জানা ছিল।

জর্জিয়ম শীরীশ প্রভৃতি নবদৃষ্ট গ্রহ।—

অনুমান এগার শত তিরানব্বই শনে একটা গ্রহ দেখা গেল তাহার নাম জর্জিয়ম এবং তাহার কতক বৎসরের পর আর চারি গ্রহ জানা গেল তাহারদের নাম শীরীশ ও পাল্লস ও জুনো ও বেস্তা এই চারি গ্রহ চক্ষুর অগোচর কেবল দূরবিণদ্বারা দেখা যায়।

গ্রহেরদের গমনবিষয়।—

এই সকল গ্রহ চলনের প্রথম ব্যবস্থা মত সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে এবং গুরুত্বের নিয়মানুসারে সূর্য্যেতে নিত্য আকর্ষিত আছে কেননা সূর্য্য তাহারদের প্রত্যেকহইতে এবং সমুদায়হইতেও বড়।

গ্রহেরদের বৎসরীয় চলনের বিষয়।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহেরদের গমনের নাম বৎসরীয় গমন। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে তিন শত পাঁয় ষট্টি দিন পোনর দণ্ডের মধ্যে একবার প্রদক্ষিণ করে তাহাতে এক বৎসর হয়।

গ্রহেরদের কক্ষার বিষয়।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রত্যেক গ্রহ যে মণ্ডলাকার পথ দিয়া চলে তাহাকে কক্ষা বলি।

গ্রহেরদের আহ্নিক চলন বিষয়।

প্রত্যেক গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করণকালে চক্রের ন্যায় আপনার আলের উপরেও ঘোরে এই আহ্নিক চলন।

দিবা রাত্রির কারণ।—

পৃথিবী আপন আলে ষাটি দণ্ডের মধ্যে এক পাক ঘোরে তাহাতে দিন রাত্রি হয়। পৃথিবীর যে ভাগে সূর্য্যের তেজ লাগে সেই ভাগে দিন হয় এবং যে ভাগে তেজ না লাগে সেই ভাগে রাত্রি হয়।

ঊর্দ্ধ অধস্থ লোকবিষয়।—

সমসূত্রপাতন্যায়ে অর্থাৎ পরস্পর ঊর্দ্ধ অধোভাবে যাহারা পৃথিবীতে থাকে সে লোকেরদের পরস্পর দিবা রাত্রি বিপরীত হয়। আমারদিগের স্থানহইতে অধঃ সমসূত্রপাতে যে স্থান সে স্থানে এ স্থানহইতে ত্রিশ দণ্ডের পর সূর্য্যোদয় হয়। যখন এখানে দুই প্রহর দিন তখন সেখানে দুই প্রহর রাত্রি যখন এখানে দুই প্রহর রাত্রি তখন সেখানে দুই প্রহর দিন। বাঙ্গালা দেশের অধঃ সমসূত্রপাত স্থানে বড় শীতপ্রযুক্ত লোক নাই।

কাল বিষয়।—

কাল স্থির করা অতিদুষ্কর জ্যোতিষ পণ্ডিতেরা বৎসর মাস দিন দণ্ড পল বিপল অনুপল পূর্ব্বাহ্ন মধ্যাহ্ন পরাহ্ন প্রভৃতি নিয়মে ৩৬৫। ১৫। তিন শত পয়ষট্টি দিন পোনর দণ্ডে বৎসর করিয়া ব্যবহার করিতেছেন। ইংগ্লণ্ড দেশে তিন শত পয়ষট্টি দিবসে ক্রমে তিন বৎসর করিয়া চতুর্থ বৎসরে তিন শত ছেষট্টি দিবসে এক বৎসর করে ঐ অধিক পোনর দণ্ডকে চারি বৎসরে এক দিন ধরিয়া লয়।

পূর্ব্বাহ্নাপরাহ্ন বিষয়।

প্রতিদিন ঘূর্ণনেতে পৃথিবী পশ্চিমহইতে পূর্ব্ব দিকে যায় তাহাতে সূর্য্যের তেজ পৃথিবীর পূর্ব্ব দিকে প্রথম যে স্থানে লাগে সে স্থানে প্রাতঃকাল হয় সেই তেজ মাথার ওপর লাগিলে দুই প্রহর হয় পরে যখন সে তেজ পৃথিবীর সেই স্থানে পশ্চিম দিকে পড়ে তখন অপরাহ্ন হয়। ইংগ্লণ্ডহইতে পোনর দণ্ডের আগে বাঙ্গালাতে সূর্য্যোদয় হয়।—

বুধগ্রহ বিষয়।

বুধ গ্রহ সকল গ্রহহইতে সূর্য্যের নিকট এবং তিন

কোটি পঁচিশ লক্ষ ষাটি হাজার ক্রোশ অন্তর। তাহার ব্যাস দুই হাজার আট শত সাইত্রিশ ক্রোশ। বুধ চৌরাশী দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিন করে। এখান হইতে বুধগ্রহ সমুদয় গোল দৃষ্ট হয় না যে হেতুক পৃথিবী প্রযুক্ত বুধগ্রহ সূর্য্যতেজে আচ্ছন্ন থাকে।

শুক্র বিষয়।—

শুক্র গ্রহ সূর্য্যহইতে পাঁচ কোটি আটানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার ক্রোশ অন্তর। সে দুই শত চব্বিশ দিনে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিন করে ও আপন আলে সাতান্ন দণ্ড বায়ান্ন পলে ঘোরে সে প্রায় পৃথিবীর মত বড়।—

পৃথিবী বিষয়।—

পৃথিবী সূর্য্যহইতে আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তর। এবং সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন পোনর দণ্ডে প্রদক্ষিন করে তাহাকে বৎসর বলি এবং আপন আলে ষাটি দণ্ড ঘোরে তাহাকে দিন বলি এবং আপন আলে আড়াই দণ্ডের মধ্যে একান্ন হাজার ক্রোশ ঘোরে। তাহার ব্যাস ছয় হাজার নয় শত আটহত্তর ক্রোশ। তাহার চন্দ্রনামে এক

উপগ্রহ আছে সে তাহার চতুর্দিকে ঊনত্রিশ দিন সাড়ে সাতাইশ দণ্ডে ঘোরে।—

মঙ্গল গ্রহবিষয়।

সূর্য্যহইতে মঙ্গল গ্রহ বার কোটি সা... লক্ষ বিশ হাজার ক্রোশ অন্তর। এবং ছয় শ... চাশা দিনে সূর্য্যকে এক পাক প্রদক্ষিণ করে তাহাতে এক বৎসর দশ মাস কিছু অধিক বাইশ দিন হয় এবং আপন আলে একষষ্টি দণ্ড সাড়ে সাঁইত্রিশ পলে ঘোরে সে পৃথিবীহইতে অল্প ক্ষুদ্র। তাহার ব্যাস তিন হাজার ছয় শত ছিয়াশী ক্রোশ। এবং দেখা যায় যে সে অতিশয় রক্ত বর্ণ। মঙ্গলের উপগ্রহ নাই।

বৃহস্পতি ...য়।

বৃহস্পতি সূর্য্যহইতে তেতাল্লিশ কোটি বার লক্ষ ক্রোশ অন্তর। চার হাজার তিন শত বত্রিশ দিনে অর্থাৎ বার বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আপন আলে পচিশ দণ্ডের মধ্যে এক পাক ঘোরে সে পৃথিবী হইতে চৌদ্দ শত গুন বড় তাহার চারি উপগ্রহ আছে এবং দুরবিনদ্বারা তাহার গাত্রে কখক পটুকার মত দেখা যায়।

শনি।

শ... হইতে ঊনআশী কোটি বিশ লক্ষ ক্রোশ অন... সে ঊনত্রিশ বর্ষে সূর্য্যকে এক পাক প্রদক্ষিন করে ...পন আলে পচিশ দণ্ড চল্লিশ পলে এক পাক ঘোরে... পৃথিবীহইতে নব্বই গুন বড় কিন্তু চক্ষুদিয়া ভাল মতে প্রায় দেখা যায় না। তাহার সাত ঊপ গ্রহ আছে এবং তাহার চতুর্দিকে অসংলগ্ন মণ্ডল আছে।

জর্জিয়ষ কিম্বা হর্শেল।

হর্শেল সাহেব অনুমান এগার শত তিরাশী সনে এই তারা প্রথম দেখিয়াছিল ইহাতে তাহার সম্ভ্রমে গ্রহের নাম হর্শেল হইল সেই গ্রহ সূর্য্যহইতে এক শত আটান্ন কোটি চল্লিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তর। সে তিরাশী বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিন করে। তাহার ছয় ঊপগ্রহ কিন্তু চক্ষুর্দ্বারা প্রায় দেখা যায় না।

অন্য চারি গ্রহের বিষয়।

এই চারি গ্রহের নাম শীরীশ ১ পাল্লস ২ জুনো ৩ বেষ্টা ৪ ইহারা বার শ সতর সনে দেখা গিয়াছে।

জ্যোতিষ বিবরণ।—

শীরীশ ও বেষ্টা সূর্য্যহইতে বাইশ কোটি আষ্টাশী লক্ষ ক্রোশ অন্তর। এবং জুনো সূর্য্যহইতে ছাপ্পান্ন চল্লিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তর। পাল্লস কত যাহা স্থির হয় নাই তাহারা অতিক্ষুদ্রতাপ্রযুক্ত অলতারা নাম হইল অর্থাৎ ক্ষুদ্র তারা।

ধূমকেতু বিষয়।—

ধূমকেতুসমূহ গ্রহের মত সূর্য্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে তাহারদিগের চলনের কাল নিশ্চয় নাই এই প্রযুক্ত ধূমকেতুরদের মধ্যে কেবল তিনটার গমন স্থির করিয়া জানা গিয়াছে যখন তাহারা সূর্য্যের নিকট আইসে তখন সলাঙ্গুল দেখা যায় এবং তাহারদিগের কক্ষা স্থির নাই কখনং সূর্য্যের অতি আসন্ন হয় তাহাতে সূর্য্যতেজে দগ্ধ হয় কখনং এমত দূর যায় যে অতি শীতপ্রাপ্ত হয়।—

আকাশ খণ্ড বিষয়।

গোলবেত্তারা আকাশকে ওত্তর দক্ষিণ ভাবে তিন ভাগ করিয়াছে মধ্য স্থানে রাশিচক্র ওত্তরে ওত্তর খণ্ড দক্ষিণে দক্ষিণখণ্ড এই তিন খণ্ডের মধ্যে যেং তারা আছে তাহারা আকৃতি অনুসারে নাম পাইয়াছে।

রাশিচক্র বিষয়।

আকাশ নাড়ীমণ্ডলের উত্তরে সাতে তেইশ অংশ দক্ষিণে সাতে তেইশ অংশ এই সাতচল্লিশ অংশ একে রাশিচক্র কহা যায় পৃথিবী আপন বক্রগতিদ্বারা ইহার মধ্যে থাকিয়া ঘোরে ইহার বহির্ভূত কখন হয় না ঐ রাশিচক্রকে সমান বারো ভাগে বারো রাশি কহা যায়। মেষ ১ বৃষ ২ মিথুন ৩ কর্কট ৪ সিংহ ৫ কন্যা ৬ তুলা ৭ বৃশ্চিক ৮ ধনু ৯ মকর ১০ কুম্ভ ১১ মীন ১২ একরাশি সপাদ নক্ষত্রদ্বয় ভোগ করেন।

তারা বিষয়।

গ্রহেরা যেমত আপন স্থান ত্যাগ করে সেমত তারাগণ আপন স্থান কখন ত্যাগ করে না তারা অনেক আছে কিন্তু চক্ষুর্দ্বারা তিন হাজারের অধিক দেখা যায় না তাহারা আপন তেজে আপনারা প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতেরা মনে করে যে এক২ তারা এক২ সূর্য্য যেমন আমারদিগের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে রাশিচক্র ভ্রমণ করে সেমত তারারদের চতুর্দ্দিকে এক২ রাশিচক্র ভ্রমণ করে। তারাগণ পৃথিবীহইতে অতিদূর যে তারা অতি নিকট সেও পৃথিবীহইতে দেড় লক্ষ ক্রোশ অন্তর।

গ্রহণবিষয়।—

এক জ্যোতিষ বস্তুর ছায়া দ্বিতীয় জ্যোতিষ বস্তুর শরীরে পড়িলে গ্রহণ হয়। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ প্রতিমাসে না হয় তাহার কারণ এই পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র সমসূত্রপাতে থাকিলে চন্দ্র সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিলে সূর্য্য গ্রহণ হয়। পৃথিবীর বক্র গতিপ্রযুক্ত সমসূত্র পাতে না থাকিলে আচ্ছন্ন হয় না গ্রহণও হয় না। এবং চন্দ্রগ্রহণে ও সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী সমসূত্র পাতে থাকিলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিলে চন্দ্র গ্রহণ হয় পৃথিবীর বক্র গতিপ্রযুক্ত ছায়াতে আচ্ছন্ন হয় না গ্রহণও হয় না। প্রতিবৎসরে গ্রহণ দুই বারের ন্যূন হয় না এবং সাত বারের অধিকও হয় না সকল গ্রহণ সকল দেশে দেখা যায় না সর্ব্ব দেশ সাধারণ গ্রহণ কখন হয় না।

সূর্য্যগ্রহণ বিষয়।

যখন সূর্য্য আর পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র থাকে তখন সূর্য্যগ্রহণ হয়। সূর্য্যহইতে চন্দ্র ক্ষুদ্র এইহেতুক চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যের সমস্ত মণ্ডল ব্যাপ্ত করিতে পারে না এই প্রযুক্ত সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হয় না।

পৃথিবীর আকার বিষয়ে।

পৃথিবী প্রায় গোলাকৃতি কিন্তু সর্ব্বতোভাবে গোল নহে ওত্তর দক্ষিন কেন্দ্রে কিঞ্চিৎ চাপা আছে।

পৃথিবী গোলাকৃতির এক প্রমাণ।

যখন চন্দ্র ও সুর্য্যের মধ্যে পৃথিবী থাকেন তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের গাত্রে লাগে তাহাতে চন্দ্র গ্রহণ হয়। সেই ছায়াতে জানা যায় যে পৃথিবী গোল যেহেতুক যে বস্তু যেমত সে বস্তুর ছায়াও সেই মত অতএব গোলাকৃতি ছায়াদ্বারা পৃথিবী গোল জানা যায়।

পৃথিবীর গোলাকৃতির অন্য প্রমাণ।

যখন জাহাজ তীরহইতে সমুদ্রমধ্যে গমন করে তখন পৃথিবীর গোলতাপ্রযুক্ত সে জাহাজের নীচ ভাগ প্রথম লোকেরদের অদৃশ্য হয় এই রূপ ক্রমেই যত দুর যায় ক্রমেই নীচহইতে অদৃশ্য হয় অতিদুর হইলে সমুদায় জাহাজ অদৃশ্য হয়। যদি পৃথিবী গোল না হইত তবে সে সমুদায় জাহাজ দৃষ্ট হইত কিন্তু ভালরূপে দৃষ্ট হইত না। এবং সমুদ্রহইতে যাহারা তীরে আইসে তাহারা প্রথম পর্ব্বতের মস্তক

দর্শন করে ক্রমে২ নিকট হইলে বৃক্ষ ঘর ইত্যাদি দর্শন হয় শেষে সে স্থানের মৃত্তিকাপর্য্যন্ত দর্শন হয়।

পৃথিবীর গোলাকৃতির অন্য প্রমাণ।

ওদাহরণার্থ কোনহ লোক ইংগ্লণ্ডহইতে জাহাজের ওপর পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া মুখ না ফিরাইয়া এক মুখে পুনর্ব্বার সেই ইংগ্লণ্ড দেশে আসিয়াছে যদি পৃথিবী গোল না হইত তবে এই রূপ আসিতে পারিত না।

পৃথিবীর আকার।

পুরাণে লিখিয়াছেন যে পৃথিবী আদর্শের মত সমান ও কেহ বলেন যে পৃথিবী চতুষ্কোণা ও কেহ বলেন ত্রিকোণা কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমনি প্রভৃতি গ্রন্থেতে কহেন যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের মত গোলাকৃতি। এই প্রকার জ্যোতির্ব্বেত্তারদের কথা আমারদের কথার সহিত মিলে ও প্রমাণসিদ্ধও বটে।

পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস।

পৃথিবীর পরিধি একইশ হাজার আট শত পাঁচ হত্তর ক্রোশ এবং তাহার ব্যাস অনুমান সাত হাজার ক্রোশ। পৃথিবী শূন্যে আছে আকর্ষণের ব্যবস্থাতে

চন্দ্রগ্রহণ বিষয়।

যখন চন্দ্র ও সূর্য্যের মধ্যে পৃথিবী থাকে তখন সূর্য্যের তেজ পৃথিবীর ব্যবধানপ্রযুক্ত চন্দ্রে লাগিতে পারে না অতএব চন্দ্রগ্রহণ হয় চন্দ্রহইতে পৃথিবী বড় এ প্রযুক্ত কখন সর্ব্বগ্রাস হয়।

চন্দ্রের বিষয়।—

চন্দ্র পৃথিবীহইতে ক্ষুদ্র এইপ্রযুক্ত চন্দ্র পৃথিবীকর্তৃক আকর্ষিত হয়। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঊনত্রিশ দিনে এক পাক প্রদক্ষিণ করে তাহাতে চান্দ্র মাস হয়।

পৃথিবীতে যেমত উচ্চ নীচ স্থান সেমত চন্দ্রে দুরবীন দ্বারা দেখা যায় ও যে স্থান উচ্চ সে স্থানের ছায়া ত্রিকোণ এবং উচ্চ স্থানের উপরে আলো থাকিলে তাহার নীচে সে আলো দেখা যায় না ইহাতে জ্ঞান হয় যে সে চন্দ্র পৃথিবীর মত। যে ঊনত্রিশ পাক ভ্রমণে চান্দ্রমাস হয় সেই ঊনত্রিশ দিনে তাহারদের এক দিন এক রাত্রি হয়।

জোয়ার ভাটা বিষয়।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যাবদ্বস্তু মহত্ত্বক্ষুদ্রতানুসারে পরস্পর আকর্ষিত হয়। অতএব পৃথিবী চন্দ্রকে আক

র্ষণ করে চন্দ্রও পৃথিবীকে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করে পৃথি বীর জল চাঞ্চল্যযুক্ত তাহাতে অনায়াসে আকৃষ্ট হয় অতএব চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণেতে জলকে আকর্ষণ করিয়া স্ফুনবৎ করে তাহাতেই জোয়ার ভাটা হয়।

নক্ষত্রবিষয়।

নানা দেশে তারা সকল ঝাঁকে২ বিলি আছে তাহার দের নাম নক্ষত্র এই নক্ষত্র সকল যে২ জন্তুর আকৃতি দেখা যায় সেই২ জন্তুর নাম পাইয়াছে হিন্দু পণ্ডিতের দের মতে রাশিচক্রে গ্রথিত যে সাতাইশ নক্ষত্র আছে সে এই২।

অশ্বিনী ১। ভরণী ২। কৃত্তিকা ৩। রোহিণী ৪। মৃগ শিরা ৫। আর্দ্রা ৬। পুনর্ব্বসু ৭ পুষ্যা ৮। অশ্লেষা ৯। মঘা ১০। পূর্ব্বফল্গুনী ১১। উত্তরফল্গুনী ১২। হস্তা ১৩। চিত্রা ১৪। স্বাতী ১৫। বিশাখা ১৬। অনুরাধা ১৭। জ্যেষ্ঠা ১৮। মূলা ১৯। পূর্ব্বাষাঢ়া ২০। উত্তরাষাঢ়া ২১। অভিজিৎ ০। শ্রবণা ২২। ধনিষ্ঠা ২৩। শতভিষা ২৪। পূর্ব্বভাদ্রপদা ২৫। উত্তরভাদ্রপদা ২৬। রেবতী ২৭।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে কিন্তু নিঃসরিত হয় না সূর্য্য তাহাকে আকর্ষণ না করিলে অবশ্য নিঃসরিত হইত।

সূর্য্যহইতে পৃথিবীর দূরত্ব।

পৃথিবী যেমন পূর্ব্বে কহা গিয়াছে আট কোটি চল্লিশ লক্ষ ক্রোশ সূর্য্যহইতে অন্তর ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে একবার ভ্রমণ করে তাহাতে বৎসর হয় এবং আড়াই দণ্ডের মধ্যে একান্ন হাজার ক্রোশ ভ্রমণ করে অর্থাৎ এক পলে প্রায় তিন শত চল্লিশ ক্রোশ ভ্রমণ করে।—

পৃথিবীর চলন।

পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ সময়ে আপন স্থানে অর্থাৎ আপন আলে তিন শত পঁয়ষট্টিবার এক পোয়া ভ্রমণ করে তাহাতে তিন শত পঁয়ষট্টি রাত্রি ও তিন শত পঁয়ষট্টি দিন পোনের দণ্ড হয়।

পশ্চিমহইতে পৃথিবীর পূর্ব্বদিগ গমনের বিষয়।

পৃথিবী আপন স্থানে যে ভ্রমণ করে সে গমন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখ গমন। ওত্তরহইতে কখনও দক্ষিণ গমন করে না দক্ষিণ ওত্তর দুই দিক্ সর্ব্বদা স্থির দেখা

যায় সেই দুই স্থান কেন্দ্র নাম কহা যায়। উত্তরে ও দক্ষিণে কেন্দ্রের উপর যে ধ্রুব তারা সে অচল দেখা যায় পূর্ব্ব পশ্চিমে যে তারা আছে তাহারাও অচল কিন্তু পৃথিবীর গমনাগমনে তাহারদিগের উদয়াস্ত বোধ হয় বাস্তব কখনও চলে না।

সুমেরুপ্রভৃতি বিষয়ে।

যে স্থানে উত্তর কেন্দ্র কহা যায় সেই স্থানকে ভাস্করাচার্য্য ও অন্যং জ্যোতির্ব্বিদেরা সুমেরু কহেন ও যে স্থান দক্ষিণ কেন্দ্র কহা যায় সেই স্থানকে তাঁহারা বড়বানল কহেন। এই দুই স্থান অতিশয় শীতল এবং সেখানে শীতপ্রযুক্ত এমত জল জমাত হয় যে সেখানে জাহাজের পথ থাকে না এবং পৃথিবী সৃষ্টি অবধি অদ্যাপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত যায় নাই এবং পুরাণে কহেন যে দক্ষিণ স্থান বড়বানল যেহেতুক সে মহাগ্নির স্থান কিন্তু এ কথা অপ্রমাণ যেহেতুক সূর্য্যহইতে দুই কেন্দ্র সমান দূর এবং সূর্য্যের তেজ সেই দুই স্থানে না লাগাতে সুমেরুতে যেমন শীত বড়বানলেতেও তেমন শীত।

পৃথিবীর প্রধান ভাগবিষয়ে।

ভূগোলবেত্তারা পৃথিবীকে ভাগ করিবার নিমিত্ত

পৃথিবীর মধ্যে একটা রেখা কল্পনা করিয়া তাহার রেখাভূমি নাম রাখিয়াছেন যেহেতুক সে রেখা পৃথিবীকে দুই ভাগ সমান করিয়া রাখে।

বিষুবরেখা বিষয়ে।

সেই রেখাভূমির ঊর্দ্ধে শূন্যে সমসূত্রপাতে এক রেখা কল্পনা করা যায় তাহার নাম বিষুবরেখা। সূর্য্য ১১ আশ্বিন ও ১১ চৈত্র সেই রেখাভূমির ওপরে থাকে এবং তাহার তেজ সে দিনে সমসূত্রপাতে পৃথিবীতে পড়ে সেইহেতুক সর্ব্বত্র দিবা রাত্রি সমান হয় তাহাকে বিষুবকাল কহা যায়। এবং সে সময়ে সে রেখাতে মধ্যাহ্নচ্ছায়া থাকে না অর্থাৎ সে দিনে দুই প্রহরের সময়ে সে রেখাভূমির ওপরে সূর্য্যের কিছু ছায়া পড়ে না ইহাতে নিরক্ষ এক নাম কহা যায়।

পৃথিবীর বক্রগতির বিষয়ে।

পৃথিবী সর্ব্বদা সমান ভ্রমণ করিলে সূর্য্যের সহিত ভুজকোটি ভাবে থাকিত এবং সর্ব্বদা রেখাভূমিতে তেজ পড়িত তাহা না হওয়াতে রেখাস্থানহইতে ১১ পৌষপর্য্যন্ত ক্রমে দক্ষিণে সাড়ে তেইশ অংশ বক্র গমন করে সেই দিন অবধি পুনর্ব্বার ওত্তরমুখ ফিরিয়া আইসে এবং ১১ চৈত্রেতে পৃথিবীর মধ্যে বিষুব

রেখাতে পঁহুছে। সেই দিনাবধি ১১ আষাঢ় পর্য্যন্ত ওত্তর ভাগে সাড়ে তেইশঅংশ পর্য্যন্ত পৃথিবী যায় ঐ ১১ আষাঢ়অবধি ওত্তরহইতে ফিরিয়া ১১ আশ্বিনে পুনর্ব্বার পৃথিবীর মধ্যে বিষুবরেখাতে পঁহুছে। সেই দক্ষিণ গমনের নাম দক্ষিণায়ণ ও ওত্তর গমনের নাম ওত্তরায়ণ।

পৃথিবীর বক্রগতির ফল।

যদি সূর্য্যের তেজ সেই সূত্রে সর্ব্বদা সমানভাবে পড়িত তবে গ্রীষ্ম শীত প্রভৃত ঋতুভেদ হইত না এবং দিবামান ও রাত্রিমান সমান হইত কিন্তু পৃথিবীর বক্রগতিপ্রযুক্ত ঋতুভেদ হয় ও দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

দক্ষিণায়ণ ওত্তরায়ণবিষয়ে।

হিন্দু জ্যোতির্ব্বেত্তারা ওত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের যে কাল নিশ্চয় করিয়াছেন সে গণনাদ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। তাহাতে ১১ চৈত্রের পর ১১ আশ্বিনপর্য্যন্ত ওত্তরায়ণ হয় এই কাল দেবতারদিগের দিবস অসুরেরদিগের রাত্রি হিন্দুরা কহে। এবং ১১ আশ্বিনের পর ১১ চৈত্রপর্য্যন্ত দক্ষিণায়ণ এ কাল অসুরেরদিগের দিবস দেবতারদের রাত্রি। গণিত শাস্ত্রে ইহার নানা প্রকার

প্রমাণ দিয়াছেন এবং এই গণনায় গ্রহণাদি অস্তোদয় প্রত্যক্ষ হইতেছে কিন্তু পুরাণবেত্তারা মাঘের প্রথমে উত্তরায়ন আরম্ভ করিয়া আষাঢ়ের ত্রিশ পর্য্যন্ত দেবতার দের দিবাব্যবহার করিয়া পূজাদি কর্ম্ম চালাইতেছে শ্রাবণের প্রথম দিবসাবধি দক্ষিণায়ন আরম্ভ করিয়া ত্রিশা পৌষ পর্য্যন্ত দেবতারদিগের রাত্রি ব্যবহারে কর্ম্ম চালাইতেছে।

ক্রান্তির বিষয়ে।

বিষুবরেখার আকাশে উভয় পার্শ্বে যে সাড়ে তেইশ অংশপর্য্যন্ত পৃথিবীর বক্রগমন হয় তাহার নাম ক্রান্তি।

রাশিচক্র বিষয়ে।

উভয় পার্শ্বে এই ক্রান্তির সীমা সাতচল্লিশ অংশ তাহার মধ্যে যে গোলাকৃতি স্থান সে বার ভাগ হইয়াছে এবং সে স্থানে যে তারা দেখা যায় তাহারা ও সে রূপে বিভক্ত হইয়াছে তাহার নাম রাশি অর্থাৎ ক্রান্তির বার প্রকার চিহ্ন সে রাশি যে জন্তুর আকারের ন্যায় সে জন্তুর নাম পাইয়াছে সে এই। মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ মীন। সূর্য্য যখন যে কোন রাশিতে প্রবিষ্ট হন তখন একটা

নূতন মাস হয় এবং লোকে কহে যে সূর্য্য অমুক রাশি প্রবেশ করেন কিন্তু সে বাস্তবিক নহে কেবল পৃথিবী রাশি প্রবেশ করে। কোন নূতন রাশিতে সূর্য্যের প্রবেশের নাম সংক্রান্তি এইহেতুক যে দিনে সূর্য্যের রাশ্যন্তর প্রবেশ হয় সেই দিনকেও ব্যবহারে সংক্রান্তি কহা যায়।

ক্রান্তির বিষয়ে।

রেখাভূমির উভয় পার্শ্বে সাড়ে তেইশ অংশ করিয়া সাতচল্লিশ অংশপর্য্যন্ত যে স্থান তাহার মধ্যে রেখাভূমি থাকাতে দুই ভাগ হইয়াছে উত্তর সীমার নাম কর্কট ক্রান্তিক দক্ষিণ সীমার নাম মকর ক্রান্তিক। পৃথিবীর উপরে যে স্থানকে ক্রান্তিক কহি তাহার সমান ঊর্দ্ধে আকাশের স্থানের নাম ক্রান্তি।

অক্ষাংশের বিষয়ে।

রেখাভূমিহইতে উত্তর কেন্দ্র ও দক্ষিণ কেন্দ্রপর্য্যন্ত নব্বই২ অংশ আছে ইহার নাম অক্ষাংশ প্রত্যেক অংশ ষাটি ক্রোশ হয়। ইহার নাম অক্ষাংশ রাখা গিয়াছে যেহেতুক তাহা দিয়া পৃথিবী প্রস্থ মাপা যায়।

উত্তর অক্ষাংশবিষয়ে।

রেখাভূমিহইতে উত্তর কেন্দ্রপর্য্যন্ত যে মাপ তাহার

নাম ওত্তর অক্ষাংশ। কলিকাতা নগর ওত্তর বাইশ অক্ষাংশে এবং ইংগ্লণ্ড দেশের প্রধান নগর লণ্ডন ওত্তরে বায়ান্ন অক্ষাংশে আছে ও সিংহলদ্বীপ রেখাভূমিহইতে নয় অংশ ওত্তর অতএব তাহার বিষয়ে আমরা কহি যে সে ওত্তর নয় অক্ষাংশে আছে।

দক্ষিণ অক্ষাংশবিষয়ে।

রেখাভূমিহইতে দক্ষিণ কেন্দ্রপর্য্যন্ত যে মাপ তাহার নাম দক্ষিণ অক্ষাংশ।

দ্রাঘিমবিষয়ে।

পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে যে মাপ তাহার নাম দ্রাঘিমা তাহাতে পৃথিবীর দীর্ঘ মাপ জানা যায়। অক্ষাংশের মূল অর্থাৎ পৃথিবী ওত্তর দক্ষিণ মাপিবার আরম্ভস্থান রেখাভূমি এই এক স্থানানুসারে সকল জাতীয়েরা গণনা করে কিন্তু দ্রাঘিমা আরম্ভস্থানের বিষয়ে সকল লোকেরা এক স্থানহইতে মাপিতে আরম্ভ করে না। আমেরিকীয়েরা ও ফ্রান্সীয়েরা আপনং রাজধানী নগর হইতে মাপে। ইংগ্লণ্ডীয়েরাও আপন রাজধানী নগরহইতে মাপে।

ইংগ্লণ্ডীয়েরা লণ্ডন নগরহইতে পূর্ব্ব পশ্চিম মাপ করাতে কলিকাতা নগর লণ্ডনহইতে অষ্টাশী অংশ পূর্ব্ব করিয়া জানিয়াছে এইহেতুক বাঙ্গালা দেশের কলিকাতা নগর পূর্ব্ব দ্রাঘিমা অষ্টাশী অংশের মধ্যে আছে।

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমসীমার বিষয়ে।

দ্রাঘিমা এক শত আশী অংশের অধিক কখন হয় না কেননা সে পৃথিবীর পরিধির অর্দ্ধ ভাগ। এক শত নব্বই পূর্ব্ব দ্রাঘিমা কহা যায় না যেহেতুক সে পশ্চিম এক শত সত্তরি দ্রাঘিমা এবং অক্ষাংশ নব্বইর অধিক হয় না কেননা সে নব্বই অংশ পৃথিবীর পরিধির চতুর্থ ভাগ।

পৃথিবীর কটিবন্ধবিষয়ে।

পৃথিবীর আরং ক্ষুদ্র ভাগ করিবার নিমিত্ত পাঁচটা কটিবন্ধস্বরূপ মধ্যেং ভাগ আছে। প্রথম উষ্ণকটিবন্ধ। দ্বিতীয় সমকটিবন্ধ দুই। তৃতীয় শীতকটিবন্ধ দুই।

উষ্ণকটিবন্ধবিষয়ে।

উষ্ণকটিবন্ধ পৃথিবীর মধ্যস্থানে আছে যেহেতুক পৃথি

বীর যে ভাগ সূর্য্যের অধিক তেজ পায় রেখাভূমির উভয় পার্শ্বে সাড়ে তেইশ২ অংশপর্য্যন্ত তাহার সীমা। বাঙ্গালা দেশ প্রায় অধিক উষ্ণকটিবন্ধের মধ্যে আছে এবং কর্কট ত্রোপিকেও আছে।

সমকটিবন্ধবিষয়ে।

উষ্ণকটিবন্ধের উত্তর তেতাল্লিশ অংশ পর্য্যন্ত আর ঐ উষ্ণকটিবন্ধের দক্ষিণ তেতাল্লিশ অংশ পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে দুই সমকটিবন্ধ। রেখাভূমিহইতে উত্তর দক্ষিণ দুই পার্শ্বে সাড়ে ছেষট্টি২ অংশপর্য্যন্ত সম কটিবন্ধের সীমা। সেই সমকটিবন্ধ উষ্ণকটিবন্ধের মত উষ্ণ নহে শীতকটিবন্ধের মতও শীতল নহে তৎপ্রযুক্ত তাহার নাম সমকটিবন্ধ হইল। রেখা ভূমির উত্তরাংশের নাম উত্তর সমকটিবন্ধ। রেখা ভূমির দক্ষিণাংশের নাম দক্ষিণ সমকটিবন্ধ। প্রায় সকল হিন্দুস্থান এবং সকল ইংল্লণ্ড উত্তর সমকটি বন্ধের মধ্যে।

শীতকটিবন্ধেরবিষয়ে।

পৃথিবীর উভয় পার্শ্বে সমকটিবন্ধহইতে উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রপর্য্যন্ত যে সাড়ে তেইশ অংশ সে দুইকে

শীতকটিবন্ধ কহি। সে দুই স্থান সূর্য্যহইতে অধিক দূরস্থ প্রযুক্ত অতিশয় শীত এ কারণ শীতকটিবন্ধ কহি। উত্তর কেন্দ্রের নিকট উত্তর শীতকটিবন্ধ। দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকট দক্ষিণ শীতকটিবন্ধ। এই দুই স্থানে অতিশয় শীতপ্রযুক্ত প্রায় লোক বসতি নাই।

পৃথিবীর স্থূল ভাগবিষয়ে।

পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ প্রায় জল এক ভাগ প্রায় মৃত্তিকা।

পৃথিবীর মৃত্তিকার স্বাভাবিক ভাগবিষয়ে।

পৃথিবীর নানা ভাগ আপনার আকৃতি অনুসারে নানা নাম পাইয়াছে তাহার পাঁচ প্রকার ভাগ আছে। প্রথম দ্বীপ দ্বিতীয় উপদ্বীপ তৃতীয় প্রায়দ্বীপ চতুর্থ ডমরুমধ্য পঞ্চম অন্তরীপ।

দ্বীপবিষয়ে।

পৃথিবীর মধ্যে যেং স্থানে মৃত্তিকার অধিক ভাগ এবং নানা দেশ ও তাহার মধ্যে কোন সমুদ্র ব্যবধান না থাকে তাহার নাম দ্বীপ এই ভারত বর্ষকে দ্বীপ কহা যায় যেহেতুক তাহার মধ্যে অধিক দেশ ও অনেক মণ্ডল আছে।

উপদ্বীপবিষয়ে।

চতুর্দ্দিকে জলেতে বেষ্টিত ক্ষুদ্র কিম্বা মহাভূমি ভাগের নাম উপদ্বীপ যেমন লঙ্কা ও ইংগ্লণ্ড দেশ।

প্রায়দ্বীপ।

যে কোন দেশ জলেতে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত কিঞ্চিৎ স্থান মৃত্তিকার দ্বারা অন্য দেশের সহিত সংলগ্ন থাকে তাহার নাম প্রায়দ্বীপ।

ডম্রুমধ্য।

যৎকিঞ্চিৎ মৃত্তিকাদ্বারা সেই প্রায়দ্বীপ অন্য দেশের সহিত সংলগ্ন থাকিলে তাহার নাম ডম্রুমধ্য।

অন্তরীপ।

দেশে সংলগ্ন যৎকিঞ্চিৎ স্থান জলমধ্যবর্ত্তী অথচ জলমগ্ন নহে তাহার নাম অন্তরীপ।

জলভাগ।

জলের যে ভাগ তাহার নানাপ্রকার নাম। প্রথমতো যেখানে অনেক জল একত্র তাহার নাম সাগর। দ্বিতীয় সমুদ্র। তৃতীয় মোহনা। চতুর্থ হ্রদ। পঞ্চম মহাখাল। ষষ্ঠ খাল। ইহা ছাড়া নদী ও অনুখাল।

সাগর।

পৃথিবীর মধ্যে যেখানে সকলহইতে অধিক জল তাহার নাম সাগর যেমন মৃত্তিকাভাগের আধিক্য প্রযুক্ত দ্বীপ কহা যায় তেমন জলভাগের আধিক্য প্রযুক্ত সাগর কহা যায়। সাগর পৃথিবীর মধ্যে তিন টা আছে প্রথম আট্‌লান্টিক সে ইওরোপ ও আফ্রিকা এ দুই দেশহইতে আমেরিকাকে পৃথক্‌ করে। দ্বিতীয় ভারতীয় সাগর ভারত বর্ষের দক্ষিণে। তৃতীয় পাসিফিক অর্থাৎ প্রশান্ত সাগর সে আসিয়াহইতে আমেরিকাকে পৃথক্ করে। এই সকল সাগর লবণ জলেতে পূর্ণ এবং তাহারদিগের মধ্যে অনুমান পাঁচ ছয় শত উপদ্বীপ আছে।

সমুদ্র।

যাহার জল মোহনা দিয়া সাগরের মধ্যে পড়ে তাহার নাম সমুদ্র।

মোহনা।

সমুদ্র যে লঘু প্রস্থ পথ দিয়া সাগরের মধ্যে পড়ে তাহার নাম মোহনা যেমন ইওরোপে স্পানিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে জিব্রাল্টারের মোহনা তাহার দ্বারা ভূমধ্যস্থ সমুদ্র সাগরের মধ্যে পড়ে এবং আসিয়ার

মধ্যে মালাক্কার মোহনা যেমন মৃত্তিকাতে ডমরুমধ্য তেমন জলেতে মোহনা।

মহাখাল।

সমুদ্রের যে জল কোন দেশের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু ভেদ করে না তাহার নাম মহাখাল যেমন আমেরিকা দেশে মেক্সিকো নামে মহাখাল এবং ভারত বর্ষের পশ্চিমে কচ নামে মহাখাল। মৃত্তিকার ভাগে যেমন অন্তরীপ জলের ভাগে তেমন মহাখাল।

খাল।

সাগরের যে এক ভাগ জল দুই দিকে মৃত্তিকার মধ্যে অল্প প্রবেশ করে ও দেশের মধ্যে প্রবিষ্ট না হয় তাহার নাম খাল। যেমন কলিকাতার দক্ষিণ ভারত সমুদ্রের এক প্রদেশ।

হ্রদ

চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা থাকিয়া মধ্যে অনেক জল থাকে তাহার নাম হ্রদ অর্থাৎ বড় পুষ্করিণী। আমেরিকা দেশে এই রূপ দুই তিনটা আছে তাহার একটার পরিমাণ লম্বে দুই শত চৌঘট্টি ক্রোশ। এবং পারসী

দেশের ওত্তরে ইওক্সীন নামে হ্রদ সে এমত বড় যে সে প্রায় সমুদ্র কহা যায় এবং হিন্দুস্থানের ওত্তরে হিন্দু লোককর্তৃক অতিমান্য মানস সরোবর। যে মন মৃত্তিকার মধ্যে ওপদ্বীপ তেমন জলের মধ্যে হ্রদ।

নদী।

কোন পর্ব্বতের অল্প স্থানহইতে জল নির্গত হইয়া স্রোতোদ্বারা কোন২ দেশের মধ্য দিয়া সমুদ্রে পড়ে তাহার নাম নদী। ভারত দেশে গঙ্গা নামে এক মহানদী হিমালয় পর্ব্বতের অল্প স্থানহইতে নির্গতা হইয়া হিন্দুস্থানের মধ্যদিয়া তের শত ক্রোশ আসিয়া কলিকাতার দক্ষিণে সমুদ্রে মিলিতা হইয়াছেন।

অনুখাল।

কোন নদীর এক ভাগ কোন দেশের মধ্যে খানিক দূর প্রবিষ্ট হয় কিন্তু ভেদ না করে তাহার নাম অনুখাল অর্থাৎ ক্ষুদ্র খাল।

পৃথিবীর খণ্ড।

পৃথিবীর চারি খণ্ড হইয়াছে আসিয়া ও ইওরোপ ও আফ্রিকা ও আমেরিকা তাহার মধ্যে সকলহইতে আসিয়া বড় ও ইওরোপ সকলহইতে ক্ষুদ্র।

পৃথিবীর লোকগণনা।

অনুমান পৃথিবীতে সাত হাজার লক্ষ লোক আছে তাহার মধ্যে আসিয়াতে প্রায় পাঁচ হাজার লক্ষ। আফ্রিকাতে দুই শত লক্ষ। ইওরোপে ষোল শত লক্ষ। আমেরিকাতে দুই শত আশী লক্ষ লোক আছে।

পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরারাধনার নানা মত।

পৃথিবীর মধ্যে চারি মত আছে প্রথম নানা প্রকার দেবপূজকেরদের মত। দ্বিতীয় য়িহুদীয়েরদের মত অর্থাৎ ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত ত্রাণকর্ত্তার ভবিষ্যদাবির্ভা রের বিষয় এখনও য়িহুদীয়েরা সেই মতাবলম্বী। তৃতীয় খ্রীষ্টিয়ানেরদের মত অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্টের মত। চতুর্থ মুসলমানেরদের মত অর্থাৎ মহম্মদ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এ সকল মতাবলম্বী লোকেরদের বিবরণ।

যাহারা দেবপূজা করে তাহারদের প্রথম বৌদ্ধ তাহারা সিংহল দ্বীপে বুদ্ধ নামে ও ব্রহ্মা দেশে গোদামা নামে ও চীন দেশে ফো নামে ও জাপান দেশে শাক্যা নামে বুদ্ধকে পূজা করে। দ্বিতীয় হিন্দু তাহারা হিন্দুরদের দেব দেবী মানে। তৃতীয় চীন ভোট তিব্বত

প্রভৃতি দেশের কতক লোক তাহারা মহালামাকে পূজা করে। চতুর্থ চীনীয় লোকেরা তাহারা কংফুসিকে মানে। পঞ্চম কতক লোক তাহারা অন্য২ দেশে অন্য২ দেবতাকে মানে। ইহা ছাড়া কতক লোক আছে তাহারা কোন দেবতাকে মানে না।

এই সকল মতাবলম্বী লোকেরদের সংখ্যা।

বৌদ্ধের মতাবলম্বী এক হাজার পাঁচ শত কুড়ি লক্ষ লোক। হিন্দুরদের মতাবলম্বী নয় শত লক্ষ। কংফুসিপূজকেরা তিন শত লক্ষ। অন্য২ দেবতাকে যাহারা পূজা করে তাহারা এক হাজার লক্ষ। য়িহুদীয় লোকেরা ত্রিশ লক্ষ। খ্রীষ্টিয়ানেরা এক হাজার নয় শত লক্ষ। মুসলমানেরা ছয় শত লক্ষ।

আসিয়া।

পৃথিবীর মধ্যে প্রথমে আসিয়াতে মনুষ্যসৃষ্টি। আসিয়া সকল খণ্ডহইতে বড় তাহার দীর্ঘতা ছয় হাজার ছয় শত সত্তরি ক্রোশ যেখানে অধিক প্রস্থ সে খানে চারি হাজার ছয় শত কুড়ি ক্রোশ। আসিয়াতে প্রায় পাঁচ হাজার লক্ষ লোক আছে আসিয়ার প্রায়

সকল দেশ পৃথিবীর উত্তর ভাগে অর্থাৎ রেখাভূমির উত্তরে।

আসিয়ার সীমা।

আসিয়ার উত্তরে হিম সমুদ্র তাহার দক্ষিণে ভারত সমুদ্র উত্তর পশ্চিমে ইওরোপের সহিত সংলগ্ন। দক্ষিণ পশ্চিম সীমা আফ্রিকা পূর্ব্ব সীমা পাসিফিক্ সাগর এবং বীরিং মোহনাদিয়া আমেরিকাহইতে এক শত সত্তরি দ্রাঘিমার অংশেতে ভেদ হইয়াছে। রেখাভূমি অবধি উত্তর আশী অক্ষাংশপর্য্যন্ত ও পঁচিশ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা অবধি এক শত আশী পূর্ব্ব দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত তাহার সীমা।

আসিয়ার নানা দেশ।

যদি আমরা হিন্দুর মতে রেখাভূমির দেশহইতে গননা আরম্ভ করি তবে প্রায়মতো ভারত দেশ তাহার মধ্যে বাঙ্গালা বেহার ইত্যাদি নানা দেশ। তাহার নিশ্চয় উত্তরে ভোট ও তিব্বত তাহার উত্তরে তাতার। বাঙ্গালার উত্তরে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ক্রমে নেপাল ও কাশ্মীর ও কাবোল এবং উত্তর পূর্ব্বে আসাম তাহার পূর্ব্বে চীন তাহার উত্তর পূর্ব্বে জাপান অর্থাৎ তিনটা উপদ্বীপ।

বাঙ্গালার নিকট দক্ষিণ পূর্ব্ব ব্রহ্মা দেশ তাহার পূর্ব্ব শ্যাম ও টঙ্কিন। হিন্দুস্থানের পশ্চিমে পারসী তাহার পশ্চিমে আরব এ সকল ছাড়া দক্ষিণ পূর্ব্ব উপদ্বীপ আছে তাহার মধ্যে প্রধান এই সুমাত্র ও বর্নিও ও নব হলাণ্ড।

হিন্দুস্থান।

প্রকৃত হিন্দুস্থান উত্তর ছয় অক্ষাংশ অবধি পঁয়ত্রিশ উত্তর অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা সাতষট্টি অংশ অবধি তিরানব্বই অংশপর্য্যন্ত। তাহার পূর্ব্ব সীমাতে আসাম ও ব্রহ্মা দেশ তাহার দক্ষিণ ভারত সাগর তাহার উত্তর পশ্চিমে সিন্ধু নদী। তাহার উত্তর যে পর্ব্বত হিমালয়ে আরম্ভ হইয়া বৃক্ষের ডালের মত গারো পর্ব্বত ও কাছাড় পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়া দক্ষিণে রেকান দেশপর্য্যন্ত আসিয়াছে। হিন্দুস্থানের যে স্থানে অতিশয় দীর্ঘতা অর্থাৎ কুমারী অন্তরীপ অবধি কাশ্মীরপর্য্যন্ত ঊনত্রিশ অংশ সতের শত চৌহত্তর ক্রোশ এবং যে স্থানে অতিশয় প্রস্থ অর্থাৎ শ্রীহট্টহইতে সিন্ধ দেশে করাচীবন্দরপর্য্যন্ত চব্বিশ অংশ অর্থাৎ ষোল শত ক্রোশ। এই বড় দেশের মধ্যে নানা মণ্ডল আছে তাহার বিস্তারিত পশ্চাৎ লিখা যাইবে। এখন পর্ব্বত ও নদী ও লোক ও

লোকসংখ্যা ও ভাষা ও পুজাদি ব্যবহার লিখা যাই তেছে।

হিন্দুস্থানের পর্ব্বত।

হিন্দুস্থানের প্রধান পর্ব্বত হিমালয় সেই ককাসস পর্ব্বতে আরম্ভ হইয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া কাবুলের উত্তরে পঁহুছে এবং সেখানহইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে ভ্রমণ করিয়া গারো ও কশাই ও বঙ্গোড় নামে নানা পর্ব্বত হইয়া রেকান পর্ব্বতপর্য্যন্ত সীমা হইয়াছে সে পর্ব্বতশ্রেণী চারি হাজার ক্রোশব্যাপক। পূর্ব্ব দিকে সে বাঙ্গালাকে আসাম ও চীনহইতে পৃথক্ করে। পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে উচ্চ পর্ব্বত হিমালয় সমুদ্রের জলহইতে সে আটোর হাজার যাটি হাত উচ্চ। এবং আমেরিকার মধ্যে আন্দেস পর্ব্বত দেখিয়া পূর্ব্বে সকল লোকে অনুমান করিত যে এ পর্ব্বত সকলহইতে উচ্চ কিন্তু সেও চৌদ্দ হাজার হাতের অধিক সমুদ্রহইতে উচ্চ নহে। দ্বিতীয় কাশীর নিকট সন্ধ্যাচল। তৃতীয় রাজমহলের শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বত সে শোন ও নর্ম্মদা নদীর মূলে আরম্ভ হইয়া রাজমহলের গঙ্গার নিকট আসিয়া দক্ষিণে প্রবেশ করিয়া নীলপর্ব্বত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। চতুর্থ দক্ষিণ দেশের ঘাট এবং বোম্বয়ের

দক্ষিণে মলয় পর্ব্বত তাহাতে চন্দন ও এলাইচ জন্মে। ইহা ছাড়া নানা দেশে ছোটং পর্ব্বত আছে।

হিন্দুস্থানের নদী।

হিন্দুস্থানে ছোট বড় অনেক নদী আছে ছোট পুস্তকে সকল সংখ্যা হয় না কিন্তু প্রধান নদী প্রথম গঙ্গা। তাহার মধ্যে গণ্ডক ও গোগরা ও শোন ও মহানন্দা ইত্যাদি প্রবেশ করে সে গঙ্গা হিমালয়ে আরম্ভ হইয়া তের শত ক্রোশ আসিয়া কলিকাতার দক্ষিণে সাগরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় সিন্ধু নদী কৈলাস পর্ব্বতে আরম্ভ করিয়া শতদ্রু ও বিপাশা ও ঐরাবতী ও চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা ইহারদের সহিত মিলিয়া সিন্ধু দেশের নিকট ভারত দেশের পশ্চিম সীমা এক হাজার ক্রোশ চলিয়া ভারত সাগরে প্রবেশ করে। তৃতীয় ব্রহ্মপুত্র হিমালয়শ্রেণীতে আরম্ভ করিয়া তিব্বত ও আসাম ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব কোণে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণের চাটিগ্রামের নিকট পদ্মাতে অর্থাৎ গঙ্গাতে মিলিত হইয়া বাঙ্গালার খালে প্রবেশ করে। এই নদী উত্তর কোল ও দক্ষিণ কোল নামে আসাম দেশকে দুই ভাগ করে। এই তিন প্রধান নদী যে স্থানহইতে নির্গতা হয় সে তিন স্থান প্রায়

পরস্পর নিকট। এই নদী ছাড়া যমুনা ও নর্ম্মদা ও গোদাবরী ও কৃষ্ণা ইত্যাদি অনেক ছোট নদী আছে।

হিন্দুস্থানের লোকসংখ্যা।

হিন্দুস্থানের লোকসংখ্যা কখন কেহ স্থির করে নাই কিন্তু অনুমান করি যে দশ কোটি লোক হইতে পারে। ইহার মধ্যে আট শত লক্ষ লোক ইংগ্লণ্ডী য়েরদের অধিকারে অবশিষ্ট দুই শত লক্ষ লোক অন্যং রাজারদের অধিকারে। তাহার মধ্যে প্রধান এইং সিন্ধু নদীর নিকট শিখ ও দক্ষিণে নিজামালির দেশ।

হিন্দুস্থানীয় ভাষা।

ভারত বর্ষের মূল সংস্কৃত নানা দেশীয় ভাষা এই সংস্কৃতমূলক এবং ভারত বর্ষের মধ্যে যত অক্ষর তাহারও মূল দেবনাগর। আট শত বৎসর হইল মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল সেই অবধি হিন্দুস্থানে পারসীয় ভাষা ও অক্ষর চলিত হইয়াছে এবং চলিত ভাষার মধ্যেও অনেক পারসীয় কথা প্রবেশ করিয়াছে। ভারত বর্ষের মধ্যে নানা দেশে নানা রূপে বাঙ্গালা আসাম মিথিলা কোশলা ভটনের ভোজ পুর কোঙ্কন কাশ্মীর উৎকল তৈলিঙ্গী কর্ণাট বঁদেল

খণ্ড হরিআনা কানাকুব্জ জয়নগর হাড়তি মাড়ওয়ার ভগোলখণ্ড বিকানিয়র গুজরাত্তি ওদয়পুর নেপাল মনি পুর জম্বু পালপা মুলতান কচ মগধি ওজ্জয়নী সিন্ধু শ্রীনগর কামাও শিকাবতী ইত্যাদি নামে প্রায় চল্লিশ প্রকার ভাষা চলিতেছে। বাঙ্গালা মনিপুর ব্রহ্ম্যা শ্যাম ভোট মৈথিল শিখ কাশ্মীর মুলতান তৈলিঙ্গ ওড়ে তামল মলয়ালিম সিংহলীশ মোড় এইং নামে দেবনাগর হইতেও প্রায় কুড়ি প্রকার অক্ষর নির্গত হই য়া চলিতেছে। পারসীহইতে একটাও নির্গত হয় নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে ঈশ্বরারাধনা।

ভারত বর্ষের মধ্যে তিন প্রকার মত আছে প্রথম হিন্দুর মত দ্বিতীয় মুসলমানের মত তৃতীয় খ্রীষ্টী য়ানের মত। হিন্দুর মত ক্রমে পরিবৃত্ত হই য়াছে। প্রথম বেদে এক তেজোময় আত্মা লোকেরা অগ্নিতে সে আত্মার আরোপ করিয়া অগ্নির আরা ধনা করিত। পরে দুই হাজার তিন শত বৎ সর হইল বৌদ্ধেরা বেদার্থের অনুসারে এক মত স্থির করিল। পরে ব্রাহ্মনেরা পুরান মতে দেব দেবীর সাকাররূপ সৃষ্টি করিল এবং তান্ত্রিকেরা তন্ত্রশাস্ত্র

নুসারে ঐ দেব দেবীর পূজার নানা প্রকার ভিন্নং ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিন শত বৎসর হইল চৈতন্য দেব বৈষ্ণবেরদিগের এক মত স্থাপিত করিলেন। এক শত বৎসর হইল নানক পঞ্জাব দেশে এক মত স্থির করিলেন ইহা ব্যতিরিক্ত প্রকৃত শাস্ত্রবেত্তারা কেবল জ্ঞানকাণ্ড মানেন কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড মানেন না জাতি বিবেচনা কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে অর্থাৎ পৃথিবীর আট অংশের একাংশে আছে।

দ্বিতীয়তো মহম্মদ এক হাজার দুই শত বৎসর হইল মুসলমানেরদের এক মত সৃষ্টি করিলেন এবং আট শত বৎসর হইল মুসলমানেরদের মত ভারত বর্ষে প্রবিষ্ট হইল। তৃতীয়তঃ খ্রীষ্টের মত অর্থাৎ ব্রহ্মের পুত্র পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তার মত। ব্রহ্ম তাঁহাকে মনুষ্যেরপ্রতি পাপের আরম্ভসময়ে স্বীকার করিলেন এবং নিরূপিত সময় আইলে স্ত্রীহইতে জাত সকল মনুষ্যকে পাপ ও দুঃখহইতে উদ্ধার করিতে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি স্ত্রীহইতে জন্ম লইয়া য়িশু খ্রীষ্ট নামক হইলেন য়িশু অর্থে ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট অর্থে অভিষিক্ত য়িশু খ্রীষ্ট অর্থে অভিষিক্ত ত্রাণকর্ত্তা। ইংগ্ল

গ্রীয়েরা পূর্ব্বকালে দেবপূজা করিতেন খ্রীষ্টের বাক্য সত্যরূপ গ্রহন করিয়া পৃথিবীর মধ্যে এখন সকল হইতে অতিবড় এবং জ্ঞানবান হইয়াছেন যদ্যপি তাঁহারা কখনো এই মত ছাড়েন তবে অন্য দেশের লোকের ন্যায় দুর্ব্বল ও অজ্ঞান হইবেন।

হিন্দুস্থান।

হিন্দুস্থানকে দুই ভাগ করা যায়। ওত্তর হিন্দুস্থান ও দক্ষিন হিন্দুস্থান। ওত্তর হিন্দুস্থানের দক্ষিন সীমা গুজরাটের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র ও নর্ম্মদা নদী ও নর্ম্মদার ওৎপত্তি স্থানহইতে কল্পনীয় রেখা বালেশ্বরপর্য্যন্ত ও সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র। দক্ষিন হিন্দুস্থানের ওত্তরে নর্ম্মদা নদী অবধি দক্ষিনে কুমারী অন্তরীপপর্য্যন্ত। কোনং ব্যক্তি হিন্দুস্থানকে তিন ভাগ করে দক্ষিন হিন্দুস্থান ও ওত্তর হিন্দুস্থান ও মধ্য হিন্দুস্থান কিন্তু সুস্পষ্ট কারণে নর্ম্মদা নদীকে মধ্য করিয়া দুই ভাগ করা গেল।

ওত্তর হিন্দুস্থান।—

ওত্তর হিন্দুস্থানের পশ্চিম সীমা সিন্ধুনদী ওত্তরে হিমালয়শ্রেণী পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেশ দক্ষিনে নর্ম্মদা নদী ও সমুদ্র

ওত্তর হিন্দুস্থানীয় দেশ।

সে তিন প্রকার। প্রথমতঃ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত গঙ্গার ওভয় পার্শ্বে গঙ্গা সাগর অবধি দিল্লীপর্য্যন্ত। দ্বিতীয়তঃ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের পশ্চিমে ও দক্ষিণে স্বরাজাধীন দেশ। তৃতীয়তঃ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের পূর্ব্বে ও ওত্তরে স্বরাজাধীন দেশ। পূর্ব্বে শাহ অকবর বাদশাহ যে নয় সুবা ক্লৃপ্ত করিয়াছিলেন তাহার সাত সুবা এখন প্রয়েৎ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত হিন্দুস্থান।

বাঙ্গালা।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের মধ্যে বঙ্গভূমি অতি ওর্ব্বরা জ্ঞান হয়। সে দীর্ঘ তিন শত ষাটি ক্রোশ প্রস্থ তিন শত ক্রোশ এবং তাহার মধ্যে প্রায় পর্ব্বত নাই। তাহার প্রাচীন নাম গৌড় এবং এই২ অধিকার ভেদে সে বিভক্ত হইয়াছে যশোহর ও নবদ্বীপ ও বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর ও বীরভূমি ও রাজসহী ও মহামূদসহী ও দিনাজপুর ও রঙ্গপুর ও কোঁচবিহার ও পূরণীয়া ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পারে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম। ইহার মধ্যে কোঁচবেহার ইংগ্ল

ণ্ডীয়েরদের প্রকৃত অধিকারের মধ্যে নহে কিন্তু ইংগ্ল ণ্ডীয়েরদের আয়ত্তমাত্র। এই বাঙ্গালার উত্তর সীমা দিনাজপুর ও রঙ্গপুর পূর্ব্ব সীমা শ্রীহট্ট দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর পশ্চিম সীমা রামগড় ও পালামৌ। অনুমান হয় বাঙ্গালার মধ্যে এক কোটি বিশ লক্ষ লোক আছে। তাহার প্রধান নগর এইং প্রথম কলিকাতা সে সাড়ে বাইশ উত্তর অক্ষাংশে ও লণ্ডন হইতে পূর্ব্ব অষ্টাশী দ্রাঘিমাতে সে সকল হিন্দুস্থানের রাজধানী। দ্বিতীয় ঢাকা নগর সে কলিকাতাহইতে উত্তর পূর্ব্ব এক শত বিশ ক্রোশ। সে পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। তৃতীয় মুরশেদাবাদ সে কলিকাতা হইতে এক শত আশী ক্রোশ।

মিথিলা দেশ অর্থাৎ তীরহুত।

বাঙ্গালার পশ্চিম গঙ্গার উত্তরে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন যেং দেশ তাহার বিবরণ এই। তাহার মধ্যে বাঙ্গালাসংলগ্ন মিথিলা তাহার দক্ষিণ সীমা গঙ্গা উত্তর সীমা নেপাল। মিথিলা জিলাকে মুজফ্ফরপুর কহে। গণ্ডক নদ উত্তরহইতে মিথিলা দেশের মধ্য দিয়া আসিয়া হাজীপুরে গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছে। মিথিলার মধ্যে বেত্তীয়া নামে এক স্থান আছে

সেখানে অনেক খ্রীষ্টিয়ান লোকের বসতি আছে।

অযোধ্যা।

মিথিলার পশ্চিমে অযোধ্যা। তাহার প্রধান রাজধানী লক্ষ্ণৌ। তাহার দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা গঙ্গা অযোধ্যার মধ্যদিয়া গোগরা নামে মহানদী হিমালয়শ্রেণীহইতে আসিয়া চিরনচাপরার নিকটে গঙ্গাতে মিলিয়াছে আর গোমতী নামে এক নদী লক্ষ্ণৌয়ের নিকট দিয়া আসিয়া কাশীর পূর্ব্ব গোপালপুরের নীচে গঙ্গাতে মিলিয়াছে। রোহিলারা ঐ দেশের পশ্চিম ভাগ অধিকার করিয়াছিল এই প্রযুক্ত তাহার নাম রোহিলখণ্ড খ্যাত হইয়াছে। রোহিলখণ্ডের প্রধান রাজধানী বাঁশবরেলি। অযোধ্যার উত্তর সীমা নেপাল ও দক্ষিণ সীমা গঙ্গা। তাহার আর এক নাম উত্তর কোশলা।

মগধ।

গঙ্গার দক্ষিণে বাঙ্গালার নিশ্চয় পশ্চিমে প্রথম মগধ দেশ এখন তাহার নাম বেহার খ্যাত। মগধ দেশ গঙ্গাদ্বারা মিথিলাহইতে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্ব সীমা সীতাকুণ্ড ও পশ্চিম সীমা কাশীর নিকট ধ্যানেশ্বর শিব। তাহার প্রধান নগর পাটনা মুনল

মানেরা তাহাকে আজীমাবাদ কহে। অনুমান হয় তাহার মধ্যে দুই লক্ষ লোক আছে ও তাহার নিকটে শোন নদীর মোহনা মগধ দেশের মধ্যে গয়ানামে মহাতীর্থস্থান আছে এবং ঐ দেশে বুদ্ধাবতার হইয়া ছিলেন ঐ বুদ্ধের মত এখন অনেক দেশে ব্যাপ্ত হই য়াছে। অনুমান হয় যে ঐ দেশের মধ্যে কিম্বা তাহার নিকট পূর্ব্বে দুই হাজার বৎসর হইল পাটলিপুত্র নামে এক মহানগর ছিল তাহার মত নগর জম্বুদ্বীপে আর ছিল না সেই নগর এখন লুপ্ত হইয়াছে।

কাশী।

মগধ দেশের পশ্চিমে কাশী ক্ষুদ্র দেশ কাশীর কিছু দেশ গঙ্গার উত্তর পারেও আছে। কাশী নগরে শাস্ত্র বিদ্যাভ্যাসের বিস্তর অনুশীলন আছে।

বন্দেলখণ্ড।

কাশীর দক্ষিন পশ্চিম বন্দেলখণ্ড তাহার পূর্ব্ব ভাগের নাম ভগেলখণ্ড সেখানে পর্ণা নামে এক স্থানে হিরার খনি আছে।

মথুরা।

বন্দেলখণ্ডের উত্তর পশ্চিমে মথুরা দেশ যমুনার

পশ্চিমে তাহার রাজধানী প্রথমে মথুরা ছিল। পরে মুসলমানেরা অধিকার করিয়া আগরা রাজধানী করিল।

কুরুক্ষেত্র।

মথুরার উত্তর পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র অর্থাৎ হরিয়ানা সে দেশের পূর্ব্ব দিকে দিল্লী নগর আছে সে দিল্লী পূর্ব্বে সকল হিন্দুস্থানের রাজধানী ছিল কুরুক্ষেত্রের উত্তরে ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত কতক দেশ আছে সে পঞ্জাপের অন্তঃপাতী।

কান্যকুব্জ দেশ।

প্রয়াগ অবধি উত্তর পশ্চিম ও উত্তর গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশ কান্যকুব্জ সে প্রায় তিন শত ক্রোশ দীর্ঘ। সংস্কৃতে তাহাকে অন্তর্ব্বেদী কহে ও মুসল মানেরা তাহাকে দোআব কহে তাহার প্রধান নগর এই২ প্রয়াগ ও কনৌজ ও ফরক্কাবাদ ও আলীগড় ইত্যাদি। তাহার মধ্যে ব্রজনামক এক ক্ষুদ্র দেশ আছে তাহার ভাষাকে ব্রজভাষা করিয়া কহে। গঙ্গার উভয় পার্শ্বে ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত যে২ দেশ সে প্রত্যেক দেশের ভাষা পৃথক২ কিন্তু সে সকল সংস্কৃতমূলক।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের দক্ষিণ পশ্চিমে স্বরাজ্যাধীন দেশ।

হিন্দুস্থানের মধ্যে অত্যুত্তর স্থান কাশ্মীর সেখানে অতিসুন্দর ও বহুমুল্য শাল প্রস্তুত হয় তাতার দেশ হইতে এক প্রকার ছাগলের লোম লইয়া কাশ্মীরে শালনির্ম্মাণ করে। কাশ্মীরে পূর্ব্বে হিন্দুর শাস্ত্রের বড় প্রচার ছিল সে দেশ হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীতে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত সে এখন কাণ্ডাহারের রাজার অধীন।

পঞ্চাল অর্থাৎ পঞ্জাব।

কাশ্মীর দেশের দক্ষিণে পঞ্চাল সে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বে সে দেশে শতদ্রু ও বিপাশা ও চন্দ্রভাগা ও ঐরাবতী ও বিতস্তা এই২ নামে পাঁচ নদী আছে তৎপ্রযুক্ত পঞ্জাব কহে। তাহার প্রধান নগর লাহোর ও অমরেশ্বর তদ্দেশীয় লোকেরা বাবা নানকের মতে চলে তাহারদের ভাষা ও অক্ষর স্বতন্ত্র সে দেশ পূর্ব্বকালে অনেক২ অধিকারে বিভক্ত ছিল এখন সে সকল শ্রীযুত রণজিৎসিংহ আপন অধিকারে আনিয়াছেন।

রাজপুত্থান।

পঞ্জাবের দক্ষিণ রাঠোর রাজপুতের দেশ তাহার

মধ্যে প্রধান এই২ দেশ জয়নগর ও বীকানিয়ার ও যোধপুর ও ওদয়পুর ইহারদের মধ্যে জয়নগর প্রাচীন সেখানে অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে রাজপুতরদের সকল দেশহইতে বীকানিয়ার পশ্চিম বীকানিয়ার মরুভূমির অন্তঃপাতী। এই২ ভিন্ন ভোপাল ও কোটা ও বিলসা সাগরের নানা ক্ষুদ্র রাজ্য আছে।

যশোবন্তরাও হোলকর দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার দেশ।

রাজপুতের দেশের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে হোলকর ও সিন্ধিয়ার দেশ দক্ষিণ ও পশ্চিমে গুজরাটপর্য্যন্ত ও ওত্তর ও পূর্ব্বে যমুনা নদীপর্য্যন্ত। সিন্ধিয়ার রাজধানী নগর গোয়ালিয়র সে আগরাহইতে ষাটি ক্রোশ। তাহারদের দেশ দক্ষিণ নর্ম্মদা নদীপর্য্যন্ত গুজরাটের এক ভাগ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন বোম্বইয়ের অন্তর্গত। তাহার প্রধান স্থান সুরাষ্ট্র গত যুদ্ধেতে হোলকরের দেশের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইয়াছে।

সিন্ধু দেশ।

সিন্ধু নদীর পূর্ব্ব পার্শ্বে সিন্ধু দেশ সে মুসলমানেরদের কাণ্ডাহার রাজার অধীন তাহার রাজধানী হয়

দরাবাদ। রাজপুতেরদের দেশহইতে মরুভূমিদ্বারা সে দেশ বিভক্ত হইয়াছে সে ভূমি দীর্ঘে তিন শত ষাটি ক্রোশ প্রস্থে এক শত বিশ ক্রোশ। হয়দরাবাদ দুই আছে দক্ষিণ দেশে নিজামালিখাঁর রাজধানী এক। এবং পশ্চিম দেশে সিন্ধু নদীর তীরে কাণ্ডাহারের রাজার রাজধানী এক।

কচ্ছদেশ।

সিন্ধু নদীর দক্ষিণে গুজরাটের উত্তরে যে দেশ তাহার নাম কচ্ছ সে স্বরাজাধীন। সিন্ধু নদীর অর্থাৎ আটক্ নদীর পশ্চিমে হিন্দুস্থান নহে কেননা হিন্দু লোক সে দেশে গেলে জাতিভ্রষ্ট হয়।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের উত্তরে ও পূর্ব্বে স্বরাজাধীন দেশ।

নেপাল।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারের উত্তরে অর্থাৎ সাতাইশ উত্তর অক্ষাংশে ও পঁচাশী পূর্ব্ব দ্রাঘিমাতে নেপাল দেশ সে পূর্ব্বে ভোটের দেশাবধি উত্তর পশ্চিমে শ্রীনগরপর্য্যন্ত। ইংগ্লণ্ডীয়েরা কতক বৎসর হইল নেপালের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া মরেলির

উত্তরে নেপালের রাজার অধিকৃত কামাঙ ও আল মোড়া এই দুই দেশ ও তাহার রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগ লইয়াছেন। নেপালের রাজধানী কাটমণ্ডু সে পাটনার উত্তরে এক শত ত্রিশ ক্রোশ। নেপাল হইতে অনেক প্রকার বহুমূল্য কাষ্ঠ আইসে।

আসাম দেশ।

বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব কোনে আসাম ক্ষুদ্র দেশ কিন্তু স্বরাজাধীন। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর যে আসাম দেশ তাহার নাম উত্তর কোল ও তাহার দক্ষিনে দক্ষিন কোল সেখানকার ভাষা পৃথক্ কিন্তু প্রায় বাঙ্গালার মত। রঙ্গপুরের পূর্ব্বে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দেশ ও আসামের দেশ এই উভয় সীমাতে গোয়ালপাড়া নামে শহর। আসামের তাবৎ বানিজ্যের বস্তু গোয়ালপাড়া হইয়া বাঙ্গালাতে আইসে।

হিড়ম্ব দেশ।

শ্রীহট্টের নিশ্চয় পূর্ব্বে হিড়ম্ব দেশ সে দেশ স্বরাজাধীন তথাকার রাজা দুর্ব্বল সে দেশে তাবৎ হিন্দু শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আছে। এই দেশ পূর্ব্ব দিগে মণিপুরের সহিত সংলগ্ন। তাহার রাজধানী পূর্ব্বে [illegible] ছিল সম্প্রতি খাসপুর হইয়াছে।

জয়ন্তীপুর।

শ্রীহট্টের উত্তরে দশ ক্রোশ জয়ন্তীপুর নামে ক্ষুদ্র দেশ সে হিন্দুরদের প্রাচীন দেশ সে স্বরাজাধীন তাহার রাজধানী জয়ন্তীপুর।

মনিপুর।

আসামের দক্ষিণ পূর্ব্ব ও বাঙ্গালার নিশ্চয় পূর্ব্ব মনিপুর এক ক্ষুদ্র দেশ ব্রহ্মা দেশের রাজার অধীন। তাহার ভাষা স্বতন্ত্র ও সেখানকার রাজার অনেক সংস্কৃত পুস্তক আছে এবং এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মনেরা সেখানে গমনাগমন করেন। মনিপুর ও বাঙ্গালার মধ্যে মেখ ও গারো ও খুঁকি ও খশাই এইং পর্ব্বতীয় লোক আছে। তাহারা লিখাপড়া জানে না তাহারদের মধ্যে কতক২ লোক উলঙ্গ।

উত্তর হিন্দুস্থানের সকল দেশ এই২ যেহেতুক তাহারদের পূর্ব্বে ও উত্তরে ও পশ্চিমে হিন্দু নাই।

দক্ষিণ হিন্দুস্থান।

দক্ষিণ হিন্দুস্থান নর্ম্মদা নদী অবধি কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত সে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশ দ্বিতীয় স্বরাজাধীন দেশ।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশ।

বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিমে উৎকল দেশ। তাহার ভাষা ও অক্ষর পৃথক্ কিন্তু সংস্কৃতমূলক। তাহার প্রধান নগর সমুদ্রতীরস্থ বালেশ্বর ও কটক কটকের নিকটে জগন্নাথ দেবের মন্দির সে স্থানে নানা দেশ হইতে তীর্থ করিতে অনেক লোক যায় সেইং লোকের মধ্যে এত লোক অনাহারে ও লবণাম্বুপীড়াতে মরে যে মন্দিরের নিকট স্থান অস্থি শবময়। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার বালেশ্বর অবধি দক্ষিণ পশ্চিম কুমারী অন্তরীপপর্য্যন্ত সমুদ্রের তীরে নয় শত ক্রোশপর্য্যন্ত আছে তাহার মধ্যে আর কোন রাজার অধিকার নাই। কুমারী অন্তরীপ ঘুরিয়া তিন শত ষাটি ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার। তাহার উত্তর পশ্চিমে সমুদ্রের তীরে পুনাগ্রামীয় মহারাষ্ট্রের অধিকার। ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দক্ষিণ হিন্দুস্থানের মধ্যে এইং দেশ আছে উৎকল ও আন্ধ্র ও মহীসুরের কতক ভাগ ও দ্রাবিড় এই সকল দেশের রাজধানী সমুদ্রতীরস্থ মান্দরাজ। তদ্দেশীয়েরা তাহাকে চন্দ্রপত্তন কহে। সে উত্তর তের অক্ষাংশে ও আশী পূর্ব্ব দ্রাঘিমাতে তদ্দেশীয় ভাষা উৎকল ও তা

যাল ও তৈলঙ্গ ও কোঙ্কন ও মলয়াল। গুজরাটের দক্ষিণ পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে বোম্বই ও সালসেট ও অন্যং কতক দেশ। বোম্বই উনিশ উত্তর অক্ষাংশে ও তেহত্তর পূর্ব্ব দ্রাঘিমাতে। বোম্বই পৃথক সদর কলিকাতার অধীন বোম্বইয়ের অন্তর্গত দেশ অল্প। ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে তিন সদর রাজধানী কলিকাতা ও মান্দরাজ ও বোম্বই। পূর্ব্বে মান্দরাজ সকলহইতে প্রধান ছিল পরে পলাশির যুদ্ধের পর কলিকাতা প্রধান হইল। বোম্বইয়ের অন্তঃপাতী দেশের ভাষা গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ও কোঙ্কনী ও কর্ণাটী।

দক্ষিণ হিন্দুস্থানে স্বরাজাধীন বিরাট দেশ।

উৎকলের পশ্চিমে পূর্ব্ব মহারাষ্ট্র অর্থাৎ বিরাট রাজার দেশ সে দেশ উত্তরে নর্ম্মদাপর্য্যন্ত তাহার রাজধানী নাগপুর সে প্রায় সকল হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী নগর। সে দেশের কর্ত্তা অন্যায় করিয়া লোকেরদিগকে পীড়া দেয় সেইং দেশীয় প্রজারা ইংগ্লণ্ডীয় প্রজারদের মত সুখী ও নিশ্চিন্ত নহে সেখানে প্রায় প্রতিদিন গ্রাম ও নগর লুট হইত কিন্তু ১৮১৭ সালে নাগপুরের রাজা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত শত্রুতা করিলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার রাজ্যের অধিক ভাগ লই

য়াছেন ও সেখানে যথার্থ বিচার স্থাপন করিয়াছেন।

পশ্চিম মহারাষ্ট্র দেশ।

বিরাটের পশ্চিমে মহারাষ্ট্র অর্থাৎ পেশোয়ার দেশ তাহার রাজধানী পুনাগ্রাম বোম্বইয়ের দক্ষিণ পূর্ব্ব ষাটি ক্রোশ তাহার মধ্যে বিজাপুরের প্রায় সকল ভাগ আছে তাহার অধিকার পশ্চিমে সমুদ্রপর্য্যন্ত। ১৮ ১৭ সালে পুনাগ্রামের রাজা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত শঠতা করিয়াছিল সেইহেতুক ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার দেশের অনেক ভাগ লইয়াছেন।

খান্দেশ।

বোম্বইয়ের উত্তর পূর্ব্বে নর্ম্মদার দক্ষিণ পার্শ্বে খান্দেশ সে যশোবন্তরাও হোলকরের অধিকার ছিল। এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার হইয়াছে।

নিজামালীর দেশ।

বিরাটের দক্ষিণে নিজামালীর দেশ সে গোদাবরী ও বরদা নদীদ্বারা বিরাটহইতে বিভক্ত আছে। সেই রাজ্যের মধ্যে গোলকুণ্ডা ও বিদর ও আওরঙ্গাবাদের অনেক ভাগ। তাহার রাজধানী হয়দরাবাদ সে নাগপুরহইতে দুই শত চল্লিশ ক্রোশ দক্ষিণে।

মহীসুর দেশ।

মান্দরাজের পশ্চিমে মহীসুর দেশ সে পূর্ব্বে হয়দরালী ও টিপু সুলতানের অধীনতাকালে অতিবৃহৎ ছিল কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহার মধ্যহইতে অনেক লইয়াছেন এখন কতক স্বরাজাধীন আছে সে দেশ এক শত ষাটি ক্রোশ দীর্ঘ ও এক শত ষাটি ক্রোশ প্রস্থ এখন সে দেশ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারেতে পরিবেষ্টিত। তাহার রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন।

শুবনোর।

কুমারী অন্তরীপের উত্তর পশ্চিমে কনাটনপর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী শুবনোর নামে এক ক্ষুদ্র দেশ। তাহার মধ্যে কনাটনের কতক ভাগ আছে সে এক শত ক্রোশ দীর্ঘ ও পঞ্চাশ ক্রোশ প্রস্থ। দক্ষিণ হিন্দুস্থানের বিভাগ এই২।

হিন্দুস্থানের অন্যা২ জাতির বসতি স্থান।

মান্দরাজের দক্ষিণ তৈলঙ্গবার দেন্‌মার্কের বসতি স্থান তাহারা সেই স্থান প্রায় দুই শত বৎসর অধিকার করিয়াছে। মান্দরাজের পশ্চিমে বিশ ক্রোশ ফুদচেরী ফরাশিশের প্রধান বসতি স্থান। বোম্বইয়ের

দক্ষিণ দেড় শত ক্রোশ গুআ সে প্রায় তিন শত বৎসর পোর্তুগীশের অধীন এবং এখনপর্য্যন্ত ও তাহারদের অধীন আছে।

সিংহলদ্বীপ।

মান্দ্রাজের দক্ষিণ সিংহলদ্বীপ সে রেখাভূমির উত্তর ছয় অক্ষাংশ অবধি নয় অক্ষাংশ পোনের কলা পর্য্যন্ত সে প্রায় দুই শত বিশ ক্রোশ দীর্ঘ এক শত দশ ক্রোশ প্রস্থ। তাহার মধ্যে প্রায় বিশ লক্ষ লোক আছে এই দ্বীপ তিন শত বৎসর হইল পোর্তুগীশেরা কতক অধিকার করিয়াছিল দেড় শত বৎসর পরে হলণ্ডীয়েরা অর্থাৎ ওলন্দেজেরা তাহারদিগকে দূর করিয়া অধিকার করিয়াছে। পরে বিশ বৎসর হইল হলণ্ডীয়েরদিগকে দূর করিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা অধিকার করিয়াছে ক্রমে২ ইংগ্লণ্ডীয়েরা সেই সিংহলের সমুদায় অধিকার করিয়াছে। তাহার রাজধানী নগর কলম্ব সেখানকার ভাষা পৃথক্ তাহার অক্ষর স্বতন্ত্র তাহারা বৌদ্ধ মতে চলে সকল দেশহইতে সিংহলে উত্তম মুক্তা জন্মে সেই মুক্তা জলের নীচেহইতে ডুবকরা উঠায়। সে সিংহলদ্বীপের অন্তর্গত লঙ্কা নামে এক উপদ্বীপ

সেখানে ব্রাহ্মণ নাই কিন্তু বাঙ্গালার মত লোক পরিচ্ছদ ভেদমাত্র।

মালদ্বীপ ও লকড়ীদ্বীপ।

সিংহলদ্বীপের পশ্চিমে অনেক ক্ষুদ্রং উপদ্বীপ আছে তাহার নাম মালদ্বীপ সেখানকার লোক মুসলমান সেইখানে কড়ি জন্মে সেইখানহইতে আসিয়া সর্ব্বত্র ব্যাপে। মালদ্বীপের উত্তরে ক্ষুদ্রং অনেক দ্বীপ আছে সে সকলের নাম লকড়ীদ্বীপ।

হিন্দুস্থানের বানিজ্য।

হিন্দুস্থানের বানিজ্যের দ্রব্য প্রায় আপন দেশেই জন্মে পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুস্থানে এত দ্রব্য জন্মে যে স্বদেশে ব্যয় হইলেও অন্যং দেশে যায়। এমত প্রায় কোন দেশে দ্রব্য জন্মে না। হিন্দুস্থানীয়েরা অন্য দেশোৎপন্ন দ্রব্যের প্রয়োজন অধিক রাখে না। এই দেশ বস্ত্র ও তুলা ও আফিম ও নীল প্রভৃতি দিয়া অন্য দেশের উপকার করে। হিন্দুস্থানোৎপন্ন বস্তু পৃথিবীর প্রায় প্রতিদেশ মধ্যে গমন করে এবং এই বানিজ্যদ্বারা হিন্দুস্থান ধনেতে পূর্ণ হইতেছে এবং বাঙ্গালাকে অধিক পূর্ণ করিতেছে।

গোলাধ্যায়।—

হিন্দুস্থানের উত্তর দিক্স্থদেশ

ভোট ও তিব্বত।

বাঙ্গালার নিশ্চয় উত্তরে তিব্বত তাহার এক ভাগ ভোট। তিব্বত উত্তরে সাতাইশ অক্ষাংশহইতে সাঁইত্রিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত এ দেশের ভাষা ও অক্ষর পৃথক্ অক্ষর প্রায় দেবনাগর। তাহারা মহালামা সংজ্ঞক এক মনুষ্যের পূজা করে যখন এক মহালামা মরে তখন অধিকারিরা মহালামার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া একটি ক্ষুদ্র বালককে পসন্দ করিয়া কহে মহালামার প্রাণ এই বালকেতে প্রবেশ করিয়াছে অতএব তাহাকেই পূজা করে তাহার রাজধানী লাসা তাহারা প্রায় সকল চীনের অধীন।

তাতার দেশ।

তিব্বত দেশের উত্তরে তাতার এক অতিমহাদেশ তাহার তিন ভাগ। প্রথমতঃ স্বাধীন তাতার সেখানকার লোকেরা আপন২ বাদশাহের অধীন। দ্বিতীয়তঃ চীনের তাতার তাহারা চীনের অধীন এই ভাগ উত্তর পূর্ব্বে চীনের সহিত সংলগ্ন। তৃতীয়তো রুষিয়া তাতার অর্থাৎ সিবেরিয়া এই ভাগ তিন ভাগের মধ্যে বড় নে পশ্চিমে ইওরোপের সহিত সংলগ্ন। তাহার উত্তর

উত্তর কেন্দ্র এ দুইয়ের মধ্যে ভূমি নাই কিন্তু একটা হিম সমুদ্র সে সমুদ্রে কখনো জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাতার দেশে মানচু ও কালমক ও মঙ্গল এই তিন প্রকার জাতি আছে। সিবেরিয়ার উত্তরে ও পূর্ব্বে কতক জাতি আছে তাহারা অন্যং তাতার হইতে সর্ব্ব প্রকারে পৃথক্ তাতারের মধ্যে অনেক মুসলমান তাহারদের একটা প্রবীন ভাষা আছে তদনুযায়ি অনেকং পৃথক্ ভাষাও আছে তাহার পূর্ব্বভাগে কুকুরের দ্বারা গাড়ি চালায় তাতারের প্রায় সকল ভাগে লোকেরদের স্থির বসতি স্থান নাই এক স্থানে তাহারদের গো মহিষাদির আহারোপযুক্ত ঘাসাদি ফুরাইলে তাম্বু তুলিয়া স্ত্রী পুত্র গোমেষাদি লইয়া অন্য স্থানে গিয়া থাকে এই প্রকারে বৎসরের মধ্যে প্রায় পোনের ষোল বার আপনারদের স্থান পরিবর্ত্ত করে। তাতার দেশে অন্য সকল পশুর মধ্যে ঘোড়া প্রবীন ও তাতারীয় লোক ঘোড়ার বিষয়ে আপনারদিগকে শ্লাঘ্য করিয়া মানে ও তাহারা ঘোড়ার মাংস খায় তাতারের উত্তর ভাগে ঘোড়া ও গরু ও মেষের কর্ম্ম হরিনে করে।

চীন দেশ।

হিন্দুস্থানের উত্তর পূর্ব্বে চীন উত্তরে একইশ অক্ষাংশ

অবধি একচল্লিশ অঙ্কাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা আটানব্বই অংশ অবধি এক শত চৌত্রিশ অংশ পর্য্যন্ত। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ শত সত্তরি ক্রোশ প্রস্থে চারি শত বিয়াল্লিশ ক্রোশ তাহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে সমুদ্র তাহার ওত্তরে চারি শত ক্রোশ দীর্ঘ একটা প্রসিদ্ধ দেওয়াল এবং সাযোবন। তাহার পশ্চিমে তিব্বত অনুমান হয় যে সকল দেশহইতে চীন দেশে অধিক লোক আছে সে দেশ হিন্দুস্থানহইতে ক্ষুদ্র হইয়াও বসতি প্রযুক্ত সে দেশ বড়। অনুমান হয় যে সে দেশে আঠার কোটি লোক আছে। চীন রাজ্য অতিপ্রাচীন তাহারা প্রায় চারি হাজার বৎসর হইল স্থিরভাবে আছে। চীনীয় লোকেরা হিন্দুর দেবতার নামও জানে না তাহারা পিতৃলোকেরদের পূজা করে অনেকে বৌদ্ধ মতে চলে তাহারদের ভাষা অত্যাশ্চর্য্য স্বর ও ব্যঞ্জন নাই কিন্তু পূর্ব্ব কালে তাহারা সূর্য্য চন্দ্র জল অগ্নি কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তুর নাম লিখিতে হইলে সেই২ বস্তুর আকার লিখিয়া লোককে বুঝাইত কিন্তু আকারহীন গুনাদির বিষয় লিখিতে হইলে সেই২ গুনাদির দৃষ্টান্তে কোন আকার লিখিত তাহাতেই দেশ ব্যবহারে সকলে বুঝিত এখনও সেই রূপ ব্যবহার চলিতেছে তাহারদিগের ভাষায় এক স্বর ব্যতিরিক্ত দ্বিস্বরের

ভাষা নাই তাহারদের ছয় শত শব্দের অধিক নাই এবং সেই শব্দ প্রায় সংস্কৃতানুযায়ি কিন্তু তাহারা গা জ ড দ ব র এই সকল বর্ণ উচ্চারণ করিতে পারে না।

চীনীয়েরদিগের বানিজ্যাদি।

চীনীয়েরা বানিজ্য স্বীকার করে না কিন্তু বিস্তরং রেশম ও নাঙ্কিন কাপড় তাহার দেশে ইওরোপের মহাজনেরা বৎসরং ক্রয় করে। এবং তাহারদিগের চা প্রায় সকল ইওরোপের মধ্যে ব্যাপে অন্য কোন দেশে চা উৎপন্ন হয় না। চীনীয় লোকেরা স্বদেশে আর কোন দেশের লোককে বসতি করিতে দেয় না এবং আপনারদের বাদশাহের নিকট অন্য কোন দেশের উকীলকে থাকিতে দেয় না চীনীয়েরদের সৈন্য অতিদুর্ব্বল এবং আপন চতুর্দ্দিকস্থ দেশের সহিত যুদ্ধেতে তাহারা পরাজিত হইয়াছে। কতক বৎসর হইল ব্রহ্মার বাদশাহ চীনীয়েরদের নয় প্রদেশ লইয়া ভোগ করিতেছে তাহারা অদ্যাপি লইতে পারে নাই।

চীনীয় লোকের চক্ষু ছোট তাহার দ্বারা সকল জাতি হইতে তাহারদিগের ভেদ জানা যায়। তাহারা [illegible] বীজন করে তাহারা পায় ভাতির জল কখন

পান করে না। তাহারদিগের বিদ্যাভ্যাস অধিক তাঁহারদের মধ্যে কুলীন জাতি নাই কিন্তু সকল লোক বিদ্যাদ্বারা কুলীন হয় এবং অনেক জ্ঞানযোগ্য ও অসংখ্য পুস্তক সে দেশে আছে। কোড়িয়া ও হায়নান ও ফরমোসা এই তিন উপদ্বীপ চীনের অধিকারে আছে।

জাপান উপদ্বীপ।

জাপান উপদ্বীপ উত্তরে বত্রিশ অক্ষাংশ অবধি এক চল্লিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত। এক শত উনত্রিশ পশ্চিম দ্রাঘিমা অবধি এক শত বিয়াল্লিশ পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত তিনটা উপদ্বীপেতে এক রাজ্য প্রথম সাইকপ দ্বিতীয় সেইকপ তৃতীয় নাইপুন। ইহার মধ্যে নাইপুন সকল হইতে বড় কিন্তু তিন শত চৌয়াল্লিশ ক্রোশের অধিক দীর্ঘ নহে প্রস্থে চল্লিশ ক্রোশ অনুমান হয় যে তাহার মধ্যে দুই কোটি লোক আছে। বুঝি তাহারা চীনীয় হইতে জাত তাহারদিগের জ্ঞানবান লোকেরা চীনীয় পুস্তক পড়ে। ইতর লোকের অন্য ভাষা আছে তাহাতে স্বর ব্যঞ্জন আছে তাহারা হিন্দুর দেবতা আর [illegible] বৌদ্ধের মতে চলে তাহারা আপনারদের দেশে [illegible] জাতীয় লোকেরদিগকে বসতি করিতে দেয় [illegible]

চীনের দক্ষিণ অথচ বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্ব দেশ

চীনের দক্ষিণ বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্ব মধ্য স্থানে চারি পাঁচ দেশ আছে তাহারদিগের আকৃতি প্রকৃতি অর্দ্ধ বাঙ্গালার মত অর্দ্ধ চীনের মত। তাহারা প্রায় সর্ব্বদা বাঙ্গালার মত স্বর ও ব্যঞ্জন ঘটিত বাক্য কহে কিন্তু অনেক চীনের শব্দ মিশ্রিত। আমরা এ দেশের বিষয় ক্রমেং বর্ণিব। চীনের দক্ষিণ আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার কহিব।

টঙ্কিন ও কচিন্‌চীন ও লাওস ও কাম্বোজ।

এই ক্ষুদ্র চারি দেশ উত্তর আট অক্ষাংশ অবধি পঁচিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এক শত দুই অংশ অবধি এক শত নয় অংশপর্য্যন্ত। টঙ্কিন এক শত চল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ এক শত দশ ক্রোশ প্রস্থ চীনের সহিত সংলগ্ন। কচিন্‌চীন তাহার দক্ষিণে সমুদ্রপর্য্যন্ত। টঙ্কিনের দক্ষিণ পশ্চিম লাওস এবং কাম্বোজ সমান উত্তর অক্ষাংশে কচিন্‌চীনের মত দক্ষিণে সমুদ্রপর্য্যন্ত আইসে টঙ্কিনহইতে লাওস ও কচিন্‌চীনহইতে কাম্বোজ একটা পর্ব্বত শ্রেণীদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। এ চারি দেশের অধিক ভাগ টঙ্কিনের বাদশাহের অধীন। টঙ্কিনে চীনেরদিগের

বিদ্যা ও অক্ষর চলিত আছে কিন্তু লাওস্ ও কাম্বো
জের স্বতন্ত্র অক্ষর প্রায় দেবনাগরের মত তাহারা
বৌদ্ধমতে চলে।

শ্যাম দেশ।

কাম্বোজের পশ্চিমে শ্যাম নামে এক বড় দেশ উত্তরে বার অক্ষাংশ অবধি উনিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত প্রস্থে সর্ব্বত্র সমান নহে কোন স্থানে এক দুই অংশ কোন স্থানে পাঁচ অংশ। তাহার উত্তর পশ্চিমে ব্রহ্ম্যা দেশ তথা কার লোকেরদিগের ভাষা স্থির জানা যায় নাই কিন্তু চীনের মত তাহারদের অক্ষর দেবনাগরের মত। বৌদ্ধের মতে তাহারদের ব্যবহার তাহারা বুদ্ধকে গোদাম্য কহে সেখানকার বিদ্যাবানেরা পালি অর্থাৎ মাগধী ভাষা শিক্ষা করে সেই এক প্রকার সংস্কৃত। সেখানে লোক প্রায় চল্লিশ লক্ষ হইবে।

ব্রহ্ম্যা দেশ।

বাঙ্গালার পূর্ব্ব দক্ষিণে ব্রহ্ম্যা দেশ উত্তরে নয় অক্ষাংশ অবধি চব্বিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা তিরানব্বই অংশ অবধি এক শত দুই অংশপর্য্যন্ত দীর্ঘে এক হাজার ক্রোশ প্রস্থে প্রায় ছয় শত ক্রোশ। তাহার

লোক সংখ্যা নিশ্চয় জ্ঞাত নহে অনুমান করি যে দেড় কোটি হইতে পারে। এখন তাহারদিগের পরা ক্রমবৃদ্ধি হইয়াছে পূর্ব্বে এমত ছিল না তাহারদিগের মধ্যে অনেকং মণ্ডল আছে তাহার মধ্যে প্রধান বড় অর্থাৎ পেগু দেশ। তাহার রাজা পূর্ব্বে সকল মণ্ডলের কর্ত্তা ছিল পরে সন ১১৬০ সালে ব্রহ্মা দেশের বাদশাহের পূর্ব্ব পুরুষ বড় রাজ্যের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সকল মণ্ডল অধিকার করিয়াছে এবং ব্রহ্মা দেশ নাম রাখিয়াছে এখন তাহার পঞ্চম পুরুষ তাহার সিংহাসনে বসিতেছে। সে প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজ্য করিয়াছে। তাহারদিগের জাতি নাই ও তাহারা গৌদামার অর্থাৎ বুদ্ধের মতে চলে তাহারদের অক্ষর দেবনাগরমূলক কিন্তু অক্ষরের আকার সিংহলীয়ের মত ভাষা চীনের মত। সেখানকার রাজা লোকেরদের প্রতি অতিশয় অন্যায় দণ্ড করে এমত কোন দেশে নাই সে দেশে ওজীর অবধি ক্ষুদ্র চাকরপর্য্যন্ত কাহারো বেতন নাই কিন্তু লুট করিয়া যে যাহা সঞ্চয় করিতে পারে সেই তাহার বেতন। সেখানহইতে অনেক সেগুন কাষ্ঠ আইসে সেখানে সেগুনের বৃহৎ২ বন আছে [illegible] রাজধানী সেই দেশ [illegible] দেশের পুরোহিতেরা সেখানে

গিয়া সুশিক্ষিত, হইয়া স্বং রাজ্যে ব্যবহার করে। ব্রহ্মার রাজধানী নগর আঁবা অর্থাৎ অমরপুর ঐ অমরপুর চাটিগ্রামের নিশ্চয় পূর্ব্বে তাহার নিকট দিয়া ঐরাবতী নামে নদী বহিয়া রঙ্গুন নগরের নিকটে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে সে নদী গঙ্গার ন্যায় বড়। সে রাজ্যের স্থানের নাম দ্বারা এবং রাজার ব্যবহার দ্বারা জানা যায় যে ঐ রাজ্যে বৌদ্ধ মত প্রবেশ হওনের পূর্ব্বে সে দেশে হিন্দু ছিল। এখন হিন্দুস্থানের পশ্চিম দেশের বিবরণ লিখি।

বলোচ স্থান।

বলোচ স্থানের পূর্ব্ব সীমা সিন্ধু নদী ও দক্ষিণ সীমা ভারত সমুদ্র ও পশ্চিম সীমা পারসী দেশ ও উত্তর সীমা কাবোল ঐ দেশ উত্তর দক্ষিণ ভাগে দীর্ঘে পাঁচ শত ক্রোশ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে চৌড়া সাড়ে তিন শত ক্রোশ সে দেশের কতক ভূমিতে কোন শস্যাদি জন্মে না যে হেতুক সে ভূমি কতক বালিময় ও আর কতক প্রস্তরময় এবং কোনং ভূমি অত্যুর্ব্বরা সেখানে কোন প্রসিদ্ধ নদী নাই। ঐ দেশে দুই প্রকার লোক আছে তাহাদের ভাষা ও ব্যবহার ভিন্ন। বলোচীরা অতি পরাক্রমী এবং তাহারদের কতক অধীন আছে সে

দেশীয়েরা ফিরঙ্গিদের বশীভূত ও তাহারা সর্ব্বদা লুট ও দৌরাত্ম্যদ্বারা কালক্ষেপ করে। তুর্কিনামে আর এক প্রকার লোক সেখানে আছে তাহারা প্রায় পর্ব্বতে থাকে এবং গোমেষাদি পালন করিয়া দিন পাত করে তাহারা সকল মুসলমান। সে দেশে হাজী অর্থাৎ তীর্থ পথিক ব্যতিরেকে অন্য লোক নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে না। সে দেশে অনেক হিঙ্গু উৎপন্ন হয় এবং হিঙ্গুজনক বৃক্ষ সে দেশে অতিশোভনীয়।

কাবোল দেশ।

কাবোলের রাজধানী নগর পেশোর ঐ কাবোল দেশ বলোচস্থানের উত্তরে তাহার পূর্ব্ব সীমা সিন্ধুনদী দক্ষিণ সীমা বলোচস্থান উত্তর সীমা হিমালয়শৃঙ্গী পশ্চিম সীমা কান্দাহার দেশ।

ঐ দেশ অতিশয় উর্ব্বরা সেখানে নানাবিধ উত্তম২ ফলবান উদ্যান। সেই২ উদ্যানে নানাবিধ ইওরোপীয় ও হিন্দুস্থানীয় ফল জন্মে। তাহার দক্ষিণে হিরাট নগর কাবোলের দক্ষিণে হিরাট নগরের দিকে কেবল বালিময় ভূমি তৃণশূন্য সেখানে কোন শস্যাদি জন্মে না। তাহার উত্তরে সকল ভূমি বহুশস্যা উৎপাদী সকল লোক মুসলমান প্রায় সকল আর

ঘান অনুমান হয় যে ঐ আপগানেরা লুপ্ত য়িশরায়েলদের বংশের সন্তান। কাবোল দেশে গমনাগমন করা অতিদুষ্কর যেহেতুক সে দেশ লুট ব্যবসায়িরদের কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ। তাহারা তদ্দেশে গমনশীল লোকেদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া নষ্ট করে।

পারস্য দেশ।

তাহার মধ্যে প্রথম দেশ পারসী উত্তরে ত্রিংশ অক্ষাংশ অবধি ঊনচল্লিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা চতাল্লিশ অংশ অবধি আটষট্টি অংশপর্য্যন্ত দীর্ঘ এক হাজার পঞ্চাশ ক্রোশ প্রস্থ আট শত আশী ক্রোশ। পারস্যীয় দেশ বড় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে দুই দেশ। পূর্ব্ব দিগে হিন্দুস্থানের সহিত সংলগ্ন কান্দাহার তাহার প্রধান নগর স্পাহান কিন্তু সিরাজ নামে এক বড় নগরও আছে তাহার অক্ষর ও ভাষা বাঙ্গালাতে সুন্দর জানা আছে তাহারা মহম্মদের মতে চলে কিন্তু আলী ও ফতেমা ও তাহার দুই পুত্র হাসেন ও হোসেনকে মানে এবং মহম্মদের তৃতীয় পদাভিষিক্তকে মানে না পারস্যীয় রাজ্য অতিপ্রাচীন তাহার প্রায় চারি হাজার বৎসরের বিবরণ পাওয়া যায় হিজরার বিশ বৎসরের কালে তাহারা মুসলমান

হয়। পঞ্চাশ বৎসর হইল দুই দেশ পৃথক হইল।
কাণ্ডাহারের পঞ্চম রাজা সিংহাসনে বসিতেছে। তা হার মধ্যে সাত আট শত বৎসর হইল কাণ্ডাহার দেশে গজনেন নামে এক মহারাজা ছিল এবং সে স্থান হইতে শাহাবুদ্দীন মুসলমান আসিয়া ক্রমেং ভারত বর্ষ আপনার অধীনে করিল।

আরব দেশ।

আরব দেশ পারসীর দক্ষিণ পশ্চিম তাহার পূর্ব্ব পারসীয় মহাখাল এবং ফরাৎ নদী তাহার পশ্চিমে ও দক্ষিণে সুয় নামে মহাখাল অর্থাৎ আরব সমুদ্র এবং ভারতীয় সাগর উত্তরে প্রায় ভূমধ্যস্থ সমুদ্র পর্য্যন্ত উত্তরে তের অক্ষাংশ অবধি চৌত্রিশ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা বত্রিশ অংশ অবধি ঊনষাট্টি অংশ পর্য্যন্ত। দীর্ঘ বার শত ক্রোশ এবং প্রস্থ এক হাজার ক্রোশ তাহার তিন ভাগ প্রথম পাথরিয়া আরব দ্বিতীয় জঙ্গলীয় আরব তৃতীয় সুখদ আরব সে অতিশয় দক্ষিণ পারসীর মত আরবরাজ্য প্রাচীন। সেখানকার লোক অবরাহামের পুত্র য়িশমাএলের বংশ তাহার বিষয়ে ও তাহার পরিজনের বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে যে য়িশমাএলের হস্ত সকল

লোকের বিপরীত হইবেক এবং সকল লোকের হাত তাহার বিপরীত হইবেক এইহেতুক আরবীয়েরা কখন কোন রাজার অধীন অদ্যাপি হয় নাই কিন্তু তাহারা এক দেশীয় হইয়াও স্বভাবপ্রযুক্ত পৃথক্ হইয়াছে তাহারদিগের জাতিভেদ নাই কিন্তু তাহারদিগের স্বভাব এই যে সে দেশদিয়া গমনকারী লোকেরদিগকে মারিয়া ধনাদি লয় ইহাতেই অধিক নাম খ্যাত হইয়াছে তাহার প্রধান নগর এই২ মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা এবং তাহার কবরস্থান মদীনা সুখদ আরব মোকা নামে এক প্রধান নগর। সমুদ্রের নিকট মোকা নগর এই২ জাদা ও মক্কা ও মস্কাট তদ্দেশীয়েরা মহম্মদের মতে চলে তিনি আপন মত এ দেশে বার শত চল্লিশ বৎসর স্থাপন করিয়াছেন। আয়ুর মধ্যে জ্ঞানবান মুসলমানেরদের একবার মক্কা দেখা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহারদিগের ভাষা আরবি এতদ্দেশে সুন্দর চলিত আছে।

আসিয়াস্থিত তুরুকের নানা দেশ।

এখন আসিয়ার মধ্যে তুরুক দেশের বিষয়ে কহিবে। সে আসিয়ার অতিশয় পশ্চিম দেশ তাহার মধ্যে এক নামে খ্যাত অনেক দেশ। তাহার সীমা

পারসীয় দেশ উত্তরে ককাশস পর্ব্বত দিয়া কাস্পিয়াহইতে পৃথক্ হইয়াছে অনুমান হয় যে এই ককাশস পর্ব্বত হিমালয়শ্রেণীর পশ্চিম সীমা। সে দেশ পশ্চিমে ভূমধ্যস্থ সমুদ্রদ্বারা ইওরোপহইতে ভিন্ন হইয়াছে। এবং পূর্ব্ব সীমাতে তিগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী উত্তর বত্রিশ অক্ষাংশ অবধি পঁয়তাল্লিশ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা আঠার অংশ অবধি বিয়াল্লিশ অংশপর্য্যন্ত।

এই দেশে পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম।

আমেরিকা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থান এই দেশ সেখানে অনেক বড়ং কার্য্য হইয়াছে। প্রায় সে স্থানে পাঁচ হাজার আট শত একইশ বৎসর হইল ঈশ্বরকর্ত্তৃক পৃথিবীর ধূলিহইতে মনুষ্যসৃষ্টি হইল দ্বিতীয়তঃ নূহ ও তাঁহার তিন পুত্র এবং তাঁহারদের তিন ভার্য্যা ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে আপন গোষ্ঠীর রক্ষার্থে কৃত এক মহাজাহাজে মহাপ্রলয়কালে রক্ষা পাইল এবং তাহারা হিমালয়শ্রেণীর এক পর্ব্বতের উপরে পুনশ্চ উঠিল এবং এই দেশেও চারি হাজার দুই শত বৎসর হইল যখন ঈশ্বর লোকেরদের পাপ দমনার্থে তাহারদের ভাষা নষ্ট করিলেন তখন

সেই লোকের পরিজনেরা ভিন্নভিন্ন হইয়া দেশান্তরী কৃত হইল এবং কেহ২ ভারতবর্ষে ও চীন দেশে আইল। তৃতীয়তঃ এই দেশে আপনার ব্যবস্থা দর্শ আজ্ঞাতে ঈশ্বরএলীয় লোককে অর্থাৎ আপন মনো নীত লোককে এবরা তাহাদ্বারা সর্ব্বত্র প্রকাশ করিলেন এবং দেশে আচার্য্যেরদের বাক্যের দ্বারা ধর্ম্মপুস্তক প্র চার করিলেন।

এবং এ দেশে নিরূপিত সময়ে খ্রীষ্টের পুণ্য সিন্ধু নদীহইতে সত্তর শত সাটি ক্রোশ দূরস্থ য়িহুদাহ দেশের মধ্যে বৈতলেহেম নগরে মানুষের জন্ম লইয়া তেত্রিশ বৎসর সেইখানে বাস করিলেন পরে লো কেরদের পাপখণ্ডনের নিমিত্তে মরিলেন এবং তিন দিনের পর পুনর্ব্বার উঠিলেন তদনন্তর চল্লিশ দিবস আপন শিষ্যেরদের সঙ্গে রহিয়া লোকেরদের পাপখণ্ড নার্থে আপন মৃত্যুর সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহার পর সকল লোকেরদের সাক্ষাৎকারে স্বর্গে উঠিলেন।

আনদ্রিয়া।

এই আনদ্রিয়া পূর্ব্বকালে দেশ ছিল এখন সে দেশ

আসরিয়া নামে খ্যাত নয় কিন্তু আসিয়াস্থ তুরকী দেশের অন্তঃপাতী হইয়াছে পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব্বকালে যে সকল দেশ বড় ওত্তম ছিল সে এই২ দেশ আর মাসী ও কাশিদ ও আশুর ও পালেস্তীন তাহারা প্রায় এখন নষ্ট হইয়াছে। আশুর নামে রাজ্যের রানী ছিল পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সেইখানে রাজা স্থাপিত হয়। চারি হাজার ছেহত্তরি বৎসর হইল আশুর নামে এক জন নগর স্থাপন করিল তাহার নাম নিনিবি। বাবেল নগর সে রাজ্যের এক প্রদেশ ছিল তাহার নাম বাবেল যেহেতুক সেখানকার লোকেরা স্বর্গ পর্য্যন্ত ওত্থানশীল একটা মণ্ডপ গাঁথিতে আরম্ভ করিল তখন সকল লোকের ভাষা এক মত ছিল মণ্ডপ করি বার সময় বুহ্ম তাহারদিগের পৃথক২ ভাষা করিলেন যে কেহ কাহারো ভাষা বুঝিতে পারিল না তাহাতে ভাষা পৃথক২ হইল এবং গাঁথনিহইতে যখন নিরস্ত হইল তাহাতে নগরের নাম বাবেল হইল। বাবেল নগর সেই মণ্ডপের ওপর হইল এবং পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে সে বড় এক নগর ক্রমে হইল। সে এত বড় যে প্রাচীরের মধ্যে নগরীয় সকলের আহারের নিমিত্তে ওপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। পারসীয় কোরেশ রাজা নগরের বাহিরে মহাখাল কাটিয়া নগর

বর্ত্তী ফরাৎ নদীর জল সেই খালে আনিয়া নদীকে শুষ্ক করাইল। পরে নদীর শুষ্ক তল দিয়া সৈন্য লইয়া গিয়া নগর হস্তবশ করিল এবং নগরের অন্তর সীমাতে নগর লইবার সমাচার তিন দিনে পহুঁছিল। আশূরের রাজ্য চৌদ্দ শত পঞ্চাশ বৎসর থাকিল পরে সে মণ্ডলের কর্ত্তারা বিরুদ্ধাচরণ করিয়া রাজাকে মারিয়া মাদী ও বাবিলী নামে দুই রাজ্য স্থাপন করিল।

কাল্দিদের রাজ্য।

আশূর দেশ নাশের পর অর্থাৎ দুই হাজার পাঁচ শত বৎসর হইল কাল্দি নামে রাজ্য জন্মিল এবং সে পৃথিবীতে এক শত বৎসরের মধ্যে এক প্রধান রাজ্য হইল তাহার প্রধান নগর বাবেল। বাবেলের পণ্ডিতেরা জ্যোতির্বিদ্যাতে বড় প্রধান। গত চারি হাজার বৎসর প্রায় তাহারদিগের গণনার আরম্ভ হইল।

য়িশরএল দেশ।

তিন হাজার সাত শত বৎসর হইল যখন লোকেরা ব্রহ্মের আরাধনা ত্যাগ করিয়া স্বার্থে নূতন দেবতা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল তখন ব্রহ্ম অবরাহাম নামে এক মনুষ্যকে কাল্দি দেশে আপন পিতার

হইতে অন্য দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন এবং সেখানে বৃহ্ম আপনার আরাধনা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং যে তাহার বংশেতে সকল মনুষ্য বর প্রাপ্ত হইবে ইহা প্রতিজ্ঞা করিলেন। অবরাহাম কনআন দেশে বাস করিল এবং সেই দেশ অবরাহামের সন্তানকে দিতে বৃহ্ম প্রতিজ্ঞা করিলেন। পরে অবরাহামের বংশ মিসর দেশে বাস করিল এবং সেই খানে দুই শত বৎসর নানাযন্ত্রণা ভোগ করিল। বৃহ্ম তাহারদিগকে পরাক্রম হস্ত দিয়া বাহির করিলেন এবং কনআনে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। তাহারদিগের বিপক্ষ দমন করিতে সহায়তা করিলেন এ দেশে তাহারা নয় শত বৎসর থাকিয়া বিস্তর পাপ করিল। শেষে বাবেলের রাজা তাহারদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া স্বদেশে লইয়া গেল। সত্তরি বৎসর পরে বৃহ্ম তাহারদিগকে দেশে আনিলেন ও খ্রীষ্টের জন্মপর্য্যন্ত সেখানে তাহারা থাকিল যাহার দ্বারা পৃথিবীর সকল লোক ধন্য হইবেক এমত ত্রানকর্ত্তা খ্রীষ্টকে তাহারা বধ করিল এইহেতুক তাহারদিগের প্রধান নগর যিরুশালম রোমানদ্বারা নষ্ট হইল ও তাহারা সকল জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন হইল [illegible] এখন সকল দেশের মধ্যে পৃথক জাতি হই

যাছে। ইঙ্গরেজরা তাহারদিগকে আপন দেশে আনিবার কারণ তাহারদিগকে রক্ষা করিলেন। তা হারদিগের মধ্যে অনেক লোক এখন কলিকাতায় আছে।

আরমানি দেশ।

তুরুক দেশের অত্যুত্তর ভাগে অর্থাৎ কাসপীয়ান ও কাল সমুদ্রের মধ্যে আরমানি দেশ। সে পূর্ব্ব কালে বড় পরাক্রমী ছিল এখন স্বরাধীন নহে। তাহারা সকলে খ্রীষ্টিয়ানের মতে চলে তাহারদের ভাষা ও অক্ষর স্বতন্ত্র। তদ্দেশীয় অনেক লোক কলিকাতাতে আছে। এখন আসিয়া উপদ্বীপের বিবরণ লিখি।

আসিয়ার উপদ্বীপ।

আসিয়াতে উপদ্বীপ অনেক ক্ষুদ্র পুস্তকে সকল লিখা যায় না। ভূগোলবেত্তারা তাহারদিগকে তিন ভাগ করিয়াছেন প্রথম আসিয়ার উপদ্বীপ পূর্ব্ব চৌরাশী দ্রাঘিমা অবধি এক শত বত্রিশ দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত সে উপ দ্বীপ অর্থাৎ আন্দামানপর্য্যন্ত উপদ্বীপ। দ্বিতীয় নূতন হলাণ্ডের উপদ্বীপ এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ উপদ্বীপ অবধি

নাম অস্ত্রালাসিয়া অর্থাৎ দক্ষিণ আসিয়া। তৃতীয় দক্ষিণ ত্রিশ অক্ষাংশ অবধি উত্তর ত্রিশ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এক শত বত্রিশ অংশ অবধি পশ্চিম দ্রাঘিমা এক শত পঁয়ত্রিশ অংশপর্য্যন্ত সকল ক্ষুদ্র২ ওপদ্বীপ তাহার নাম বহুপদ্বীপ অর্থাৎ, অনেক ওপদ্বীপ।

আসিয়ায় ওপদ্বীপ।

আসিয়ায় ওপদ্বীপ এই২ সুমাত্র ও যাবা ও মোলক্কা ও সেলেবেস এবং ফিলিপীনি ও বর্ণিও।

সুমাত্র ওপদ্বীপ।

সুমাত্র ওপদ্বীপ আট শত ত্রিশ ক্রোশ দীর্ঘ এক শত পঁচহত্তর ক্রোশ প্রস্থ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার। সে স্থানকার লোক দুই তিন প্রকার কতক২ যাগাই তাহা রা মুসলমানের মতে চলে কিন্তু সেখানকার প্রকৃত লোকেরা প্রায় কোন পূজা করে না সেখানে গোল মরিচ জন্মে। সুমাত্র ওপদ্বীপের অন্তঃপাতী বাঙ্কা ওপদ্বীপহইতে রাঙ্গ আইসে সুমাত্রের মধ্যে আচীন রাজা পূর্ব্বে পরাক্রমী ছিল সেখানহইতে সুন্দর২ ক্ষুদ্র ঘোড়া আইসে সুমাত্র ওপদ্বীপে অনেক কালপর্য্যন্ত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার এবং বসতিস্থান আছে

যখন বাঙ্গালার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ভূমিসম্পর্ক ছিল না তখন তাহারদের সেখানে বাণিজ্যের কুটী ছিল সেখানকার রাজধানী নগর বেঙ্কুলন।

যাবা উপদ্বীপ।

সুমাত্রের পূর্ব্বে যাবা উপদ্বীপ পাঁচ শত ষাটি ক্রোশ দীর্ঘ অষ্টাশী ক্রোশ প্রস্থ তাহার প্রধান নগর বাটেবিয়া সেখানকার প্রকৃত লোক যাবানীয় এবং সেখানে মালাইও আছে তাহারা সকলে মুসলমানের মতে চলে। সেখানে অনেক চীনও আছে তাহারা আপন ভাষা কহে এবং আপন দেবতার পূজা করে যাহার নিকট তিমোর নামে এক উপদ্বীপ আছে সে এক শত পাঁচত্তর ক্রোশ দীর্ঘ বায়ান্ন ক্রোশ প্রস্থ। যাবানীয়েরা পূর্ব্বকালে হিন্দুর মতে চলিত এখনও হিন্দুরদিগের স্থাপিত প্রাচীন মন্দির ও প্রতিমাদি আছে কিন্তু মুসলমানের অধিকার হওয়াতে সেই মত চলিত হইয়াছে তাহার নিকট একটা উপদ্বীপে এখনও হিন্দুর মত চলিত আছে যাবা হলণ্ডীয়েরদের অধীন।

বর্ণিও উপদ্বীপ।

নবহলাণ্ড উপদ্বীপ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে জান ছিল

যে বর্ণিও ওপদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে বড় সে যাবার ওত্তর তিন শত ক্রোশ দুরে সে আট শত ক্রোশ দীর্ঘ পাঁচ শত ত্রিশ ক্রোশ প্রস্থ সেখানকার লোক প্রায় কাল তাহারা এক প্রকার মহম্মদের মতে চলে সেখানে ইওরোপের লোকের স্থান নাই বানিজ্যও অল্প কিন্তু ইওরোপীয় লোকেরা সেখানে বসতি করিবার কারন এখন অনুসন্ধান করিতেছে। সেখানে অনেক চীনীয় লোক আছে।

মানিলা ওপদ্বীপ।

মানিলা অর্থাৎ ফিলিপীন বর্নিওর ওত্তর পূর্ব্ব তিন অংশে এই নামে খ্যাত নয় দশ ওপদ্বীপ স্পানিয়ার অধিকারে আছে তাহার প্রধান লুকানিয়া তাহার মধ্যে মানিলা নগর বানিজ্যের বড় স্থান স্পানিয়ার অধিকারে দুই শত বৎসর আছে।

সেলেবেস।

বর্নিওর পূর্ব্ব ভাগে পাঁচ ছয় ওপদ্বীপ সেলেবেস নামে খ্যাত তাহারা ইওরোপের অধিকারে নহে। তাহারা বন্য যখন জাহাজ নিকটে আইসে তখন তাহারা তাহাতে অকস্মাৎ আসিয়া ডাকাইতি করে।

মোলক্কার ওপদ্বীপ।

সেলেবেসের পুর্ব্বে পাঁচ ছয় ওপদ্বীপ অর্থাৎ মোলক্কা সেখানে জৈত্রী লবঙ্গ জায়ফল ইত্যাদি ওত্তম মশালা জন্মে তাহারদের নাম আম্বয়না ও বাণ্ডা ও সেরাম ও তের্নাতি ও তিদোর ইহারা আসিয়ার প্রধান ওপদ্বীপ। আসিয়ার সকল ওপদ্বীপের মধ্যে অনেক চীনীয় লোক আছে তাহারা সকল প্রকার শিল্প কর্ম্মে নিপুন। এবং চীনের বাদশাহের এমত আজ্ঞা নাই যে তাহারা আপন দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশে যায় কিন্তু তাহারা গুপ্তরূপে এই সকল ওপদ্বীপে যায় এবং চীন দেশীয় স্ত্রী লোকেরা কখনও অন্য দেশে যায় না এইপ্রযুক্ত চীন দেশীয় লোকেরা যে দেশে যায় সেই দেশীয় স্ত্রী বিবাহ করিয়া সন্তান ওৎপন্ন করিয়া কাল ক্ষেপন করে। এইহেতুক এই সকল ওপদ্বীপে চীনীয় লোকেতে পরিপূর্ণ।

অস্ত্রালাসিয়া।

অস্ত্রালাসিয়া দক্ষিন এক অক্ষাংশ অবধি সাত চল্লিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এক শত

পোনর অংশ অবধি এক শত আটহত্তর অংশ পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে এইং আছে।

নব হলাণ্ড।

তাহার মধ্যে প্রথম নব হলাণ্ড উপদ্বীপ দক্ষিণ এগার অংশ অবধি দক্ষিণ উনচল্লিশ অংশপর্য্যন্ত পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এক শত পোনর অংশ অবধি এক শত পঞ্চান্ন দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত সে দুই হাজার চারি শত ত্রিশ ক্রোশ দীর্ঘ এক হাজার সাত শত ক্রোশ প্রস্থ। ১৭৭০ সালের পূর্ব্বে সুন্দররূপে জানা গেল না সেই সালে কাপ্তান কুক সেই উপদ্বীপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আনিলেন। সেখানকার লোক কৃষিকর্ম্ম জানে না তাহারা বন্য ও উলঙ্গ কিন্তু দেশ ভাল ও পীড়ারহিত সেখানে ইংগ্লণ্ডীয়েরা নগরস্থাপন করিয়াছে সে নগর ক্রমেং বৃদ্ধি পাইতেছে। নব হলাণ্ডের দক্ষিণে এক উপদ্বীপ তাহার নাম ফ্যান্‌দী মনের ভূমি সে এক শত চল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ ও এক শত ক্রোশ প্রস্থ। সেখানকার লোক উলঙ্গ তাহারদের চাঁচর কেশ। নব হলাণ্ড প্রায় তাবৎ ইওরোপের মত বড় তথাপি নব হলাণ্ডীয় লোকেরদের অসভ্যতাপ্রযুক্ত তাহারা কোন প্রকারে ইওরোপের এক ক্ষুদ্র নগরেরও তুল্য নহে।

পাপুয়া।

নব হলাণ্ডের ওত্তর পাঁচ অংশ দূর পাপুয়া অর্থাৎ নব গিনি অনুমান করি যে এক হাজার চাল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ এক শত তেহত্তর ক্রোশ প্রস্থ। সেখানকার লোক কাল কিন্তু দেশ অতিভাল পীড়ারহিত ভূমিও ওর্ব্বরা তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র২ ওপদ্বীপ আছে ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সকল লিখা যায় না।

নব বৃতান।

ইহারদের ওত্তর পশ্চিমে নব বৃতান ও নব ঐর্লণ্ড এবং শলমন ওপদ্বীপ। নব বৃতান ১৭৬৭ সালে সুন্দর মত জানা গেল সেইখানে জায়ফল বৃক্ষ সুন্দররূপ হয় সেখানকার লোক কাল এবং তাহারদের কেশ চাঁচর নব ঐর্লণ্ডে বিস্তর গোলমরিচ জন্মে। শলমন ওপদ্বীপের বিষয়ে কিছু২ প্রায় জানা যায় নাই।

নব কালিদোনিয়া ও নব হেব্রিদেস্।

নব হলাণ্ডের পূর্ব্বে চারি শত ক্রোশ নব কালিদোনিয় নামে বড় এক ওপদ্বীপ সে এখনও স্পষ্টরূপে জানা যায় নাই ইহার পূর্ব্ব নয় অংশে এক ঝাঁক ওপদ্বীপ আছে

সে ঝাঁক নব হেব্রিদেস্ নামে খ্যাত। সেখানকার লোক যুদ্ধ-অস্ত্রে বড় পণ্ডিত।

নব জীলাণ্ড।

নব হলাণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্বে ছয় শত ক্রোশ অন্তরে নব জীলাণ্ড দুই উপদ্বীপ এক নামে খ্যাত তাহারা একটা মোহনাদ্বারা পৃথক সে প্রায় পাঁচ শত ত্রিশ ক্রোশ দীর্ঘ এক শত পঁয়ত্রিশ ক্রোশ প্রস্থ। অস্ত্রালাসিয়ার মধ্যে অনুমানে দশ লক্ষ লোকের অধিক নাই।

বহূপদ্বীপ অর্থাৎ প্রশান্ত সাগরের উপদ্বীপ।

প্রশান্ত সাগরে যত উপদ্বীপ তাহারা বহূপদ্বীপ নামে সংগৃহীত তাহারা অনেক সকল লিখনের আবশ্যক নাই। তাহার মধ্যে প্রধান উপদ্বীপ ঝাঁকে২ নিরূপিত আছে।

পিলু উপদ্বীপ।

প্রথম পিলু উপদ্বীপ উত্তর আট অক্ষাংশে পূর্ব্ব দ্রাঘিমা এক শত পঁয়ত্রিশ অংশে তাহারা অতিক্ষুদ্র। তত্রত্য লোক নব হলাণ্ডের লোক হইতে কিছু সভ্য কিন্তু অদ্যা পি সেখানে কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষা নাই।

লাদ্রোন উপদ্বীপ।

দ্বিতীয়তঃ লাদ্রোন উপদ্বীপ পিলু উপদ্বীপের উত্তর পাচঁ শত ত্রিশ ক্রোশ দূরে। তাহার মধ্যে বার কিম্বা চৌদ্দ উপদ্বীপ আছে।

কারোলীন উপদ্বীপ।

তৃতীয়তঃ কারোলীন উপদ্বীপ তাহারা ত্রিশটা একত্র। প্রশান্ত সাগরে যত উপদ্বীপের ঝাঁক আছে সেসকলের মধ্যে এই ঝাঁক বড় তৎস্থানীয় লোক উলঙ্গ তাহারা মৎস্য ও নারিকেল আহারে প্রায় জীবন ধারন করে।

সান্দ্বিচ্ উপদ্বীপ।

চতুর্থতঃ প্রশান্ত সাগরের অত্যুত্তর সান্দ্বিচ্ উপদ্বীপ চল্লিশ বৎসর হইল কাপ্তান কুককর্তৃক দেখা গেল। তাহার মধ্যে ওবেহী দুই শত চল্লিশ ক্রোশ পরিধি সে বহুপদ্বীপের মধ্যে পরিমানে অতিবড় প্রধান উপদ্বীপ। সেখানে এক প্রকার কাঁঠাল বৃক্ষ আছে তাহার ফলে রুটি হয় এবং পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে অতিশয় দীর্ঘ ইক্ষু জন্মে কাপ্তান কুক তিন বার পৃথিবীকে পরিভ্রমন করিয়া ওবেহীতে লোকান্তর গত হইলেন।

মার্কীসা উপদ্বীপ।

পঞ্চমতঃ মার্কীসা উপদ্বীপ সব হলাণ্ডের চারি হাজার দুই শত ক্রোশ নিশ্চয় পূর্ব্ব তত্রত্য লোক সকল প্রায় বন্য।

সোসৈয়িটী অর্থাৎ সমূহ উপদ্বীপ।

ষষ্ঠতঃ উপদ্বীপ ষাটি সতরিটা একত্র সোসৈয়িটী অর্থাৎ সমূহ উপদ্বীপ ইহার প্রধান তাহেতি সে এক শত ক্রোশ পরিধি। এই উপদ্বীপে কতক ইংগ্লণ্ডীয়েরা লোককে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পথ শিখাইবার নিমিত্তে বাস করিতেছে সেখানকার তাবৎ লোক আপনারদের প্রতিমা পূজাদি পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান মতে আসিয়াছে।

ফ্রেণ্ডলি অর্থাৎ মিত্রভাব উপদ্বীপ।

সপ্তম ফ্রেণ্ডলি উপদ্বীপ অর্থাৎ মিত্রভাব উপদ্বীপ সে কাপ্তান কুকেতে দৃষ্ট হইল। অস্ত্রালাসিয়া ও বহুপদ্বীপের বিবরন সমাপ্ত হইল। এই সকল উপদ্বীপ সংখ্যাতে অধিক কিন্তু বাঙ্গালার বর্দ্ধমানে যত লোক আছে তাহার সমসংখ্যক লোক এক স্থানে কুত্রাপি নাই। আসিয়া ও তাহার উপদ্বীপের বিবরণ সমাপ্ত হইল।

পৃথিবীর দ্বিতীয় ভাগ।

অর্থাৎ ইওরোপ।

আসিয়ার লোকাবস্থিতি হওনের পরে বহুকালানন্তর ইওরোপে লোক বসতি হইল। আসিয়ার পরিমাণ হইতে ইওরোপের পরিমাণ তিন ভাগ ন্যুন এবং সেখানে আসিয়ার তিন ভাগের এক ভাগ লোক তথাপি তাহারদিগের পরাক্রম এমন যে ইংগ্লণ্ডীয় কিম্বা ফরাশিস্ কিম্বা রুষিয়া ইওরোপের মধ্যে এই তিন প্রধান জাতি পরস্পর কেহ কাহাকে যদি না থামায় তবে এক জাতীয় লোক পৃথিবী জয় করিতে পারে। এবং ইংগ্লণ্ড দেশ এ তিনের মধ্যে অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া এবং চতুর্দিগের সহিত দ্বেষ থাকিলেও আপন পরাক্রমে এমত বড় হইয়াছে যে প্রায় সকল পৃথিবীস্থ লোক তাহারদিগের অনুরোধ রাখে ইহার কারণ এই যে তাহারা আপনারদের পুর্ব্বে যে অজ্ঞানের আশ্রয় ছিল তাহা ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সেবা করিয়াছে। ইহার ফল এই যে প্রথমত ব্রহ্মের নিকট সকলেই সমান এবং এমন কোন জাতি নাই যে ব্রহ্ম অন্য হইতে তাহাকে অধিক প্রেম করেন ইহা অতিসুন্দর রূপে জানা আছে। দ্বিতীয়তঃ এই যে ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল লোকের বিদ্যা গ্রহনের শক্তি

পাদিগের আপন মন বিদ্যাতে পূর্ণ করা ওচিত যেহে তুক বিদ্যা হইলে বুদ্ধদেরা সুন্দর মত হয় এবং আপন আত্মীয় বর্গের ওপকার হয়। এই বিবেচ নাদ্বারা ইওরোপের এত পরাক্রম হইয়াছে ইহা জানা যায় কেননা পূর্ব্বকালে আসিয়ার লোকেরদের মত যখন দেবতা ও পুরোহিতেরদের মতে চলিত তখন তাহারদিগের এমত পরাক্রম ছিল না। ইহাতেও দেখা যায় যে ইওরোপের মধ্যে যে লোকেরা অজ্ঞা নতাযুক্ত পুরোহিতেরদের বশীভূত অর্থাৎ স্পানিয়া ও পোর্তুগাল দেশীয়েরা তাহারা ইওরোপের মধ্যে অতিপরাক্রমরহিত। ইওরোপের মধ্যে যে লোকের দের বিদ্যাবিষয়ে আন্তরিকী চেষ্টা থাকে তাহার দের পরাক্রম ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মত অন্য সকলহই তে অতিশয়।

ইওরোপের সীমা।

ইওরোপ আসিয়ার নিশ্চয় পশ্চিম এই দুইয়ের মধ্যে কোন নদী ব্যবধান নাই এইহেতুক আসিয়ার পশ্চিম সীমা ইওরোপের পূর্ব্ব সীমা সংলগ্ন। ওত্তর সীমা হিমসমুদ্র পশ্চিম সীমা আটলান্টিক সমুদ্র তাহার দ্বারা আমেরিকাহইতে পৃথক হইয়াছে দক্ষিণে ভূমধ্যস্থ

সমুদ্র তাহাতে আফ্রিকাহইতে বিভক্ত হইয়াছে ও উত্তর ছাইত্রিশ অক্ষাংশাবধি আটষট্টি অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পশ্চিম দ্রাঘিমা নয় অংশ অবধি ষাটি অংশ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত। দীর্ঘ দুই হাজার নয় শত ক্রোশ প্রস্থ দুই হাজার আটষট্টি ক্রোশ। সেখানকার লোকসংখ্যা অনুমান পোনর কোটি।

ইওরোপের পূর্ব্বকালীন ঈশ্বরারাধনা।

পূর্ব্ব কালে ইওরোপের সর্ব্বত্র দেবপূজা ছিল এবং আপন২ দেশের দেবতা মানিত। ইংগ্লণ্ডের দেবতা এই২ রবি ও সোম তুস্কো ও বোদেন ও ফ্রীগা দেবী এবং সেই২ দেবতারদের নামানুযায়ি সাতবারের নাম হইয়াছে। কিন্তু যখন ধর্ম্মপুস্তক সেখানে পঁহুছিল তখন ক্রমে দেবপূজা ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান হইল।

পাপার মত স্থাপনের বিষয়ে।

খ্রীষ্টের মরনের তিন চারি শত বৎসর পরে রোম দেশের বড় উপদেশক অতিপরাক্রমী হইয়া সকল খ্রীষ্টিয়ানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিল এবং বুদ্ধের তুল্য আপনাকে মানিতে আজ্ঞা দিল এবং ক্রমে২ ইওরো

পের রাজারদের অনুগ্রহ পাইয়া আপনার আজ্ঞালঙ্ঘককে নষ্ট করিতে লাগিল এবং আপন মিথ্যা কাল্পনিকতা প্রকাশের ভয়ে স্বস্ব ভাষাতে ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে সকলকে মানা করিল এবং আপনাকে পাপা নামে খ্যাত করিয়া ইওরোপের সকলের উপরে পুরুষানুক্রমে এক হাজার বৎসর রাজ্য করিল এবং স্বর্গ ও নরকের মধ্যে মিথ্যা এক স্থান কল্পনা করিল ও সকল লোককে শিখাইল যে মনুষ্যের প্রাণ একবারে স্বর্গে কিম্বা নরকে যায় না কিন্তু মরণানন্তর প্রাণ ঐ মধ্য স্থানে যায় পরে উপদেশকেরদের প্রার্থনানুসারে স্বর্গ কিম্বা নরকগামী হয়। এই রূপ মিথ্যা প্রতারণা করিয়া লোকেরদের স্থানে এত টাকা খাইত যে ইওরোপের চতুর্থাংশ ভূমি তাহারা ভোগ করিত।

পাপার মত হইতে উদ্ধারের বিষয়ে।

তিন শত বৎসর হইল ছাপাযন্ত্রদ্বারা অনেক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ইওরোপের লোকেরা পড়িতে লাগিল ইহাতে তাহারা জানিল যে আমারদিগের উপর রোমের পাপার কোন আজ্ঞা করিবার অধিকার নাই এবং কতক২ রাজা ও নগরের প্রধান২ লোক পাপার অনুরোধ ত্যাগ করিল তাহারা প্রোটেষ্টন্ত নামে খ্যাত

হইল। পরে পাপাকর্ত্তৃক তাহারদিগের অনেক দমন করাতে প্রায় দশ লক্ষ লোক মারা গেল তথাপি পাপার মতে পুনর্ব্বার না গিয়া আপন মতে রহিল।

ইওরোপের এতৎকালীন ঈশ্বরারাধনা।

এই সময়ে ইওরোপের অর্দ্ধেক লোক প্রুটেষ্টন্ত মতে প্রবেশ করিল অবশিষ্ট অর্দ্ধ লোক পাপার অধিকারে রহিল তাহারদের নাম কখনং পাপিষ্ঠ ও কখনং রোমানকাতালিক কহা যায়। সমুদায় পোর্ত্তুগীশ সেই মতে আছে। রুষিয়া দেশ কখন পাপার অধীন ছিল না কিন্তু পূর্ব্বকালীন গ্রীক দেশস্থ খ্রীষ্টিয়ানের মতে এখন চলে। তাহারদিগের গ্রীক মণ্ডলীর অনুসারে খ্রীষ্টিয়ান কহা যায়। তুরুকেরা মুসলমান কিন্তু আলী ও ফতেমা ও হাসেন হোসেনকে মানে না এতদ্ব্যতিরিক্ত অনেক য়িহুদী লোক আছে তাহারা অন্ত ভাগ ব্যতিরেকে ধর্ম্মপুস্তক মানে কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে না। ইহাতে দেখা গেল যে ইওরোপের মধ্যে এইং প্রকার আরাধনা আছে পাপিষ্ঠের মত ও প্রুটেষ্টন্তের মত ও গ্রীক মণ্ডলীর মত এই তিন প্রকার লোকেরা সমুদয় ধর্ম্মপুস্তক মানে এবং য়িহুদী লোকেরা অন্তভাগ মানে না এবং মুসলমানেরা তাহা মানে না

ইওরোপের সমুদ্র।

পৃথিদেশের নদী ছাড়া ইওরোপের মধ্যে সাগরের প্রবেশ আছে তাহারদিগকে সমুদ্র কহা যায় তাহাতে ইওরোপের লোকের ধন ঐশ্বর্য্যাদি বিষয় উপকার হয় ইহার মধ্যে প্রবীন এইং ভূমধ্যস্থ সমুদ্র সে সতর শত ষাটি ক্রোশ দীর্ঘ ও ইওরোপকে আফ্রিকা হইতে পৃথক করে। দ্বিতীয় বাল্টিক সে উত্তরে চলিয়া স্বীদেন ও দেনমার্ককে প্রুষিয়া ও রুষিয়াহইতে বিভক্ত করে। তৃতীয় রুষিয়া উত্তর ভাগে শ্বেত সমুদ্র তাহার মধ্যে অনেক উপদ্বীপ আছে। আটলান্টিক সাগরের এক ভাগ ইংগ্লণ্ডকে জর্মনিহইতে পৃথক করে তাহাকে কখনং উত্তর সমুদ্র কহা যায়। এবং সেই সাগরের এক ভাগ ইংগ্লণ্ডকে ফ্রানিয়াহইতে পৃথক্ করে তাহার নাম বিস্কায় খাল ইওরোপের উত্তরে আর্ক্তিক সমুদ্র অর্থাৎ হিম সমুদ্র তাহা দিয়া জাহাজ কখন প্রবেশ করে না যেহেতুক জলের উপরে জল জমাত পর্ব্বত সর্ব্বদা চলে কোন জাহাজ গেলে তখনি মারা পড়ে।

ইওরোপের পর্ব্বত।

ইওরোপের সকলহইতে আল্প নামে পর্ব্বত উচ্চ এই

শ্রেণী ব্লান পর্ব্বত দশ হাজার পাঁচ শত হাত উচ্চ দ্বিতীয় ফ্রান্সহইতে স্পানিয়াকে বিভক্তকারী পিরেনিস। তৃতীয় কার্পাতিয়া পর্ব্বত যে নরবেকে স্বীদেনহইতে বিভক্ত করে। চতুর্থ আপেনীন পঞ্চম হেমসের শ্রেণী এই দুই কিছু ক্ষুদ্র।

ইওরোপের নানাদেশ।

ইওরোপের চতুর্দ্দশ রাজ্য তাহার মধ্যে পরাক্রমেতে প্রধান ইংগ্লণ্ড। দ্বিতীয় রুষিয়া সে ইওরোপের উত্তর পূর্ব্ব ভাগে। তৃতীয় ফ্রান্স ইংগ্লণ্ডের অতিনিকট। চতুর্থ আস্ত্রিয়া। পঞ্চম প্রুষিয়া সে এক শত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ষষ্ঠ স্পানিয়া। সপ্তম তুরকী। অষ্টম নেদরলণ্ড। নবম স্বীদেন। দশম দেনমার্ক। একাদশ পোর্তুগাল। দ্বাদশ স্বিৎজেলণ্ড। ত্রয়োদশ জর্ম্মনির ক্ষুদ্রং দেশ। চতুর্দ্দশ ইতালি। ইওরোপের এইং দেশ তাহারদিগকে বশতার ও পরাক্রমানুসারে ক্রমে লিখিলাম যেহেতুক সকল দেশের দিগ্বিশেষে সংস্থান জানা অপেক্ষায় দেশের ক্ষুদ্রত্ব ও মহত্ব ও সবলত্ব ও দুর্ব্বলত্ব ও ধনিত্ব ও নির্ধনিত্ব জানা ভাল। অতএব ইংগ্লণ্ড অবধি করিয়া অন্যং দেশ ক্রমে লিখিলাম।

ইংগ্লণ্ড।

ইংগ্লণ্ডের মধ্যে চারি ভাগ পূর্ব্বে চারি পৃথক রাজ্য ছিল ইংগ্লণ্ড ও স্কটলণ্ড ও বেল্স এই তিন এক উপদ্বীপে আছে ঐর্লণ্ড সে এক পৃথক উপদ্বীপ প্রথম উপদ্বীপের এই উপদ্বীপ তিন ভাগের এক ভাগ।

ইংগ্লণ্ড উপদ্বীপ।

ইংগ্লণ্ড উপদ্বীপ উত্তর পঞ্চাশ অক্ষাংশ অবধি আটান্ন অক্ষাংশপর্য্যন্ত তাহার যেখানে অতিশয় দীর্ঘতা সে স্থানে পাঁচ শত দশ ক্রোশ। ইংগ্লণ্ডের উত্তর ফ্রান্স দেশ তাহার পূর্ব্বে হলণ্ড তাহার পশ্চিম ঐর্লণ্ড উপদ্বীপ। ইংগ্লণ্ড উপদ্বীপ এই সকল দেশহইতে সমুদ্রদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে সে সমুদ্রের স্থান বিশেষে নাম বিশেষ হইয়াছে ইংগ্লণ্ড ও ঐর্লণ্ডের লোকসংখ্যা এক কোটি ষাটি লক্ষ অর্থাৎ চতুরস্র এক ক্রোশে দুই শত বাইশ লোক। বেল্স পূর্ব্বকালে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল কিন্তু ছয় শত বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডের অধীন হইয়াছে অদ্যাপি ও আপন ভাষা আছে কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় ভাষাহইতে অনেক বিভিন্ন।

স্কটলণ্ড।

স্কটলণ্ড ইংগ্লণ্ডহইতে ভিন্ন ছিল কিন্তু স্কটলণ্ডের

রাজা চতুর্থ যজ্ঞাকুব ইংগ্লণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরির কন্যা বিবাহ করিয়া তাহার পৌত্র যজ্ঞাকুব ১৬০৩ সালে দুই রাজ্য ভোগ করিল ১৭০৭ সালে দুই দেশ একাধিকার হইয়া এক রাজ্য হইল। সেই দুই দেশীয় ভাষা এক অর্থাৎ ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা। স্কটলণ্ডের প্রকৃত ভাষা অর্থাৎ গালিক সে এখন কেবল তাহার ওত্তর ভাগে পর্ব্বতীয়েরদের মধ্যে চলিত। অনুমান করি যে স্কটলণ্ডে বিশ লক্ষ লোক আছে।

ঐর্লণ্ড।

ঐর্লণ্ড ওপদ্বীপ ইংগ্লণ্ডহইতে নিশ্চয় পশ্চিমে ইংগ্লণ্ডহইতে সে সমুদ্রের এক প্রদেশদ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। সে দীর্ঘ দুই শত ষাটি ক্রোশ প্রস্থ এক শত ত্রিশ ক্রোশ তাহার লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ তাহার এক ভিন্ন ভাষা কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয় ভাষা সেখানে চলিত আছে সেই ছয় শত পঞ্চাশ বৎসর ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইল। কিন্তু আটার বৎসর হইল দেশের সভাস্থের আজ্ঞাতে ইংগ্লণ্ডের সহিত সংলগ্ন হইল। এখন ইংগ্লণ্ড ও বেল্স ও স্কটলণ্ড ও ঐর্লণ্ড এক রাজার অধীন ও এক মহাসভাতে এই চারি দেশের লোক আইসে

ও সমান ব্যবস্থা মতে ব্যবহার করে ঐর্লণ্ডের প্রায় সক ল ভাগ পাপিষ্ঠ।

ইংগ্লণ্ডের পূর্ব্বকালাবধি অধিকারী।

এমন অনুমান হয় ফ্রান্স ও হলণ্ডহইতে আসিয়া ইং গ্লণ্ডে প্রথম ইংগ্লণ্ডীয়েরা বাস করিল যেহেতুক ঐ দুই দেশ পরস্পর নিকটস্থ খ্রীষ্টীয়ানের শকের পূর্ব্ব বায়ান্ন বৎসর জুলিয়স্ কাইসর রোমানের এক সেনাপতি ইংগ্লণ্ড জয় করিল রোমানেরা চারি শত পঞ্চাশ বৎসর সেখানে রাজ্য করিল পরে আপনারদের রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত তাহা ত্যাগ করিয়া আপন রাজ্যে সৈন্য লই য়া গেল। পরে সাক্সনেরা ইওরোপ নিকটবর্ত্তি দ্বীপ হইতে ইং গ্লণ্ডে আসিয়া তাহার গ্রাস করিল। অনেক যুদ্ধের পর সাতটা রাজ্য স্থাপন করিল এবং ১০১৩ সালে দেন্মার্কেরা ইংগ্লণ্ড জয় করিল। ১০৬৬ সালে ফ্রান্সের এক প্রদেশ নর্ম্মন্দিহইতে ওলিয়াম নামে এক নর্ম্মন সসৈন্য আসিয়া দেশ জয় করিল। সেই ওলিয়ামের সন্তান এখনও সিংহাসনে বসিতেছে। সেই বংশ এখন সাত শত পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিতেছে।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ঈশ্বরারাধনা।

ইংগ্লণ্ডে পাপিষ্ঠ না হইয়া প্রায় সকল লোক প্রটেষ্টন্ত মতে চলে ইংগ্লণ্ডে প্রটেষ্টন্তমত দুই প্রকার আছে· অর্থাৎ প্রথমতঃ ইংগ্লণ্ডের স্থাপিত মত। দ্বিতীয় তাহার ভিন্ন অসম্মতেরদের মত। ইংগ্লণ্ডের স্থাপিত মণ্ডলীর ওপরে চব্বিশ ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং দুই প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং আটার হাজার উপদেশক। দেশ ভাগে২ বিভক্ত হইয়াছে ইংগ্লণ্ডে ও বেল্সে মত দশ হাজার ভাগ আছে। প্রত্যেক ভাগে এক২ উপদেশক নিরুপিত আছে প্রতিরবিবারে দুইবার উপদেশকেরা খ্রীষ্টের আরাধনা করে তাহারা পৃথিবীর শস্যের দশমাংশ বেতন পায়।

সাবত দিন অর্থাৎ রবিবার।

সপ্তাহের প্রথম দিন ইংগ্লণ্ডে কেবল খ্রীষ্ট সেবার্থে নিরূপিত আছে কোন লোক সে দিনে কৃষিকর্ম্মপ্রভৃতি কোন ব্যবসায় করে না মহাজন লোক হিসাবাদি ও আদান প্রদান কিছু করে না সে দিবসে সকল বিচারের স্থল বন্ধ। এই মতে এক দিন বিশ্রাম করিয়া পুনঃ কার্য্যারম্ভে অতিশয় উদ্যোগ হয়। এবং

সেই দিন ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া ও শুনিয়া ব্রহ্মের প্রতি ও আপনারদের পরিবারের প্রতি যে২ কর্ত্তব্য তাহাও জানিতে পায়।

অসম্মতেরদিগের বিষয়ে।

ইংগ্লণ্ডের স্থাপিত মতের মতান্তরাচারিরা অসম্মত নামে খ্যাত যেহেতুক তাহারা স্থাপিতমত ভিন্ন আপন বিবেচনার মত ধর্ম্মপুস্তকের অর্থ করে এবং পুস্তকের বাক্য পাঠেতে ব্রহ্মের প্রতি প্রার্থনা না করিয়া অর্চনার সময়ে আপন মনের বিবেচনাতে যে২ প্রার্থয়িতব্য হয় তাহাই প্রার্থনা করে তাহারাও রবিবারে ব্রহ্মারাধনা করে সে সময়ে ধর্ম্মপুস্তক পড়ে এবং লোকের দিগকে উপদেশ করে তাহারদের উপদেশকেরা আপনার কারণ কেহ২ ব্যবসায় করে কেহ২ ধর্ম্মার্থে অন্যকে শিক্ষা দেয় প্রায় সকলে শ্রোতারদের কিঞ্চিৎ দানেতে প্রাণধারণ করে ক্রমে২ সেই অসম্মতেরদের মত বৃদ্ধি হইতেছে।

ইংগ্লণ্ডের রাজ্যশাসন।

এক রাজা ও দুই সভার দ্বারা ইংগ্লণ্ডের শাসন হয় রাজা মরিলে তাহার সন্তান রাজা হয় কিন্তু সেও সভাস্থেরদের সিদ্ধান্তাধীন। রাজা যুদ্ধ ও সন্ধি করি

তে পারেন এবং রাজকর্ম্মে লোকও নিযুক্ত করিতে পারেন এ সকল কর্ম্ম ব্যবস্থানুসারে করিতে পারেন ও ব্যবস্থা ব্যতিরিক্ত কাহাকেও হত করিতে পারেন না এবং সভাস্থেরদের অসম্মতিতে কোন ব্যবস্থা স্থাপন করিতে পারেন না এবং প্রজারদের কর লইতে পারেন না।

সভাস্থেরা দেশের ব্যবস্থা স্থাপন ও নিবৃত্তি করিতে সমর্থ আছেন। সে এই দুই সভা প্রথমতঃ কুলীনেরদের সভা দ্বিতীয়তঃ সামান্য লোকেরদের সভা কুলীনেরদের সভাতে কুলীন বংশে জাত লোকেরা জ্যেষ্ঠানুক্রমে বসে এবং চব্বিশ ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা এবং দুই প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষেরাও বসে। লোকেরদের সভাতে প্রয়োজন অধিক সে সভাতে দেশস্থকর্ত্তৃক মনোনীত তিন সংলগ্ন দেশের কিঞ্চিদধিক ছয় শত জন বসে তাহারদিগের প্রধান কর্ম্ম এই বৎসরং হাঁসিল নির্ণয় করা এবং উত্তম বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা করা যেহেতুক তাহারদিগের সম্মতি ব্যতিরেকে রাজকর ও হাঁসিল রাজা লইতে পারেন না। যাহারা ব্যবস্থা বিপরীত কোন কর্ম্ম করে এবং দেশের বিপদ করে তাহারদের নামে এই সভায় নালিস হয়। এই সভাতে হেষ্টিংস সাহেবের নামে নালিস হইয়াছিল।

ইংগ্লণ্ডের প্রাড্বিবাক অর্থাৎ আদালতে বিচারকর্ত্তা।

ইংগ্লণ্ড দেশে দ্বাদশ জন প্রাড্বিবাক্ তাহারা যাব জ্জীবন সেই কর্ম্মে নিযুক্ত যেহেতুক তাহারা যদি কোন অব্যবস্থিত কর্ম্ম না করে তবে রাজা তাহারদিগকে কখন কর্ম্মচ্যুত করিতে পারেন না। ইংগ্লণ্ড দেশ ছয় ভাগ করা গিয়াছে দুই২ প্রাড্বিবাক ছয় মাসের কারণ একং ভাগে গিয়া যত মোকদ্দমা নিকাশ করেন।

সভ্য জনের দ্বারা মোকদ্দমা।

যখন কোন লোক অভিযুক্ত হইয়া বিচারস্থানে আনা যায় তখন তাহার সহবাসী বার জনকে প্রাড্বিবাক ডাকিয়া তাহারদিগকে সভ্য করিয়া সাক্ষির প্রমুখাৎ জ্ঞাত করাইয়া সেই বার জনকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই লোক দোষী কি না। তাহারদের কথানুসারে সে লোকের অপরাধি কিম্বা অনপরাধিত্ব হয়। যদি তাহারা সে অভিযুক্তকে অপরাধী কিম্বা অনপরাধী নিশ্চয় করে তবে প্রাড্বিবাক তাহার অন্যথা করিতে পারেন না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই বার

জনের মধ্যে যদি কাহাতেও সম্মত না হয় তবে অন্য কেহ তৎস্থলে নিযুক্ত হয়। এই রূপ বিচারের ফল এই ইংগ্লণ্ডে ঘুস দিয়া মোকদ্দমা হইতে পারে না এবং প্রত্যেক লোকের তীন কুড়ি টাকা কিম্বা কুড়ি লয় হওক যাহার যে থাকে সে তাহারি স্থির আছে রাজা কিম্বা অন্য কেহ লইতে পারে না।

ইংগ্লণ্ডের বানিজ্য।

ইংগ্লণ্ডের বানিজ্য অন্য দেশের বানিজ্য হইতে অধিক যেহেতুক বিশ বৎসর হইল এক বৎসরে নানা দেশ হইতে লণ্ডন নগরে যত দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হইল তাহার মূল্য ষাটি কোটি টাকা ইহা ব্যতিরিক্ত অন্যং দোপ নগরে যত দ্রব্য আমদানি রপ্তানি হয় তাহার সংখ্যা হইলে অতিবিস্তর হয় এবং সেই বৎসর অবধি বানিজ্য অনেক বাড়িয়াছে।

ইংগ্লণ্ডের বিদ্যালয়।

ভাগ্যবান লোকের বিদ্যার জন্যে অনেক বিদ্যালয় আছে তাহার মধ্যে দুইটা বিদ্যালয় প্রধান এইং অক্স ফোর্দ সেখানে সতের বিদ্যালয় আছে এবং কাম্ব্রিজ সেখানে ষোলটা বিদ্যালয় সেখানে সকল প্রকার ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা দেয় কিন্তু দুঃখি লোকের বিদ্যা

জ্ঞানার্থে বিনামূল্যে এখন আট হাজার পাঠশালা নিযুক্ত আছে সেখানে দুঃখি লোকের বালকেরা বিনা মূল্যে পুস্তক ও বিদ্যা পায়।

ইংগ্লণ্ডের সপ্তাহের সমাচার।

রাজ্যের যত বিষয় এবং ওজীরের যত কর্ম্ম এবং যে২ ব্যবস্থা হওনের কল্প হয় সেই ব্যবস্থার ও তাহার বিষয় সভাস্থরদের বিবেচনা ও যে বিবাদ হয় প্রতি সপ্তাহে সে জানা যায় এই ছাপ পত্রদ্বারা দেশের সকল সমাচার সর্ব্বত্র জানা যায়। এবং ব্যবসায়ি লোক প্রভৃতি যাহারা পড়িতে পারে তাহারা পড়িয়া এ সকল বিষয় জ্ঞাত হয়। লণ্ডন নগরহইতে প্রতি সপ্তাহ এক লক্ষ সমাচার পত্র নির্গত হয় ইহা ব্যতিরিক্ত দেশের প্রতিভাগের এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র নগরের সমাচারপত্র আছে ইহাতে রাজার ও ওজীরের ভাল মন্দ কর্ম্ম তখনি দেশে ব্যক্ত হয়।

ইংগ্লণ্ড দেশের মাসীয় সমাচারের পুস্তক।

এই সপ্তাহিক সমাচারপত্র ব্যতিরিক্ত মাসে কিম্বা তিন মাস অন্তরে এক প্রকার পুস্তক ছাপা যায় এই পুস্তকের মধ্যে সেই২ মাসের সমাচার পুনঃ২ লিখিত হয় সেই মাসের মধ্যে যে নূতন পুস্তক ছাপা যায়

তাহার নাম ও বিবরণ ও ভাল মন্দ রচনার বিবেচনা সকল থাকে। মাসীয় পুস্তকে লোকেরদের উপকারসূচক বিষয় অনেক আছে এইং রূপ পঞ্চাশ হাজার পুস্তক মাসেং প্রকাশ পাইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় ইহাতে সর্ব্বদেশীয় লোকেরা জানিতে পায় যে কি রূপে লোকের উপকার হইতে পারে। আর বৎসরের মধ্যে কাব্য ও অলঙ্কার ও স্মৃতি ও ন্যায় ও নীতি ও ইতিহাস ও জ্যোতিষ ও অন্যং নানা বিদ্যা বিষয়ক নূতন পুস্তক অনুমানে সাত শত ছাপা যায়।

ইংগ্লণ্ডের রাজকর।

ইংগ্লণ্ড দেশের রাজকর ভূমি ও দ্রব্য প্রভৃতিহইতে উৎপন্ন হয়। বৎসরং সভাস্থেরদের আজ্ঞাতে রাজকর আদায় করা যায় সে রাজকরের সংখ্যা চল্লিশ কোটি।

ইংগ্লণ্ডের সৈন্য।

এখন অযুদ্ধ সময়প্রযুক্ত সৈন্য অনেক ন্যূন করা গিয়াছে অনুমান এখনও এক লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত আছে ইহারা সকল ইংগ্লণ্ডীয় লোক কিন্তু অন্য দেশীয় নহে ইহার চতুর্থাংশেতেও আসিয়ার সকল দেশ জয় করা যায়।

ইংগ্লণ্ডের জাহাজ।

ইংগ্লণ্ডের প্রকৃত পরাক্রম সৈন্যমূলক নহে কিন্তু জাহাজমূলক এই জাহাজদ্বারা তাহারা সমুদ্রের উপরে প্রাধান্য আপনং হস্তে রাখিয়াছে। ইহাতে পৃথিবীর অতিদূর দেশীয় লোকেরদের ভয় জন্মায়। ইংগ্লণ্ডের জাহাজ সকল দেশের জাহাজহইতে কেবল বড় সে নহে যদি সকল দেশের জাহাজ একত্র হয় তথাপি ইংগ্লণ্ডের জাহাজ সে সকলহইতে বহুসংখ্যক। যুদ্ধোপস্থিতি সময়ে ছোট বড় প্রায় হাজার জাহাজ প্রস্তুত হয়। এবং তাহার মধ্যে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার নাবিকাদি থাকে।

ইংগ্লণ্ডের ভাগ ও প্রধান নগরপ্রভৃতি।

ইংগ্লণ্ড দেশে চল্লিশটা প্রধান ভাগ আছে। বেল্সের বার প্রধান ভাগ কিন্তু ভাগতুল্য নগর নাই। ইংগ্লণ্ডের প্রধান নগর লণ্ডন স্কটলণ্ডের প্রধান নগর এদিনবর্গ এর্লাণ্ডের প্রধান নগর ডব্লিন। লণ্ডন নগরে অনুমান দশ লক্ষ লোক আছে। কিন্তু আর কোন নগরে এক লক্ষের অধিক লোক নাই। সেই নগর দীর্ঘ ছয় ক্রোশ প্রস্থ তিন ক্রোশ তাহার মধ্যে আট হাজার রাস্তা এবং চারি শত গির্জাঘর। সেই

নগার দিয়া টেমস নামে নদী বহে নগরের মধ্যে সেই নদীর ওপরে চারি পুল আছে তাহার মধ্যে এক পুল গাঁথিতে এক কোটি টাকা ব্যয় হইল। লণ্ডনের পর য়র্ক নামে নগার প্রশংসনীয় যেহেতুক পূর্ব্বকালে ইংগ্লণ্ডের ওত্তর ভাগে সে প্রাচীন নগার ছিল ইংগ্লণ্ডের পশ্চিম ভাগে বৃস্তল প্রাচীন এক নগার। লিবর্পুল নামে এক দোপ নগার বৃস্তলহইতে কিছু ক্ষুদ্র সে নগরের সহিত গত তিন চারি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের বাণিজ্য ওপস্থিত হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বে ছিল না এখন পঞ্চাশ জাহাজ লিবর্পুলহইতে ভারতবর্ষে আইসে। বাত নামে ইংগ্লণ্ড দেশের অতিসুন্দর নগার এবং তাহার রোগশান্তিদায়ক জলের প্রশংসা বড়। মাঞ্চেষ্টর পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল কিন্তু তুলার ব্যবসায়েতে এক শত বৎসরে মহানগার হইয়াছে। বর্মিঙ্গাম পূর্ব্বে ক্ষুদ্র এক গ্রাম ছিল কিন্তু কর্ম্মকারের ব্যবসায়ের দ্বারা মহানগার হইয়াছে। এখন সেখানে ষাটি হাজার লোক সেই কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। শেফিল্ড ধারযুক্ত অস্ত্রাদি ব্যবসায়েতে বড় নগার হইয়াছে সেখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক আছে তাহার দোপ নগার এই২ পোর্ত্সমৌৎ ও প্লিমৌৎ ও ফালমৌৎ ও হল ইত্যাদি।

ইংগ্লণ্ডের নদী ও পর্ব্বত।

ইংগ্লণ্ডের নদী বড় নহে অধিকও নহে তাহার মধ্যে তিন প্রধান নদী এইং প্রথম টৈমস সে এক শত ক্রোশ বহিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় সেবের্ণ ইংগ্লণ্ডের পশ্চিমে এক শত বত্রিশ ক্রোশ চলিয়া বৃস্তলের নিকট সমুদ্রে প্রবেশ করে। তৃতীয় হম্বর সে নব্বই ক্রোশ বহে। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র অন্য কতক নদী আছে। ইংগ্লণ্ডের পর্ব্বত বড় উচ্চ নহে। স্কটলণ্ড দেশে অতিশয় উচ্চ পর্ব্বত বেন্নেবিস সে সমুদ্রহইতে তিন হাজার হাতের অধিক উচ্চ নহে। এবং বেল্সের অতিশয় উচ্চ পর্ব্বত এত উচ্চও নহে।

ইংগ্লণ্ডের চতুর্দ্দিক্‌স্থ উপদ্বীপ।

ইংগ্লণ্ডের চতুর্দ্দিকে উপদ্বীপ অনেক নাই কিন্তু সেইং উপদ্বীপে কৃষি বানিজ্যাদি সকল হয়। এবং ইংগ্লণ্ডে যত ভাল নিবন্ধ আছে সেখানেও সে আছে। তাহার প্রধান এইং বৈট উপদ্বীপ সতের ক্রোশ দীর্ঘ এগার ক্রোশ প্রস্থ। গর্নসি ও জর্সি ও আলডর্নি এবং সার্ক ইহারা বৈট উপদ্বীপহইতে বাঘট্টি ক্রোশ দূরে। ইহার মধ্যে গর্নসি বড় সে এগার ক্রোশ দীর্ঘ আট

ক্রোশ প্রস্থ এই সকল পূর্ব্বকালে ফ্রান্সীয়েরদের অধিকার ছিল। দেশের অন্তভাগের নিকটে সিলিনামে খ্যাত এক শত উপদ্বীপ আছে তাহার মধ্যে অনুমান হাজার লোক। বেল্লের নিকট বাইশ ক্রোশ দীর্ঘ ষোল ক্রোশ প্রস্থ আঙ্গলেসনামে এক উপদ্বীপে দ্রুইদ নামে পুরোহিতেরা পূর্ব্বে থাকিত সেখানে তাম্র জন্মে। মান উপদ্বীপ সাতাইশ ক্রোশ দীর্ঘ তের ক্রোশ প্রস্থ পূর্ব্বকালে সে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।

স্কটলণ্ডের উপদ্বীপ এই২। হেব্রিদস অর্থাৎ পশ্চিম উপদ্বীপ। অর্কনি উপদ্বীপ এবং শেৎলণ্ড উপদ্বীপ। ঐর্লণ্ডের উপদ্বীপের পরিমাণ অতিক্ষুদ্র তাহার মধ্যে প্রধান যে সে এগার ক্রোশ দীর্ঘ ও নয় ক্রোশ প্রস্থ।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত অন্য২ দেশ।

ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার পৃথিবীর চারি ভাগে আছে। সেই২ দেশের বিবরণ লিখিতে তাহার বিশেষ লিখা যাইবেক এখানে কেবল নামমাত্র লিখি। আমেরিকা দেশে কানাদা ও নব স্কোসিয়া ও নুতন লন্দ দেশ এবং লাব্রাদোর ইহার মধ্যে অনুমান পাঁচ লক্ষ লোক আছে। আমেরিকার নিকটস্থ প্রায় সকল

উপদ্বীপ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন। আফ্রিকা দেশে সিএরালিওনা ও সেনেগাল ইত্যাদি এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ও মরিসিয়স উপদ্বীপ। আসিয়ার মধ্যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকৃত রাজ্য কহা গিয়াছে এই স কল সুদ্ধ ইংগ্লণ্ডের রাজার অধীন দশ কোটি লো কের ন্যূন হইবেক না।

ফ্রান্স।

ফ্রান্স পূর্ব্বাবধি পৃথিবীর মধ্যে পরাক্রমে দ্বিতীয় রাজ্য ছিল কিন্তু এখন কিয়া তাহারদিগহইতে পরাক্রমী হইয়াছে কিন্তু পরাক্রমের স্থৈর্য্য নাই এইহেতুক ইংগ্লণ্ডের পর ফ্রান্সের বিবরণ কহি। ফ্রান্সের পশ্চিমে আটলান্টিক সাগর দক্ষিণে ভূমধ্যস্থ সমুদ্র ও সাবয় ও স্বিৎজেলাণ্ড ও জর্ম্মনি এবং উত্তরে হলণ্ড। আট লান্টিক সাগরের আঠার ক্রোশ প্রস্থ এক প্রদেশদ্বারা ফ্রান্স ইংগ্লণ্ডহইতে বিভক্ত। ফ্রান্সের সীমা উত্তরে বিয়াল্লিশ অক্ষাংশাবধি একান্ন অক্ষাংশপর্য্যন্ত পশ্চিমে চারি দ্রাঘিমাবধি সাত পূর্ব্ব দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত পাঁচ শত বাইশ ক্রোশ দীর্ঘ পাঁচ শত ক্রোশ প্রস্থ। লোক সংখ্যা দুই কোটি আশী লক্ষ এবং এক লক্ষ আটাশ

হাজার চতুরস্র ক্রোশ এবং চতুরস্র ক্রোশে এক শত আশী লোক আছে।

ফ্রান্সীয়েরদের বৃহস্পারাধিনা।

ফ্রান্সীয়েরদের মত রোমেনকাতোলিক তাহার মধ্যে কুড়িটা প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ আছে এক শত ত্রিশটা ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং দেড় লক্ষ উপদেশক। সেইখানে প্রুটেষ্টান্তের মত অনেক বৎসরাবধি চলিতেছে কিন্তু রোমেনকাতোলিকেরদের উপদেশকেরা সেই অবধি তাহারদিগের এমত উপদ্রব করিয়াছে যে তাহারা এ সময়ে দেশের লোক সংখ্যায়ে প্রুটেষ্টান্ত মতাবলম্বী পনর অংশের এক অংশের অধিক নাই। যেমত ইংগ্লণ্ড দেশের উপদেশকেরা পৃথিবীর উৎপন্ন বস্তুর দশমাংশদ্বারা কাল ক্ষেপন করে সেইমত ত্রিশ বৎসরের পুর্ব্বে ফ্রান্সে ছিল কিন্তু তাহারদের উপপ্লবেতে বাজে জমী সকল এক বারে বিক্রয় হইল সে বাজে জমী সে দেশের তৃতীয়াংশ ছিল এবং তাহারা যে পৃথিবীর উৎপন্ন বস্তুর দশমাংশ পাইত তাহা একেবারে লুপ্ত হইল তদবধি তাহারা তাহা আর কখনও পায় নাই।

ফ্রান্সীয়েরদের রাজ্যশাসন।

পূর্ব্বকালাবধি ফ্রান্সের রাজার একাধিপত্য ছিল এবং তাহার ও তাহার চাকরের আজ্ঞাতে লোক কারাগারে বদ্ধ হইত এবং দণ্ডভোগ করিত তাহারদের কখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মত দেশের সভা ছিল না। কিন্তু প্রজা লোকের সম্মতিব্যতিরেকে রাজকর লইত ইহার ফল এই ফ্রান্সীয় লোক ইংগ্লণ্ডীয় লোকহইতে দ্বিগুণ হইয়াও অন্যকে সহায় না করিয়া কখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত যুদ্ধে জয় করিতে পারে নাই।

ফ্রান্স দেশের উপপ্লব।

ত্রিশ বৎসর হইল প্রজা লোকেরা রাজার ও কুলীনেরদের ও ধর্ম্মাধ্যক্ষেরদের অন্যায় আর সহিতে না পারিয়া রাজাকে বধ করিল। পরে কিছু কাল সকল বিষয় অস্থির হইলে বোনাপার্ত্ত নামে এক মহাসেনাপতি আপনি রাজা হইয়া সিংহাসনে বসিল ও চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত ইওরোপের রাজারদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রায় তাহারদিগকে নিঃশেষ করিল। তৎপরে অন্য২ রাজারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের সহিত মিলিয়া বোনাপার্ত্তকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া কারাগারের ন্যায় সমুদ্রের

এক দ্বীপে রাখিল। এবং যে রাজা পূর্ব্বে মারা গেল তাহার ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইল কিন্তু অনেক লোক তাহার রাজত্বে অসম্মত আছে।

ফ্রান্সীয়েরদের সৈন্য।

বোনাপার্ত্তের সৈন্য প্রায় দশ লক্ষ ছিল। কিন্তু তিনি সিংহাসনহইতে উত্তীর্ণ হইলে অনেক ন্যূন হই য়াও অনুমান আড়াই লক্ষ সৈন্য এখন আছে।

ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ।

এক শত বিশ বৎসর হইল ফ্রান্সীয়েরদের জাহাজ ইংগ্লণ্ডীয় জাহাজের সমান ছিল কিন্তু সে সময়ে এক যুদ্ধেতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। তাহারদিগের জাহাজ এখনে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের জাহা জের চতুর্থাংশও নহে। তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের জাহাজহইতে অধিক জাহাজবিশিষ্ট না হইয়া প্রায় এখন যুদ্ধ করে না।

ফ্রান্সীয় ভাষা।

ফ্রান্সীয় ভাষা প্রায় লাতিনমূলক। যেহেতুক ফ্রান্স পূর্ব্বে রোমানের অধীন ছিল এবং তদ্দেশে রো মানের ভাষা চলিত ছিল তাহারদের ভাষা অতিসুন্দর

এবং সকল ইওরোপের মধ্যে চলিত এবং তাহার মধ্যে কাব্য ও ন্যায় ও জ্যোতিষপ্রভৃতি অনেক২ সুন্দর গ্রন্থ আছে।

ফ্রান্সীয়েরদের বিদ্যাভ্যাস।

ফ্রান্সে ভাগ্যবান লোকের কারণ অনেক বিদ্যালয় আছে কিন্তু দুঃখি লোক বিদ্যাভ্যাস করে এমত স্থান নাই এইহেতুক নীচ লোক প্রায় অক্ষর পড়িতে পারে না অতএব লোকেরদের মধ্যে অধিক ভাগ মুর্খ এবং অন্ধের ন্যায় পুরোহিতেরদের বাক্য দৃঢ় জ্ঞান করে। ইংগ্লণ্ডে যেমন দুঃখি লোক বিনা মুল্যে বিদ্যা পায় সেমত ফ্রান্সে কিছুমাত্র নাই।

ফ্রান্সীয়েরদের ব্যবহারপদ বিচারাদি।

ফ্রান্স দেশে সভ্যের দ্বারা বিচার হয় না কিন্তু মোকদ্দমা দুই তিন প্রাড্বিবাকের দ্বারা নিশ্চয় করা যায় তাহারদের বিচারের আজ্ঞাপত্র স্থির। ফ্রান্সের ওপপ্লবের পূর্ব্বে রাজা কিম্বা মন্ত্রির আজ্ঞামাত্রেতে লোকেরা কারাগারে রাখা যাইত। এবং সে স্থানেতে বদ্ধ জনেরদের আত্মীয় কেহ যাইতে পারিত না এবং কোন লোক যদি অন্য কাহাকেও

দ্বেষ করিত তবে রাজার চাকরকে ঘুস দিয়া আজ্ঞা পত্র আনিয়া আপন শত্রুকে যাবজ্জীবন কারাগারে বন্ধ করিত। এবং পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রকে এবং ভ্রাতা ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে এই রূপ করিত কিন্তু গত ত্রিশ বৎসরাবধি সে ব্যবহার নাই।

ফ্রান্সের প্রধান নগর।

ফ্রান্সের প্রধান নগর পারিস তাহার মধ্যে অনুমান ছয় লক্ষ লোক। লিওঁনামে নগরে অনুমান এক লক্ষ লোক। সে স্থানে রেসম ও জরি ও কাপড়ের শিল্প কর্ম্ম আছে। মার্সেল ভূমধ্যস্থ সাগরের এক ঘোপ নগর সেখানে অনুমান আশী হাজার লোক আছে বোর্দো নামে অন্য এক ঘোপ নগর বানিজ্যের বড় স্থান সেখানে অতিসুন্দর মদ্য জন্মে। আম্যেন নগরে অনুমান চল্লিশ হাজার লোক আছে সেই স্থানে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হওয়াতে সে স্থান অতিখ্যাত। ওত্তরে ব্রেষ্ট প্রধান এক ঘোপ নগর।

ফ্রান্সের বানিজ্যাদি।

এক শত বৎসর হইল ফ্রান্সে বনাত ও কাপড় ও রেসম

ও সূতার কাপড় প্রভৃতির বাণিজ্যেতে ইংগ্লণ্ডহইতে অতিবড় কারখানা ছিল এখন তাহার প্রধান উৎপন্ন বস্তু মদিরা সেই ভূমিতেই মদিরাজনক দ্রাক্ষা লতাবাহুল্য আছে ইওরোপের সকল স্থানহইতে সে স্থানে উত্তম মদিরা জন্মে।

ফ্রান্সের নদী।

ফ্রান্সের প্রধান চারি নদী আছে। লোআর ও রোন ও গারোন ও সেন। সেন্ দুই শত বিশ ক্রোশ বহিয়া হাব্রদে গ্রাস্সের নিকটে সাগরে প্রবেশ করে। লোআর পশ্চিমে চারি শত চল্লিশ ক্রোশ বহিয়া সাগরে প্রবেশ করে। রোন দক্ষিণে চারি শত চল্লিশ ক্রোশ চলিয়া ভূমধ্যস্থ সমুদ্রে প্রবেশ করে। গারোন নদী পিরেনিস পর্ব্বতে আরম্ভ করিয়া উত্তর পশ্চিমে দুই শত বিশ ক্রোশ বহে।

ফ্রান্সীয় পর্ব্বত

ফ্রান্স দেশের পর্ব্বত এই২ প্রথম সেবেনিস সে রোন নদীর পশ্চিমে। দ্বিতীয় পিরেনিস সে ফ্রান্সকে স্পানিয়াহইতে পৃথক্ করে তাহার মধ্যে যে অত্যুচ্চ সে সমুদ্রহইতে সাত হাজার তিন শত হাত উচ্চ। আল্প নামে পর্ব্বত ফ্রান্সকে ইতালিহইতে পৃথক্ করে।

ফ্রান্সের ধাতুর আকর।

পূর্ব্বকালে কহা গেল যে ফ্রান্সে সোনার আকর ছিল এখন নিশ্চয় হইল যে সেখানে দুই তিনটা রূপার আকর আছে এবং কতক তাঁবার ও সীসার আকর আছে কিন্তু ইংগ্লণ্ডের তুল্য নহে। ফ্রান্সের অনেক২ প্রদেশে লোহার আকর আছে।

ফ্রান্সের চতুর্দ্দিকস্থ উপদ্বীপ।

এ সকল উপদ্বীপ ক্ষুদ্র ও অল্পপ্রয়োজনক তাহার প্রধান কর্সিকা সে বোনাপার্তের জন্মস্থান। দ্বিতীয় ওলেরোন সে দ্বাদশ ক্রোশ দীর্ঘ এক ক্রোশ প্রস্থ। তৃতীয় বেলীল সে আট ক্রোশ দীর্ঘ দুই ক্রোশ প্রস্থ ইত্যাদি।

ফ্রান্সীয়েরদের অধিকৃত অন্য২ রাজ্য।

পূর্ব্বে আমেরিকা দেশে ফ্রান্সীয়েরদের অনেক রাজ্য ছিল প্রায় ষাটি বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা যুদ্ধে সকল আক্রমণ করিল। আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপে ফ্রান্সীয়েরদের কতক উপদ্বীপ আছে তাহার প্রধান সানদোমিঙ্গো ফ্রান্সীয়েরদের অধিকারহইতে গিয়া তাহারদের গোলামেরদের অধীন হইয়াছে। আফ্রি

কার মধ্যে বোর্বন নামে উপদ্বীপ আছে কিন্তু মরিসি য়স উপদ্বীপ তাহারদিগেরহইতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে আসিয়াছে। আসিয়ার মধ্যে মন্দরাজের নিকট পুদচেরি এবং চুচুড়ার নিকট চন্দননগর ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদিগকে পুনর্ব্বার দিয়াছে এতদ্ব্যতিরিক্ত ভারতবর্ষে তাহারদিগের আর অধিকার নাই।

রুষিয়া।

আসিয়ার মধ্যে রুষিয়ার অধিকারে যেং দেশ আছে তাহার বিবরণ পূর্ব্বে কহা গিয়াছে এখন রুষিয়ারদের অধিকৃত যেং দেশ ইওরোপের মধ্যে আছে তাহার বিষয় কহি। যেহেতুক বস্তুতো রুষিয়া ফ্রান্সীয়হইতে পরাক্রমী নহে সেইহেতুক রুষিয়া তৃতীয় দেশ। ইওরোপের মধ্যে রুষিয়ার দেশ সত্তরি উত্তর অক্ষাংশাবধি ওরালিয়া পর্ব্বতহইতে উত্তর বিয়াল্লিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত। এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা তেইশ অংশাবধি ঘাটি দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত অর্থাৎ চৌদ্দ শত ক্রোশ দীর্ঘ আট শত আশী ক্রোশ প্রস্থ। রুষিয়া দেশ প্রায় দুই শত বৎসর হইল ইওরোপে সুন্দররূপে জানা ছিল না কিন্তু এক শত বৎসর হইল পিতর নামে তাহারদের এক বড় রাজা আপন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া কতক কাল

ইংগ্লণ্ডে ও হলণ্ডে বাস করিয়া তথাকার বিদ্যা ও শিল্প কর্ম্ম শিখিয়া আপন দেশে পুনর্ব্বার আইল ও আপনার প্রজারদিগকে শিখাইল রুষিয়ার পরাক্রম তন্মূলক।

রুষিয়ার ঈশ্বরারাধনা।

রুষীয়েরা খ্রীষ্টিয়ানের মতে চলে কিন্তু রোমীয় মত অর্থাৎ পাপিষ্ঠের মত গ্রহন না করিয়া গ্রীক খ্রীষ্টিয়ানেরদের মতে চলে অতএব গ্রীক সম্প্রদায় মতে তাহারদিগের ধর্ম্ম পুস্তক প্রকাশ নিমিত্ত অনেক নিবন্ধ আছে।

রুষিয়ার লোক সংখ্যা।

রুষিয়াতে লোকসংখ্যা তিন কোটি ষাটি লক্ষ। তাহার অনেক প্রদেশ অতিশয় হিমযুক্ত তাহার উত্তর ভাগে আশ্বিন অবধি ফাল্গুনপর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয়বোধ হয় না জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে অস্ত হয় না এবং দশ মাসপর্য্যন্ত বরফ পড়ে।

রুষিয়ার রাজ্যশাসন।

রুষীয়েরদের রাজার রাজ্যে ঐকাধিপত্য। রাজা ও মন্ত্রির আজ্ঞাতে সকল কর্ম্ম হয় লোককে কারাগারে

রাখিতে পারে এবং সকল ধনাদি লইতে পারে ইহা তে তাহারদের কেহ কিছু করিতে পারে না। ইংলণ্ডের যেমত সভাদ্বারা মোকদ্দমা সেখানে তাহারদের কিছুই নাই সেখানকার ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষার মত নহে তাহারদের চরিত্র ... । সে দেশে ইতর লোকের বিদ্যাভ্যাস অল্প পূর্ব্বে সে দেশে অপরাধি লোকেরদের নানা কপ কদর্য্য দণ্ড করা যাইত কিন্তু এখন তদ্দেশীয়েরদের সভ্যতা হওয়াতে সে রূপ দণ্ড করে না এবং সে দেশে এই এক ব্যবহার আছে যে রাজা যাহার প্রতি রুষ্ট হন তাহাকে সিবিরিয়া নামে অতিশীতপ্রধানক দেশে পাঠান সে লোক সে স্থানে অতিশীতপ্রযুক্ত অনেক কষ্ট পায়।

রুষিয়ার প্রধান নগর।

রুষিয়ার রাজধানী পিতর্সবর্গ এক শত বৎসর হইল পিতর রাজাতে স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে অনুমান দুই লক্ষ লোক। মস্কো এই দেশের প্রাচীন রাজধানী বোনাপার্তকর্তৃক আটার শত বার সালে পোড়ান গেল তাহার আগে পিতর্সবর্গের তুল্য লোক ছিল। বল্গা নদীর নিকট আস্ত্রাখান নগরে সত্তরি হাজার লোক আছে।

রুষীয়েরদের বানিজ্য।

রুষীয়েরদের বানিজ্যের সুন্দর বৃদ্ধি হইতেছে চীন প র্য্যন্ত বানিজ্য চলে এবং বৎসরের মধ্যে অনেক দ্রব্য রুষীয়েরা চীনহইতে আনে। তাহারদের বানিজ্যের বস্তু এই২ চরবী ও লোম ও শন ও তুলা ও সাবান।

রুষিয়ার প্রধান নদী।

রুষিয়ার প্রধান নদী এই২ বল্গা প্রায় সে অনুমান চৌদ্দ শত ক্রোশ বহিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় দন সাত শত ক্রোশ বহিয়া আসোফ সমুদ্রে প্রবেশ করে। তৃতীয় নীপর আট শত আশী ক্রোশ বহিয়া ইওক্সীন নগরে প্রবেশ করে। চতুর্থ নীস্তর রুষিয়াকে তুরুক দেশহইতে পৃথক করে সে পাঁচ শত ত্রিশ ক্রোশ বহিয়া ইওক্সীনের সমুদ্রে পড়ে। পঞ্চম দ্বীনা চারি শত চল্লিশ ক্রোশ বহিয়া আর্কেঞ্জেলের মহাখালে পড়ে। এই২ নদীব্যতিরিক্ত অন্য২ ক্ষুদ্র নদীও আছে লিখিবার আবশ্যক নাই।

রুষিয়ার পর্ব্বত।

রুষিয়ার পর্ব্বত অনেক নহে এবং উচ্চ নহে বালতি পর্ব্বত সমুদ্রহইতে আট শত হাতের অধিক উচ্চ নহে।

ওরাল্কীলা পর্ব্বত ...

উচ্চ পর্ব্বত দুই হাজার সাত শত হাত সমুদ্র হইতে উচ্চ নহে।

রুষিয়ার সৈন্য ও জাহাজ।

রুষীয়েরা অনেক সৈন্য একত্র করিতে পারে অল্প কাল গতে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ তাঁহারদের ছয় লক্ষ সৈন্য ছিল। তাহারদিগের জাহাজ সংখ্যাতে অত্যল্প নহে। কিন্তু ইংগ্লণ্ডের চতুর্থাংশও নহে। অনুমান তাহার রাজকর প্রতিবৎসর প্রায় আট কোটি টাকা।

রুষিয়ার উপদ্বীপ।

রুষিয়ার উপদ্বীপ অল্প ফিনলণ্ডের মহাখালের মধ্য স্থিত একটা উপদ্বীপে ক্রনস্তাৎ নামে এক সুন্দর ঘোপ নগর আছে। বাল্তিক সাগরে ওসেল ও দাগো এই দুই উপদ্বীপ আছে। নব জেম্লা উপদ্বীপ এবং তাহার চতুর্দিকস্থ দ্বীপ উপদ্বীপে লোক নাই। স্পিৎজ্ বর্গেন নামে দ্বীপ দুই শত ষাটি ক্রোশ দীর্ঘ উত্তর আশী অংশ পর্য্যন্ত ব্যাপে কিন্তু শীতপ্রযুক্ত লোক বাস করিতে পারে না। সেখানে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে সূর্য্যের অস্তবোধ হয় এবং ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত আর দেখা যায় না। এবং সূর্য্য জ্যৈষ্ঠ মাস

অবধি তাদুপর্য্যন্ত সর্ব্বদা ওদিত থাকে অন্তর্গত হয় না সেখানে কেবল এক জাতীয় বৃক্ষ জন্মে সে কখনও ছয় অঙ্গুলির অধিক বাড়ে না।

আস্ত্রিয়া।

আস্ত্রিয়া ইওরোপের মধ্যে পরাক্রমে চতুর্থ তাহার পূর্ব্ব সীমাতে তুরুক ও রুষিয়া ওত্তরে রুষিয়া এবং সাক্সনি ও বাবারিয়া পশ্চিমে স্বিৎজেলণ্ড এবং ইতালি দক্ষিণে ভুমধ্যস্থ সমুদ্র। সে দেশ দীর্ঘ ছয় শত ষাটি ক্রোশ প্রস্থ চারি শত পঞ্চাশ ক্রোশ অনুমান সেখানে দুই কোটি তিন লক্ষ লোক।

আস্ত্রিয়ার নানা রাজ্য।

প্রথম আস্ত্রিয়া এক দেশ তৎপ্রযুক্তে রাজার অধিকারে যত দেশ আছে সেও আস্ত্রিয়া নামে খ্যাত। দ্বিতীয় হঙ্গরী সে পূর্ব্ব কালে স্বতন্ত্র নামেখ্যাত। তৃতীয় বোহেমিয়া। চতুর্থ ত্রানসিল্বেনিয়া। পঞ্চম দালামিয়া। ষষ্ঠ বেনিস পূর্ব্বকালে সে নগর অত্যৈশ্বর্য্যশালী ছিল সেখানে পূর্ব্বে ভারত দেশের বানিজ্যের সকল দ্রব্য যাইত ও সেখানহইতে ইওরোপের মধ্যে সর্ব্বত্র ব্যাপিত

এবং সেখানে বানিজ্যমূলক ঐশ্বর্য্যের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু তিন শত বৎসরাবধি সে ক্রমেং ন্যূন হইয়াছে যেহেতুক তিন শত বৎসর হইল উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া জাহাজ চলিতে লাগিল তাহাতে ঐ বেনিস্ নগর জাহাজের গমনাগমন রহিত হইল তৎপ্রযুক্ত তাহার হ্রাস হইল।

আস্ত্রিয়ার রাজবংশের বিষয়ে।

ছয় শত বৎসর হইল এই বংশের পূর্ব্ব পুরুষ ওতো সে হাপ্স্বর্গ দেশের জমীদার ছিল তাহার সন্তান রোদল্ফে তিনি জর্মনির ওপরে সকলের মানোনীত রাজা হইলেন। আস্ত্রিয়ার আর যেং দেশ সেই বংশোরদের অধিকারে আছে সে সকল দেশ ক্রমে বিবাহের যৌতুকদ্বারা সেই বংশ পাইয়াছে। আস্ত্রিয়ার রাজা পূর্ব্ব কালে জর্মনির বাদশাহ্ কহা যাইত কিন্তু দশ বৎসর হইল বোনাপার্ত তাহার জয় করিয়া জর্মনির কতক প্রদেশ আপন স্বাধীন করিয়া তদবধি আস্ত্রিয়ামাত্রের রাজত্বরূপে তাহাকে খ্যাত করিল।

আস্ত্রিয়ার ঈশ্বরারাধনা।

আস্ত্রিয়ার প্রজা প্রায় সকলে রোমানকাথোলিক ধর্ম্ম

কালে বোহেমিয়ার মধ্যে অনেক প্রটেষ্টন্ত ছিল কিন্তু তাহারা রোমানকাতোলিকেরদের দ্বারা বিদ্ধস্ত হইয়া লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আস্ত্রিয়ার রাজার ঐকাধিপত্য সেখানে সভ্যদ্বারা মোকদ্দমার প্রসঙ্গও নাই এবং লোকের শরীর ও ধনসম্পত্তি রাজমন্ত্রির অধীন যদি লইতে চাহে তবে লইতে পারে।

আস্ত্রিয়ার সৈন্য।

আস্ত্রিয়ার রাজা অনেক সৈন্য একত্র করিতে পারে কোনং সময়ে তিন লক্ষ সৈন্য একত্র করিয়াছে। কিন্তু তাহারদিগের যুদ্ধোপযোগী জাহাজ একটাও নাই। তাহারদিগের রাজকর অনুমান আট কোটি টাকা। ইংগ্লণ্ডে যেমত ইতর লোকের বিদ্যাভ্যাসের উপায় আছে তেমন সেখানে নাই।

আস্ত্রিয়ার প্রধান নগর।

আস্ত্রিয়ার রাজধানী নগর বিএন্না অনুমান তাহাতে আড়াই লক্ষ লোক। এবং ইতালি দেশে মিলান সেখানে অনুমান এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোক। প্রাগ নামে বোহেমিয়ার প্রধান নগরের মধ্যে আশী

হাজার লোক। প্রেস্বর্গনামক হঙ্গরির প্রধান নগরে ত্রিশ হাজার লোক।

আস্ত্রিয়ার নদী ও পর্ব্বত।

দানুব নদী প্রধান সে এগার শত পঞ্চাশ ক্রোশ চলিয়া ইওক্সীন সাগরে প্রবেশ করে। ইঠ নদী পাঁচ শত ক্রোশ বহিয়া দানুবের সঙ্গে মিলে। ইন নদী স্থিৎজর্লণ্ডের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া দুই শত বিশ ক্রোশ চলিয়া দানুবের মধ্যে প্রবেশ করে। এল্ব নদী বোহেমিয়াতে উৎপন্ন হইয়া সাগরে প্রবেশ করে এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যং ক্ষুদ্র নদীও আছে আস্ত্রিয়ার মধ্যে প্রধান পর্ব্বত এইং আল্প তাহার বৃত্তান্ত কহা গিয়াছে। দ্বিতীয় জুলিয়া পর্ব্বত তাহারা ইতালিকে কার্পাতিয়াহইতে পৃথক করে। কার্পাতিয়া পর্ব্বতশ্রেণী হঙ্গরির উত্তরে ও পূর্ব্বে আছে। সে শ্রেণী চারি শত পঞ্চাশ ক্রোশ দীর্ঘ তাহাতে যে প্রধান উচ্চ সে সমুদ্রহইতে পাঁচ হাজার সাত শত হাত উচ্চ। সেখানে রূপা ও রাঙ্গ ও সীসা প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যায়।

প্রুষিয়া।

পরাক্রমে ইওরোপের মধ্যে প্রুষিয়া পঞ্চম সে এক শত

বৎসর হইল বর্দ্ধিষ্ণু হইয়াছে পূর্ব্বে অতিক্ষুদ্র ছিল। তাহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে আস্ত্রিয়া ও রুষিয়া। পশ্চিমে জর্মনির মণ্ডল ওত্তরে বাল্তিক সাগর। ওত্তরে পঞ্চাশ অক্ষাংশাবধি বায়ান্ন অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রা ঘিমা সাত অংশ অবধি একত্রিশ অংশপর্য্যন্ত। দীর্ঘ পাঁচ শত বিশ ক্রোশ প্রস্থ আড়াই শত ক্রোশ। সা ক্সোনি সমেত লোক সংখ্যা এক কোটি।

প্রুষিয়ার নানা দেশে ভাগ।

প্রথম ব্রান্দেন্বর্গ দ্বিতীয় প্রকৃত প্রুষিয়া তৃতীয় সিলে সিয়া। চতুর্থ পোলণ্ডের এক প্রদেশ। পঞ্চম সাক্সোনির এক প্রদেশ।

প্রুষিয়ার ঈশ্বরারাধনা।

প্রুষিয়ার স্থাপিত মত প্রটেষ্টন্ত কিন্তু রোমানকাতো লিক ও আছে। এই দুই মতের পরস্পর দ্বেষ নাই। রাজা একাধিপতি কিন্তু শাসন অনুগ্রহযুক্ত। তাহার দিগের সভাদ্বারা মোকদ্দমা নাই সকল মোকদ্দমা বিচারকর্ত্তার দ্বারা হয়। কিন্তু সেখানে অযাথার্থ্য অল্প।

প্রুষিয়ার প্রধান নগর।

প্রুষিয়ার রাজধানী বের্লিন অনুমান যেখানে দেড় লক্ষ লোক কনিংস্বর্গ অন্য এক নগর যেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক। সিলেসিয়ার প্রধান নগর ব্রেস্লা তাহাতেও পঞ্চাশ হাজার লোক দান্তজিগ নগরে চত্রিশ হাজার লোক সে বাণিজ্যের বড় এক নগর। প্রুষিয়াতে শিল্পকর্ম্ম বিস্তর নাই। আদর্শ ও লোহ ও পিতল ও কাগজের শিল্পকর্ম্ম কিছু আছে। তাহারা কাষ্ঠ ও শস্য অন্য২ দেশে পাঠাইয়া দেয়।

প্রুষিয়ার সৈন্য ও জাহাজ ও রাজকর।

প্রুষিয়ার সৈন্য পূর্ব্বকালে অতিশয় ছিল অর্থাৎ দুই লক্ষ এখন অনেক ন্যূন হইয়াছে তাহারদিগের জাহাজ নাই রাজকর বৎসর২ চারি কোটি টাকা।

প্রুষিয়ার নদী ও পর্ব্বত।

প্রধান নদী এল্ব তাহার বিষয় পূর্ব্বে কহা গিয়াছে। দ্বিতীয় ওদের সে তিন শত ক্রোশ বহিয়া বাল্টিক সাগরে প্রবেশ করে। তৃতীয় বিস্তুলা কার্পাতিয়া পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া চারি শত ক্রোশ বহিয়া দান্তজিগের নিকটে সমুদ্রে প্রবেশ করে। সিলেসিয়াতে কতক

গুলি পর্ব্বত আছে সে অতিক্ষুদ্র। পুষিয়াতে সত্তরি হাত মৃত্তিকা খনন করিলে অনেক২ আম্বর পাওয়া যায়।

স্পানিয়া।

পরাক্রমে স্পানিয়া ষষ্ঠ সে উত্তরে ছত্রিশ অক্ষাংশ অবধি চৌয়াল্লিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত। [illegible] পশ্চিমে দ্রাঘিমা নয় অংশাবধি পূর্ব্ব তিন অংশপর্য্যন্ত। তাহার দক্ষিণে ও পূর্ব্বে ভূমধ্যস্থ সমুদ্র পশ্চিমে পোর্তুগাল ও উত্তরে আৎলান্তিক সাগরের এক প্রদেশ যেখানে তাহার অধিক দীর্ঘতা সেখানে পাঁচ শত আটাইশ ক্রোশ যেখানে অধিক প্রস্থতা সেখানে চারি শত চল্লিশ ক্রোশ। তাহার লোকসংখ্যা এক কোটি।

স্পানিয়ার ব্যবস্থা ও আরাধনা ও রাজশাসন।

স্পানিয়ার পূজা রোমানকাতোলিক তাহারদিগের আট প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও চতল্লিশ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও দেড় লক্ষ উপদেশক। সে রাজ্য একাধিপতি সেখানে ব্রহ্ম সেবাবিষয়ক মোকদ্দমার একটা অদালত আছে সে খানকার লোককে সেই অদালতে আনিলে অভিযোক্তের সহিত অভিযুক্তের সাক্ষাৎ হয় না এবং

তাহার নামও শুনিতে পায় না কিন্তু নানারূপ যন্ত্রণা দিয়া শেষে দগ্ধ করে ইহাতে লোক ভীতিযুক্ত অস্থির। সেখানকার ইতর লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসের ওপায় নাই।

স্পানিয়ার সৈন্য ও জাহাজ ও রাজকর।

স্পানিয়ার অধিকারে দক্ষিণে আমেরিকা আছে সেখানে সোনা ও রূপার আকর ইহাতে অনুমান হইত যে স্পানিয়া দেশ অতিশয় ধনবান কিন্তু রাজশাসনের অত্যন্যায়যুক্ত সে সকল দেশহইতে দরিদ্র। তাহার এত সৈন্য ছিল যে পূর্ব্বকালে ইওরোপীয় সকল দেশের ভয় জন্মাইত এখন কেবল নামমাত্র। তাহারদিগের জাহাজ ইংগ্লণ্ডের জাহাজের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগও নহে কিন্তু সোনা রূপার রাজা হইয়াও রাজকর পাঁচ কোটি টাকার অধিক নহে। ইংগ্লণ্ডের রাজকর তাহাহইতে দশগুন অধিক।

স্পানিয়ার ভাষা ও পুস্তক।

স্পানিয়ার ভাষা প্রায় সকল লাটীনমূলক পূর্ব্বকালে তাহারদের বিদ্যাতে অনেক প্রশংসা ছিল। এখন বুদ্ধ সেরার সেই অদালত ন্যয়েতে বিদ্যাহানি হই

য়াছে। তথাপি বিশ বিদ্যালয় আছে কিন্তু তাহারা সকলে পুরোহিতেরদের অধীন। ইওরোপে বৎসরং যত গ্রন্থ প্রস্তুত হয় সেই অদালতের লোকেরা সেইং গ্রন্থের বিষয়ে এক প্রকার এই নিয়ম ছাপায় যে এই সকল গ্রন্থের মধ্যে এইং গ্রন্থ কেহই পড়িবেক না।

স্পানিয়ার প্রধান নগর।

স্পানিয়ার রাজধানী মাদ্রিদ তাহাতে দেড় লক্ষ লোক। কাদিজ্ এক প্রধান ঘোপ নগর তাহাতে সত্তরি হাজার লোক। মালাগা এক ঘোপ নগর সে খানে অত্যুত্তম মদিরা জন্মে সেখানে অনুমান চল্লিশ হাজার লোক। বার্শিলোনা অন্য এক ঘোপ নগর সেখানে উত্তম রেশমী বস্ত্র জন্মে অনুমান সে খানে এক লক্ষ লোক। তোলেদোতে এক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের বসতি সে ধর্ম্মাধ্যক্ষের বার্ষিক বেতন সাত লক্ষ টাকা সেখানে অনুমান পচিশ লক্ষ লোক। সেবিলেতে উত্তম নারাঙ্গি জন্মে অনুমান সেখানে আশী হাজার লোক। স্পানিয়ার দক্ষিন সীমাতে জিব্রাল্টার ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের মোহনায় একটা বড়

দুর্গ সে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে এক শত বৎসর আছে।

স্পানিয়ার নদী ও পর্ব্বত।

স্পানিয়ার প্রধান নদী এব্রো সে তিন শত আশী ক্রোশ বহিয়া ভূমধ্যস্থ সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করে গোদালক্কিবির নদী আড়াই শত ক্রোশ বহিয়া কাদিজের মহাখালে মিলে। গোদিয়ানা সমান দীর্ঘ বহে। তাগাস স্পানিয়া ও পোর্তুগাল দেশ দিয়া চারি শত পঞ্চাশ ক্রোশ বহিয়া সাগরে পড়ে। তাহার দিগের পর্ব্বত বড় উচ্চ নহে।

স্পানিয়ার উপদ্বীপ।

স্পানিয়ার উপদ্বীপ এই২ মাজর্কা ও মিনর্কা ও ইবিকা ইহারা ভূমধ্যস্থ সমুদ্রে।

স্পানিয়ার পূর্ব্বকালের বৃত্তান্ত।

সন সাত শত সালে মুসলমানেরা স্পানিয়া দেশাধিকার করিল এবং তাহারা সাত শত বৎসরের অধিক কাল রাজ্য ভোগ করিল। চৌদ্দ শত বিরানব্বই সালে স্পানিয়ার রাজা মুসলমানেরদের দেশের প্রভুত্ব দূর করিল।

ইওরোপের মধ্যে তুরক দেশ।

তুরক অধিকৃত অনেক প্রাচীন দেশ ও মণ্ডল আছে। তুরকেরা যেং দেশ জয় করিয়া লইয়াছে ইওরোপীয় সেইং দেশ দীর্ঘ সাত শত ক্রোশ প্রস্থ ছয় শত ক্রোশ। ওত্তরে নীস্তর নদী পূর্ব্ব ইওক্সীন সমুদ্র দক্ষিণে আর্চি ক সমুদ্র পশ্চিমে আস্ত্রিয়া দেশ। তাহার মধ্যে এইং দেশ প্রথম মল্দাবিয়া দ্বিতীয় বেসারাবিয়া তৃতীয় বালা খিয়া চতুর্থ রোমালিয়া তাহার মধ্যে গ্রীক দেশ পা ওয়া যায়। পঞ্চম রোমানিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বকালের গ্রীক দেশের এক ভাগ। ষষ্ঠ বালগারিয়া সপ্তম সের্বিয়া অষ্টম বস্নিয়া নবম ক্রোয়াতিয়া এই সকল দেশ তিন শত পঞ্চাশ বৎসর হইল তুরকেরা জয় করিয়াছে।

তুরকেরদের আরাধনা।

তুরক দেশে মহম্মুদী মত স্থাপিত আছে কিন্তু প্রজা লোকের অর্দ্ধেক খ্রীষ্টীয়ান গ্রীক মণ্ডলীর অনুসারে চলে কন্স্তান্তীনোপলের মুফ্তি মুসলমানের মতে প্রবীন। তাহার মধ্যে অনেক দরবেশ ফকীর আছে। সেখানকার রাজার নাম সুলতান পদবীতে খ্যাত তাহার রাজ্যে নৈরাজিতা এবং প্রজা লোকের দরি

যে ধন আছে তাহা ইচ্ছা করিলে লইতে পারে কিন্তু আপনি জানিজারি অর্থাৎ আপনরক্ষক সৈন্যের ভয় রাখেন। যেহেতুক সেই সৈন্য অনেক বার সুলতানের অধিকার লংঘন করিয়া অন্য এক লোককে সিংহাসনে বসাইয়াছে তাহারদিগের ব্যবস্থা কোরানমূলক এবং কাজিরা ব্যবস্থার অর্থ দেয় সেখানে বিদ্যা শিক্ষা প্রায় নাই। তাহারদের দেশ বড় হইয়া ও অধিক সৈন্য লইয়াও চতুর্দ্দিকস্থ সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে না তাহারদিগের জাহাজ অনুমান ত্রিশটা আছে। রাজকর সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা।

তুরুকের প্রধান নগর।

তুরুকের রাজধানী কনস্তান্তিনোপলে অনুমান চারি লক্ষ লোক। তাহার পর আদ্রিয়ানোপলে দেড় লক্ষ লোক। তাহার উত্তর পশ্চিমে সোফিয়া নামে বড় নগর সে বাণিজ্যের স্থান তাহাতে সত্তরি হাজার লোক। বেলগ্রাদ পূর্ব্বকালে বড় নগর ছিল এখন সেখানে পচিশ হাজার লোকের অধিক নাই। সালোনীকির মধ্যে ষাটি হাজার লোক আছে। তুরুকেরদের শিল্প কর্ম্ম ও বানিজ্য অন্য জাতি করে।

তুরুক্ক দেশের নদী ও পর্ব্বত।

তুরুক্ক দেশে দানুব নদীর উৎপত্তি স্থান কহা গিয়াছে এতদ্ব্যতিরিক্ত মারিস ও এন্কর ও মোবাদা এই তিন প্রধান নদী। হেমুস পর্ব্বত দানুব নদীর দক্ষিণে সে গ্রীক লোকেরদের মধ্যে খ্যাত ছিল। এবং ওলিম্পস ও অসা ও আতস্ এইং পর্ব্বত বিষয়ক গ্রীক কাব্যে বিস্তারিত উপাখ্যান আছে।

তুরুক্কেরদের উপদ্বীপ।

প্রথমতঃ গ্রীক দেশের নানা উপদ্বীপ দ্বিতীয়তঃ কান্দিয়া সে পূর্ব্বকালে ক্রীত নামে প্রসিদ্ধ ছিল তন্মধ্যবর্ত্তী এক শত নগর তাহাতে তাহার প্রশংসা ছিল। তৃতীয়তঃ সিক্লাদিস। চতুর্থতঃ স্পোরাদেস্ ও লেম্নস ইত্যাদি। তুরুক্ক রাজ্য ক্রমে ক্ষয় যাইতেছে আর অধিক কাল থাকা ভার।

নেদর্লণ্ড রাজ্য।

নেদর্লণ্ড রাজ্য অল্প দিন স্থাপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই দুই দেশ প্রথম দেশ সাত সংযুক্ত মণ্ডল। দ্বিতীয় নেদর্লণ্ড অর্থাৎ অন্য দশ মণ্ডল। সপ্ত

মণ্ডলের সামান্য নাম হলণ্ড যেহেতুক তাহারদের প্রধান মণ্ডল হলণ্ড নামে খ্যাত সে দেশ দীর্ঘ এক শত বত্রিশ ক্রোশ প্রস্থ অষ্টাশী ক্রোশ। পনের শত বাহত্তর সালে এ সাত মণ্ডল স্পানিয়ার অধিকারহইতে পৃথক হইল এবং স্পানিয়ার রাজা তাহারদের প্রতিকূলে অনেক কাল যুদ্ধ করিয়াও স্বাধীন করিতে পারিল না। অতএব সে দেশ স্বতন্ত্র রহিল এবং তল্লোকেরদের বাণিজ্যদ্বারা তাহারা ইওরোপের মধ্যে এক প্রধান রাজ্য হইল এবং এক শত বৎসর হইল তজ্জাত এক জন ইংগ্লণ্ডের রাজপদে নিযুক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিল।

নেদর্লণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম সীমাতে আৎলান্তিকের এক প্রদেশ পূর্ব্বে জর্ম্মান দক্ষিণে ফ্রান্স। আট চল্লিশ উত্তর অক্ষাংশ অবধি তিপ্পান্ন উত্তর অক্ষাংশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে তিন দ্রাঘিমা অবধি নয় দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত তাহারদের অধিকার। উত্তর ভাগে সাত মণ্ডল ও দক্ষিণ ভাগে দশ মণ্ডল অর্থাৎ নেদর্লণ্ড কিন্তু সেই নামে এই সকল রাজ্য এখন খ্যাত হইয়াছে।

নেদর্লণ্ডের ঈশ্বরারাধনা।

সপ্ত মণ্ডলের মত প্রটেষ্টন্ত এবং দশ মণ্ডলের মত রোমাণকাতোলিক কিন্তু এই দুই মত পরস্পর অধি

রোধে চলিতেছে সপ্ত মণ্ডলেতে দরিদ্রেরদের বিদ্যা পাইবার বিস্তর ওপায় করা গিয়াছে এবং ক্রমে২ অন্য দশ মণ্ডলেতে এই মত বুঝি হইবেক সপ্ত মণ্ডলের লোকসংখ্যা আটাইশ লক্ষ এবং দশ মণ্ডলেতে লোকসংখ্যা ঊনিশ লক্ষ দুই মিলিয়া প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক। তাহার রাজস্ব সংখ্যার নিয়ম নাই। তাহারদের জাহাজ অল্প এবং পূর্ব্বকালে তাহারদের যত জাহাজ ছিল তাহার সমান জাহাজ এখন নাই। তাহারদের কোন নিশ্চিত সৈন্য নাই।

নেদর্লণ্ডের প্রধান নগর।

সপ্ত মণ্ডলের আমস্তের্দাম নামে প্রধান নগর সে খানে দুই লক্ষ লোক। লৈদেন নগরে পঞ্চাশ হাজার লোক সেখানে এক মহাবিদ্যালয় আছে। রোতের্দামের মধ্যেও পঞ্চাশ হাজার লোক। হেগ্ নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল কিন্তু সে এখন রাজধানী হইয়াছে তাহাতে ছত্রিশ হাজার লোক হইয়াছে। দশ মণ্ডলের মধ্যে প্রধান নগর এই২ বুসেল্স সেখানে আশী হাজার লোক। পরে গাঁণ্ট তাহাতে ষাটি হাজার লোক আন্তের্প তাহাতে পঞ্চাশ হাজার লোক এতদ্ব্যতিরিক্ত মন্স ও ওস্তেণ্ড।

নেদর্লণ্ডের নদী ও পর্ব্বত।

তত্রত্যা প্রধান নদী এই২ সেন্ ও রীন্ ও মিওস্ সে দেশে প্রায় পর্ব্বত নাই।

হলণ্ডীয় অর্থাৎ ওলন্দেজেরদের অধিকৃত অন্য২ দেশ।

হলণ্ডীয়েরদের অধিকৃত দেশ ইংগ্লণ্ড হইতে অধিক নয় কিন্তু অন্য২ জাতীয়েরদের অধিকৃত দেশহইতে অধিক। আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপের মধ্যে তাহারদের কতক উপদ্বীপ আছে। এবং পূর্ব্বে আফ্রিকা দেশে উত্তমাশা অন্তরীপ ছিল। এবং আসিয়াতে সিংহলদ্বীপ তাহারদের অধিকৃত ছিল সে এখন ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন হইয়াছে এবং যাবা ও আম্বয়না উপদ্বীপ তাহারদের অধীন এবং গৌড় দেশে চুঁচুড়া নামে নগর তাহারদের অধিকৃত।

স্বীদেনের বিবরণ।

স্বীদেনের উত্তর সীমাতে উত্তর সাগর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে বাল্তিক সমুদ্র পশ্চিমে নর্ব্বের সহিত সংলগ্ন। পঞ্চান্ন উত্তর অক্ষাংশ অবধি বাহত্তর উত্তর অক্ষাংশ

পর্য্যন্ত। স্বীদেন দেশ পাঁচ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা অবধি ত্রিন ত্রিশ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত। এইহেতুক সে দেশ নয় শত ষাটি ক্রোশ দীর্ঘ ও পাঁচ শত ত্রিশ ক্রোশ প্রস্থ তাহার লোকসংখ্যা অনুমান ত্রিশ লক্ষ। স্বীদেনের পশ্চিম ভাগে নর্বে দেশ সে পূর্ব্বকালে দেন্মার্কের অধীন ছিল কতক বৎসর হইল অতিশয় অযাথার্থ্যরূপে স্বীদেনের অধীন হইল। সেখানে অনুমান দশ লক্ষ লোক আছে।

স্বীদেনের ঈশ্বরারাধনা।

স্বীদ লোক লুতেরের মতানুসারী প্রটেষ্টন্ত। তাহার রাজা একাধিপতি তাহার প্রজারদের প্রাণ ও ধন রাজার হস্তবশ। তাহারদের সৈন্য অত্যল্প পঞ্চাশ হাজারের অধিক নয়। তাহারদের যুদ্ধোপযুক্ত জাহাজ কুড়িটার বাড়া নয়। সে দেশের সম্বৎসরীয় রাজস্ব এক কোটি টাকা। সে দেশের সিংহাসনে যিনি এখন আছেন তিনি পূর্ব্বে সামান্য যোদ্ধা ছিলেন পরে বোনাপার্তের এক সেনাপতি হইয়া আপন বুদ্ধিপ্রভাবে ও বোনাপার্তের অনুগ্রহে এখন সিংহাসনাধিকারী হইয়াছেন।

স্বীদেনের প্রধান নগর।

স্বীদেনের রাজধানী স্তক্‌হল্ম্‌ সেখানে অনুমান আশী হাজার লোক আছে। স্বীদেনের আর এক নগর ওপ্‌সাল সে এক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাসস্থান কিন্তু সেখানে চারি হাজার লোকের অধিক নাই। আর এক নগর গত্তেনবর্গ তাহাতে বিশ হাজার লোক আছে। লৌহ ও ইস্পাত ও তাম্বা ও পিতল দ্বারা স্বীদেনের বানিজ্য চলে।

স্বীদেনের প্রধান নদী।

গাতা ও দাল সে নদী দুই শত বিশ ক্রোশ বহিয়া বল্‌তিকের মহাখালে প্রবিষ্ট হয়। তরনিয়া নদী লাপ্লণ্ডে উৎপন্ন হইয়া দুই শত ষাটি ক্রোশ বহে ও সেই মহাখালে প্রবিষ্ট হয়। যে পর্ব্বত স্বীদেন ও নর্বে দেশের মধ্যে সীমাকারী সে স্বীদেনের প্রধান পর্ব্বত এবং সে সমুদ্র হইতে চারি হাজার হাতের অধিক ঊচ্চ নহে।

স্বীদেনের নিকটস্থ উপদ্বীপ।

স্বীদেনের প্রধান উপদ্বীপ ক্‌গোন সে পূর্ব্বে স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। দ্বিতীয় বর্নহল্ম্‌ তৃতীয় ওলাণ্ড সে দীর্ঘ

ছেষট্টি ক্রোশ প্রস্থ ছয় ক্রোশ চতুর্থ গত্লাণ্ড সে দীর্ঘ সত্তরি ক্রোশ প্রস্থ চব্বিশ ক্রোশ। এতদ্ব্যতিরিক্ত আলাণ্ড নামে অন্য কতক উপদ্বীপ আছে।

দেন্মার্ক।

দেন্মার্কের উত্তর পশ্চিমে আৎলান্তিক সাগরের এক প্রদেশ। তাহার পূর্ব্বে স্বীদেন তাহার দক্ষিণে বাল্তিক সমুদ্র সে উত্তর চৌয়ান্ন অক্ষাংশ অবধি আটান্ন অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং আট পূর্ব্ব দ্রাঘিমা অবধি এগার পূর্ব্ব দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত। দেন্মার্কের উত্তর ভাগে নর্বে দেশ। দেন্মার্কের রাজা পূর্ব্বকালে নর্বে ও স্বীদেনের উপরে রাজত্ব করিল কিন্তু স্বীদেন অনেক কাল হইল স্বরাজাধীন আছে।

দেন্মার্কের ঈশ্বরারাধনা ও রাজশাসন ও লোকসংখ্যা।

দেন্মার্কেরা অর্থাৎ দিনামারেরা লুতেরের মতানুসারে প্রটেষ্টন্ত। সেখানে প্রধান বিষ্মাধ্যক্ষ নাই ছয় জন বিষ্মাধ্যক্ষ আছে। সেখানকার রাজা একাধিপতি সেখানে অনুমান পচিশ লক্ষ লোক। সেখানকার রাজস্ব এক কোটি টাকা ও সৈন্য পঞ্চাশ

হাজার এবং পূর্ব্বকালে যুদ্ধের জাহাজ চল্লিশ ছিল।

দেন্মার্কের প্রধান নগর ও নদীপ্রভৃতি।

দেন্মার্কের রাজধানী কোবেন্হাগেন নগর সেখানে নব্বই হাজার লোক। এবং সে এক উপদ্বীপের উপরে আছে এল্ব নদীর তীরে আল্তোনা নগর সে মহাবাণিজ্যের স্থান তাহাতে অনুমান পচিশ হাজার লোক আছে। দেন্মার্ক দেশে পর্ব্বত বড় ও উচ্চ নহে। সেখানকার প্রধান নদী ঐদর।

দেন্মার্কের উপদ্বীপাদি।

দেন্মার্কের অনেক উপদ্বীপ আছে সে এইং। প্রথমতঃ নোর্দস্ত্রাণ্ডপ্রভৃতি রোমাণ লোককর্ত্তৃক সুন্দর জানা ছিল। দ্বিতীয়তঃ বিক্তেন উপদ্বীপ তৃতীয়তঃ লফদেন উপদ্বীপ ইত্যাদি। সেখানহইতে অতিসুস্বাদু মৎস্য আইসে। চতুর্থ নর্বে ও স্কট্লণ্ডের মধ্যবর্ত্তী ফারো নামে উপদ্বীপ। পঞ্চম ইস্লণ্ড সে তাহারদের অধিকারের মধ্যে প্রধান উপদ্বীপ। সে দুই শত বিশ ক্রোশ দীর্ঘ ও এক শত সত্তরি ক্রোশ প্রস্থ। সে দেন্মার্কহইতে দুই শত ক্রোশ

অন্তরে সমুদ্রের মধ্যে। অনুমান সেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক। এই ওপদ্বীপে কতক পর্ব্বত এমত আছে যে তাহারদের শৃঙ্গ সর্ব্বদা হিমবৃষ্টিতে আবৃত। এবং সেখানে হেক্লা নামে এক পর্ব্বতহইতে নদীর স্রোতের মত অগ্নি নির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী দেশ গ্রামাদি দাহ করে। ইস্লণ্ডে লাটিন ভাষা সুন্দর চলিত এবং বিদ্যার প্রশংসা অতিশয়। গ্রীন্‌লণ্ড ইস্লণ্ডের ওত্তর পূর্ব্বে দুই শত ক্রোশ সে দেন্মার্কের অধীন কিন্তু সে এখন আমেরিকা দেশের মধ্যে গণা যায় গ্রীন্‌লণ্ডের ওত্তরে যাওয়া যায় না যেহেতুক সেখানে প্রাচীরের মত দৃঢ়রূপে বরফ রহিয়াছে।

পোর্তুগাল।

পোর্তুগালের পূর্ব্ব ও ওত্তরে স্পানিয়া ও দক্ষিণ ও পশ্চিমে আৎলান্তিক সাগর সে তিন শত ষাটি ক্রোশ দীর্ঘ ও এক শত বিশ ক্রোশ প্রস্থ তাহাতে অনুমান সাতাইশ হাজার দুই শত চতুরস্র ক্রোশ। সেখানে ওনিশ লক্ষ লোক। এইহেতুক প্রত্যেক চতুরস্র ক্রোশে সাতষষ্টি লোক। এইরূপ ক্ষুদ্র দেশ হইয়াও পূর্ব্বকালে আপনার জাহাজ ও বাণিজ্যদ্বারা

তত্রস্থ লোকেরদের ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমের অতিশয় বৃদ্ধি ছিল। পোর্তুগীশেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আইল এবং সেখানে আপনারদের অধিকার স্থাপিত করিল এ ক্ষণে তাহারদের সকল অধিকারের মধ্যে কেবল গুআ তাহারদের হস্তবশ আছে। পোর্তুগীশেরদের ভারতবর্ষে আসিবার পর তাহারদের আপন দেশ স্পানিয়ারদের অধীন হইল এক শত সত্তরি বৎসর হইল তাহারা স্পানিয়ারদের অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বরাজাধীন হইয়াছে এবং ইংগ্লণ্ডের সহিত অতিশয় শত্রুরূপে মিলিয়া আছে। বোনাপার্ত্তের ভয়ে পোর্তুগালের রাজা দক্ষিণ আমেরিকাতে আপন অধিকৃত ব্রাজিলে পলাইল তদবধি সে আর আইল না।

পোর্তুগীশের ঈশ্বরারাধনা।

পোর্তুগালে রোমানকাতোলিক মত স্থাপিত তাহারদের দুই প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও দশ ধর্ম্মাধ্যক্ষ। কিন্তু সেখানে অনেক কালাবধি ব্রুহ্মসেবার বিবেচনা ও তদ্বিষয়ক বিচার স্থাপিত আছে তাহার স্থাপন সময়াবধি পোর্তুগীশেরদের পরাক্রম ন্যূন হইতেছে। সেখানকার রাজা একাধিপতি সেখানে সভ্যদ্বারা মোকদ্দমা

হয় না। এইহেতুক সকল লোকের ধনপ্রভৃতি রাজা ও মন্ত্রী ও তাহার ওজীরের অধীন। ইতর লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসের ওপায় প্রায় নাই।

পোর্তুগালের সৈন্য ও জাহাজপ্রভৃতি।

পোর্তুগালের সৈন্য অনুমান পচিশ হাজার তাহারদের যুদ্ধোপযুক্ত জাহাজ অত্যল্প কিন্তু পূর্ব্বে অধিক ছিল। তাহারদের সম্বৎসরীয় রাজস্ব দেড় কোটির অধিক।

অন্য দেশে তাহারদের প্রধান অধিকার।

দক্ষিণ আমেরিকাতে ব্রাজিল সেখানে অতিসুন্দর হীরা ওৎপন্ন হয়। তাহারদের ভাষা লাটিনমূলক ও তদনুযায়ী সে ভাষা ভারতবর্ষে চলিত আছে।

পোর্তুগালের নগর ও নদী ও পর্ব্বতপ্রভৃতি।

পোর্তুগালের রাজধানী নগর লিস্‌বন সেখানে অনুমান দুই লক্ষ লোক আছে ও ওপোর্তো নামে তাহার দ্বিতীয় নগর সেখানহইতে সুন্দর মদিরা আইসে সেখানকার পর্ব্বত ওচ্চ নহে সেখানকার প্রধান নদী তাগস্‌ তাহার তীরে লিস্‌বন নগর

গুম্ফিত আছে। আর দুই নদী এই মোরা ও কাদোরা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লিসবন শহর একবার মহা ভূমিকম্পদ্বারা প্রায় নষ্ট হইয়াছিল সেখানকার ঘর প্রভৃতি পড়িয়াছিল ও অনেক লোক মারা পড়িয়াছিল। এবং সে নগরের নষ্টোদ্ধারের জন্যে ইংগ্লণ্ডের রাজা আট লক্ষ টাকা দিয়াছিল।

স্বিৎজর্লণ্ড।

স্বিৎজর্লণ্ড নামে এক ক্ষুদ্র দেশ তাহার পূর্ব্ব ভাগে আস্ত্রিয়া রাজ্য তাহার দক্ষিণে ইতালি। তাহার পশ্চিমে ফ্রান্স তাহার ওত্তরে স্বাবিয়া। সে এক শত পঁচাত্তর ক্রোশ দীর্ঘ এক শত সত্তর ক্রোশ প্রস্থ সে স্থানে চতুরস্র পোনর হাজার ক্রোশ। অনুমান সে স্থানে বিশ লক্ষ লোক। সে প্রায় তিন শত বৎসর আপনার রাজাধীন হইয়াছে।

স্বিৎজর্লণ্ডের ঈশ্বরারাধনা ও রাজ্যশাসন।

স্বিৎজর্লণ্ড নামে কতক মণ্ডল খ্যাত আছে। সে মণ্ডলের কতক লোক প্রটেষ্টন্ত মতে ও কতকেরা রোমানকাতোলিকের মতে। সেখানে রাজা নাই কিন্তু রাজশাসন মণ্ডলের কুলীনেরদের অধীন। তাহারদের সৈন্য বিশ হাজারের অধিক নহে। কিন্তু

এ সৈন্য ইওরোপের মধ্যে সাহসিত্বরূপে প্রশংসনীয় সেখানে ক্ষুদ্র লোক ও মহালোক সকলেরি বিদ্যা আছে।

স্বিৎজর্লণ্ডের প্রধান নগর ও নদী ও পর্ব্বত।

তাহার প্রধান নগর এইং বাল নগর সেখানে চৌদ্দ হাজার লোক। বের্ণ নামে আর এক নগর সেখানে তের হাজার লোক। ইহাহইতে ক্ষুদ্র নগর এইং জুরিক ও লসান। স্বিৎজর্লণ্ডের নিকটবর্ত্তি জেনেব নামে এক নগর সেখানে পঁচিশ হাজার লোক সে নগর পূর্ব্বে স্বরাজাধীন ছিল। স্বিৎজর্লণ্ডের পর্ব্বত রীন ও রোন নদীর উৎপত্তিস্থান। আর নামে নদী আল্প পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া এক শত বত্রিশ ক্রোশ বহিয়া রীনের সহিত মিলে। স্বিৎজর্লণ্ডের পর্ব্বত ইওরোপের সকল পর্ব্বতহইতে বড় ও উচ্চ। সেই দেশের আল্প পর্ব্বতের বিবরন কহা গিয়াছে। তাহার মধ্যে ব্লান পর্ব্বত এগার হাজার হাত সমুদ্রহইতে উচ্চ। আল্পের শ্রেণী চারি শত চল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ।

জর্মনির মণ্ডলসমূহ।

জর্মনির উত্তর সীমাতে দেন্মার্ক ও বাল্তিক সমুদ্র তাহার পূর্ব্বে সিলেসিয়া ও হঙ্গরি তাহার পশ্চিমে হলাণ্ড ও ফ্রান্স ও তাহার দক্ষিণে ইতালি। সে উত্তর ছচল্লিশ অক্ষাংশ অবধি চৌয়ান্ন অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ছয় অবধি আটারপর্য্যন্ত। সে পাঁচ শত আটাইশ ক্রোশ দীর্ঘ ও চারি শত চল্লিশ ক্রোশ প্রস্থ। অনুমান সেখানে আড়াই কোটি লোক কিন্তু পরিমাণে এমত বড় হইয়াও ক্ষুদ্রং রাজ্যে বিভক্ত হওয়াতে অতিদুর্ব্বল এবং ইওরোপের মধ্যে অধিক সম্মানিতও নহে।

জর্মনির ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি।

জর্মনির কোনং প্রদেশে রোমানকাতোলিক মত ও কোনং ভাগে প্রটেষ্টান্ত মত স্থাপিত আছে। সেই দেশের প্রত্যেক প্রদেশে রাজা আছে। তাহার সংখ্যা এত যে ক্ষুদ্র পুস্তকে লিখা যায় না। আস্ত্রিয়ার রাজা অনেক দিন অবধি জর্মনির মহারাজ নামে খ্যাত ছিল কিন্তু আপন অধিকারব্যতিরিক্ত জর্মনির অন্যং মণ্ডলের উপরে পরাক্রম নামমাত্র। কতক বৎসর হইল সে নামও লুপ্ত হইয়াছে।

জর্ম্মনির নদী।

জর্ম্মনির উত্তরে এল্ব নামে এক মহানদী আছে। জর্ম্মনির পশ্চিমে বেসের নামে এক বড় নদী। রীন ও দানুবের বিবরণ কহা গিয়াছে। এই চারি নদী ছাড়া অন্যং ক্ষুদ্র নদী আছে। জর্ম্মনির প্রধান পর্ব্বত উত্তরে ব্লাক্সবের্গ শ্রেণী তাহার মধ্যে যে অতিশয় উচ্চ পর্ব্বত সেও সমুদ্রহইতে দুই হাজার হাত উচ্চ কিন্তু সেখানে সকলহইতে প্রধান পর্ব্বত এর্জ্জবর্গ সে সাক্সনিকে বোহেমিয়াহইতে পৃথক করে ও ধাতুর আকরদ্বারা প্রশংসনীয়। সাল্‌ৎবর্গ শ্রেণীর এক পর্ব্বত সমুদ্রহইতে সাত হাজার দুই শত হাত উচ্চ।

জর্ম্মনির প্রধান মণ্ডল।

প্রথম সাক্সনি তাহাতে অনুমান বিশ লক্ষ লোক আছে। তাহারদের মত প্রটেষ্টন্ত। তাহারদের প্রধান নগর দ্রেস্দেন দ্বিতীয় হানোবর ইংগ্লণ্ডীয় রাজার অধিকারে। সেখানে দশ লক্ষ লোক আছে তাহার প্রধান নগর হানোবর তাহার মত প্রটেষ্টন্ত। তৃতীয় হেস সেখানে অনুমান সাড়ে সাত লক্ষ লোক। চতুর্থ মেক্লেন্বের্গ সেখানে অনু

মান চারি লক্ষ লোক আছে। পঞ্চম বুন্সবিক তাহার মধ্যে দেড় লক্ষ লোক আছে। ষষ্ঠ এলু নদীর তীরে হাম্বুর্গ নগর সে এক মহাবানিজ্যস্থান। সে নগর স্বরাজাধীন সেখানে অনুমান এক লক্ষ লোক। এতদ্ব্যতিরিক্ত ক্ষুদ্রং অন্য দেশ আছে।

জর্মনির অন্যং ভাগে এইং রাজ্য। প্রথম মেইন নদীর দক্ষিণে বাবারিয়া রাজ্য তাহাতে অনুমান বিশ লক্ষ লোক আছে। তাহার মত রোমানকাতোলিক তাহার রাজধানী মুনিক নগর দ্বিতীয় ওএর্ত ম্বের্গ তাহাতে অনুমান ছয় লক্ষ লোক আছে। তাহার প্রধান নগর সেই নামে খ্যাত। তৃতীয় আন্স্পাক তাহাতে তিন লক্ষ লোক। চতুর্থ সালতজ্বর্গ নামে এক প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের রাজ্য সেখানে আটাইশ লক্ষ লোক আছে। পঞ্চম বাদেন্ সেখানে অনুমান দুই লক্ষ লোক। এই প্রকারে জর্মনির মধ্যে দুই তিন শত রাজ্য আছে।

ইতালির মণ্ডল।

ইতালির পূর্ব্বে আদ্রিয়া সমুদ্র দক্ষিণে ও পশ্চিমে ভূমধ্যস্থ সমুদ্র ও উত্তরে ফ্রান্স। সে উত্তরে চত্রিশ

অক্ষাংশ অবধি চতল্লিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে পাঁচ দ্রাঘিমা অবধি ওনিশ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত সে দীর্ঘ পাঁচ শত বিশ ক্রোশ প্রস্থ এক শত ক্রোশ। তাহার লোকসংখ্যা এক কোটি ত্রিশ লক্ষ। ইতালি পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সকল দেশ জয় করিয়াছিল এখন সে পাপার রাজধানী হইয়াছে সেই পাপা সকল খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে আপনাকে প্রধান করিয়া মানিত।

ইতালির নদী ও পর্ব্বত।

ইতালি দেশ নদীতে পরিপূর্ণ তাহার মধ্যে প্রধান এইং প্রায় পো তাহার সহিত দোরিয়া ও তেসিনো ও মিনসাও ও অন্য নদী মিলে। এই সকল নদী পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্তে প্রসিদ্ধ আছে। ইতালির মধ্যস্থানে আরনো নামে নদী আছে কিন্তু ইতালির মধ্যে প্রশংসনীয় নদী তীবর তাহার তীরে রোম নগর হইল।

ইতালির পর্ব্বত।

ইতালির সকলহইতে উচ্চ পর্ব্বত আল্প শ্রেণী তাহার বিবরণ পূর্ব্বে কহা গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আপেনীন্ সে আল্প শ্রেণীর এক ভাগ কিন্তু ইতালিতে সকলহই

তে আশ্চর্য্য দুই পর্ব্বত বিসুবিয়স্ এবং এত্না সে দুই পর্ব্বত অগ্নি বমি করে এত্না সমুদ্র হইতে এগার হাজার হাত ওচ্চ এত্নার মুখ সর্ব্বদা ব্যাস্ত তিন ক্রোশ তাহার পরিধি। সেখানহইতে কোনং সময়েতে স্রোতের মত অগ্নি নির্গত হইয়া ত্রিশ ক্রোশপর্য্যন্ত বহিয়া যায় এবং গ্রাম নগর বৃক্ষ ইত্যাদি দগ্ধ করে সিসিলি ওপদ্বীপে এত্না পর্ব্বত আছে।

ইতালির নানা মণ্ডল।

ইতালি দেশের মধ্যে প্রধান মণ্ডল এইং প্রথম নাপ্লস এবং সিসিলি সে তিন শত ক্রোশ দীর্ঘ এক শত ক্রোশ প্রস্থ। সেখানে অনুমান ঘাটি লক্ষ লোক। সেখানকার মত রোমানকাতোলিক। সেখানকার রাজধানী নগর নাপল্স তাহার মধ্যে অনুমান চারি লক্ষ লোক। সিসিলি ওপদ্বীপের রাজধানী নগর পালের্ম্মো। সেখানে অনুমান দেড় লক্ষ লোক আছে। দ্বিতীয়তঃ ভূমধ্যস্থ সমুদ্রে মালতা ওপদ্বীপ তাহার পরিধি পঞ্চাশ ক্রোশ। তাহার মধ্যে অনুমান পঞ্চাশ লক্ষ লোক আছে সেই ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন। তৃতীয়তঃ ইতালির মধ্যে পাপার রাজ্য সেখানে অনুমান বিশ লক্ষ লোক আছে

তাহার রাজধানী রোম নগর সেখানে এখন এক লক্ষ ষাটি হাজার লোক। পাপার রাজ্যে বলোনা নামে অন্য এক নগর সেখানে অনুমান আশী হাজার লোক। পাপার রাজস্ব আপন রাজ্য হইতে বৎসর২ চব্বিশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হয়। এবং অন্য২ রোমানকাতোলিক রাজ্য হইতে পাপা চত্রিশ লক্ষ টাকা পারিতোষিক পায়। চতুর্থতঃ তস্কনী মণ্ডল তাহার মধ্যে ফ্লোরেন্স নগর পূর্ব্বকালে বড় প্রশংসনীয় ছিল সেখানে এক লক্ষ বিশ হাজার লোক আছে ফ্লোরেন্সের মধ্যে আশী হাজার লোক। এই মণ্ডলের মধ্যে লেগর্ন নামে এক মোহনগরে চৌআল্লিশ হাজার লোক। পঞ্চমতঃ মিলান সেখানে দশ লক্ষ লোক আছে এবং তাহার প্রধান নগর সেই নামে খ্যাত সেখানে এক শত বিশ হাজার লোক আছে। ইহা ব্যতিরিক্ত ইতালির মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র মণ্ডল আছে। তাহার মধ্যে যে অতিবড় তাহাতে সাড়ে তিন লক্ষ লোক আছে এবং যে অতিক্ষুদ্র তাহাতে পাঁচ হাজার লোক আছে। ইহারদের মধ্যে জিনোআ নামে এক মণ্ডল সে ক্ষুদ্র হইয়াও জাহাজের দ্বারা পূর্ব্বকালে পরাক্রমেতে বড় ছিল কিন্তু

এ ক্ষণে স্বরাজাধীনত্ব লুপ্ত হইয়া সার্দিনেয়ার রাজার বশীভূত হইয়াছে এই প্রযুক্ত জিনোআ ওচ্ছিন্ন হইয়াছে তথাপি তাহার প্রধান নগর সেই নামে খ্যাত সেখানে আশী হাজার লোক। সেই ইতালি পূর্ব্বকালে পৃথিবীর রাজধানী ছিল কিন্তু এখন ছিন্নভিন্ন হইয়াছে তাহার প্রায় কিছু পরাক্রম নাই।

সার্দিনেয়া ওপদ্বীপ।

ভূমধ্যাম্বু সমুদ্র ইতালির নিকট সার্দিনেয়া ওপদ্বীপ সে এক শত ক্রোশ দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ প্রস্থ সে স্বরাজাধীন তাহার রাজধানী কাল্লিয়ারি নগর।

ইওরোপের বিবরন সমাপ্ত হইল সে পৃথিবীর চারি ভাগের মধ্যে অতিক্ষুদ্র ভাগ হইয়াও সকল পৃথিবীর ওপরে শাসন রাখে।

অথ তৃতীয় ভাগ।

আফ্রিকা।

হিন্দুস্থানের পশ্চিম দক্ষিণে আফ্রিকা তাহার বিবরণ কহা যাইতেছে। সে ও ইওরোপ ও আসিয়া এই তিন ভাগ এক দ্বীপের মধ্যে এই তিনের মধ্যে কোন সমুদ্র ব্যবধান নাই এবং প্রাচীন লোককর্তৃক এই তিন ভাগ পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিল কিন্তু আমেরিকা দেশ জ্ঞাত ছিল না তিন শত বৎসর হইল আমেরিকা দেশ জানা গেল। আফ্রিকা ইওরোপহইতে বিস্তর আয়ত কিন্তু পৃথিবীর আর তিন ভাগহইতে লোকসংখ্যাতে ও সভ্যতাতে ও বিদ্যাতে ন্যূন। আফ্রিকাতে আড়াই কোটি লোকের অধিক নাই।

আফ্রিকার সীমা।

আফ্রিকার পূর্ব্ব সীমাতে শুফ সমুদ্র ও ভারতসাগর তাহার দক্ষিণেও ভারতসাগর। তাহার পশ্চিমে আৎলান্টিক সাগর এবং তাহার উত্তর ভাগে ভূমধ্যস্থ সমুদ্র, তাহাতে ইওরোপহইতে বিভক্ত কিন্তু

উত্তর পূর্ব্ব কোণে আসিয়ার সহিত আফ্রিকা সংলগ্ন যদি আফ্রিকার চতুর্দ্দিকে সমুদ্র থাকিত তবে সে স্বতন্ত্র এক দ্বীপ হইত। সে উত্তর ত্রিশ অক্ষাংশাবধি দক্ষিণ আটত্রিশ অক্ষাংশপর্য্যন্ত। এবং আটার পূর্ব্ব দ্রাঘিমাবধি একান্ন পূর্ব্ব দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত সে দীর্ঘ চারি হাজার দুই শত ক্রোশ প্রস্থও সেই রূপ। এই হেতুক সেখানে চতুরস্র এক ক্রোশে দুই লোকের অধিক নাই।

আফ্রিকার লোকসংখ্যা ঈশ্বরারাধনাপ্রভৃতি।

আফ্রিকার লোকের কতক ভাগ তদ্দেশীয় অর্থাৎ কাফ্রিরা তাহারা স্থূলোষ্ঠ ও চাচর কেশদ্বারা চিনা যায় এবং অন্য ভাগ আরবেরদের সন্তান ইহারা উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব ভাগে বাস করে তদ্দেশীয় লোক মধ্যভাগে ও দক্ষিণে বসতি করে। আফ্রিকার উত্তর ভাগে প্রায় সকলে মহম্মদী মতে চলে কেবল এক দেশ অর্থাৎ হবশী খ্রীষ্টিয়ান। সে স্থানকার সকল রাজশাসন ঐকাধিপত্যমাত্র এবং প্রজারদের ধনাদি সকল রাজারা ইচ্ছা করিলে লইতে পারে। সে দেশের উত্তর ও মধ্যম ভাগে অতিশয় গ্রীষ্ম দক্ষিণ ভাগে অল্প শীত। ইওরোপে যেমন

ভূমিবেষ্টিত সমুদ্র আছে তেমন আফ্রিকাতে নাই। এবং আসিয়ার মধ্যে যেমন নানা প্রকার নদী আছে তেমন আফ্রিকাতে নাই। এইহেতুক তাহারদের দেশ এই মত দুর্ব্বল ও কদাচার। তাহারদের প্রধান নদী এই২ নীল সে মিসর দেশ দিয়া বহিয়া ভূমধ্যস্থ সমুদ্রে প্রবেশ করে। নীজর এবং জাইর এই দুই নদী প্রায় নয় শত ক্রোশ দীর্ঘ। তাহারদের প্রধান পর্ব্বত এই২ আত্লাস পর্ব্বত তাহার দ্বারা আৎলাণ্টিক সাগর খ্যাত হইয়াছে গ্রীক ও রোমান লোকেরা কহিত যে ঐ আত্লাস পর্ব্বত পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এবং মধ্যস্থ দেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত তাহার পরিমাণ জানা নাই।

আফ্রিকার মরুভূমি।

আফ্রিকার মরুভূমি তাহার সকলহইতে আশ্চর্য্য সে মরুভূমি পৃথিবীর আর সকল মরুভূমিহইতে বড় ও ভয়ানক তাহার মধ্যে প্রধান সারা নামে মরুভূমি সে আৎলাণ্টিক সাগরাবধি মিসর দেশপর্য্যন্ত ব্যাপে সে দীর্ঘ দুই হাজার চারি শত ক্রোশ প্রস্থ ছয় শত ক্রোশ সেখানে কেবল বালি ও বালির পর্ব্বত সেখানে

কৃষিকর্ম্ম কোন প্রকারে হইতে পারে না তাহার কোন প্রদেশে ওপদ্বীপের মত স্থানে২ ওর্ব্বরা ভুমি আছে। কেবল ইহার দ্বারা লোকেরা প্রবেশ করিতে পারে আফ্রিকার অন্য২ ভাগে এই মত মরু দেশ আছে কিন্তু এত বড় নহে।

আফ্রিকার নানা ভাগ।

আফ্রিকার মধ্যে এই২ রাজ্য আছে। প্রথমতঃ যবশ দ্বিতীয়তঃ মিসর দেশ তৃতীয়তঃ আফ্রিকার ওত্তর ভাগে মুসলমানের কতক রাজ্য। চতুর্থতঃ আফ্রিকার পশ্চিম ভাগে ওত্তমাশা অন্তরীপপর্য্যন্ত কতক দেশ। পঞ্চমতঃ আফ্রিকার পূর্ব্বভাগীয় দেশ। ষষ্ঠতঃ তাহার নানা ওপদ্বীপ।

যবশ দেশ।

যবশ দেশ পূর্ব্বে শুফ সমুদ্র এবং আদেন নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্যপর্য্যন্ত তাহার দক্ষিণে গিঙ্গিন্ ও আলাবা নামে ক্ষুদ্র দেশ। তাহার পশ্চিমে সেনার দেশ হইতে তাহার বিভাগকারী পর্ব্বত ও মরুভুমি তাহার ওত্তরে কতক ক্ষুদ্র দেশ তাহারদের দ্বারা যবশ দেশ মিসরহইতে বিভক্ত। সে ওত্তরে সাত অক্ষাংশা

বধি সতর অক্ষাংশপর্য্যন্ত তেত্রিশ পূর্ব্ব দ্রাঘিমাবধি চৌয়াল্লিশ দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত সে পাঁচ শত ক্রোশ দীর্ঘ ও চারি শত আশী ক্রোশ প্রস্থ। তাহার প্রধান মণ্ডল এইং শুদ্ধ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী তিগারি সে স্থান বাণিজ্য বিষয়ে খ্যাত। গোজিনী সেখানে নীল নদীর উৎপত্তিস্থান। এবং দম্বিয়া সেই মণ্ডলে গন্দার নামে প্রধান রাজধানী আছে।

খবশীরদের ঈশ্বরারাধনা ও লোকসংখ্যা ও রাজশাসনপ্রভৃতি।

খবশেতে অতিপূর্ব্ব কালে আরব দেশীয়েরা প্রথম বাস করিল চতুর্দ্দশ শত বৎসর তাহারা গ্রীক মণ্ডলীর অনুসারে খ্রীষ্টিয়ান হইল। তাহারদের খ্রীষ্টিয়ান হওনের পূর্ব্বে তাহারা লিখিতে জানিত না। তাহারদের লোকসংখ্যা ত্রিশ লক্ষ। তাহারদের সৈন্য অল্প। তাহারদের যুদ্ধোপযুক্ত জাহাজ নাই। তাহার রাজা একাধিপতি।

খবশের প্রধান পর্ব্বত ও নদীপ্রভৃতি।

তাহার প্রধান নগর গন্দার তাহাতে অনুমান

পঞ্চাশ হাজার লোক তাহার পুরাতন রাজধানী এখন লুপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রধান নদী এই২ নীল ও তারজ ও মালেগ সে নীলের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী এই২ পূর্ব্ব ভাগে তারেন্ত মধ্য ভাগে লামালান এবং দক্ষিণে গঞ্জা সে দেশ পর্ব্বতপ্রযুক্ত অনুষ্ণ সেখানে ছয় মাস বর্ষা অর্থাৎ বৈশাখাবধি আশ্বিনপর্য্যন্ত। সেখানে বর্ষাভিন্ন কালে রাত্রিতে অতিশয় শীত।

মিসর দেশ।

মিসর দেশ পূর্ব্বে পৃথিবীর মধ্যে অতিপ্রশংসনীয় রাজ্য ছিল তাহার উত্তরে ভূমধ্যস্থ সমুদ্র তাহার দ্বারা সে ইওরোপহইতে বিভক্ত। এবং পূর্ব্বে শুফ সমুদ্রের দ্বারা আসিয়াহইতে বিভক্ত। তাহার দক্ষিণে নুবিয়া নামে মরুভূমি তাহার দ্বারা হবশহইতে বিভক্ত। তাহার পশ্চিমে লিবিয়ানামে মরুভূমি সে উত্তর চব্বিশ অক্ষাংশাবধি একত্রিশপর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা আটাইশ অবধি ছত্রিশপর্য্যন্ত। মিসর দেশে চারি হাজার বৎসর বসতি স্থান হইয়াছে এবং সেই কালে বিদ্যা ও সভ্যতাতে অতিপ্রশংসনীয় ছিল পরে বাবেল

রাজার বশীভূত হইল। এবং ধর্ম্মপুস্তকের আজ্ঞাবাক্যানুসারে সে এখন সকল দেশহইতে নীচ।

মিসর দেশে ঈশ্বরারাধনা ও লোকসংখ্যা ও প্রধান নগরপ্রভৃতি।

মিসর দেশের মত পূর্ব্বকালে অতিশয় অজ্ঞান দেব পূজকীয় তাহারা পৃথিবীতে জাত পিয়াঁজ ও রশুন পূজা করিত এবং হিন্দুরদের মত লিঙ্গপূজা করিত পরে তাহারা খ্রিষ্টিয়ান হইল ইহার পরে মহম্মদের স্থলাভিষিক্তের অধীন হইয়া তাহারদের তুষ্টির নিমিত্ত মুসলমান হইল। সেখানকার লোকসংখ্যা অনুমান ত্রিশ লক্ষ। সে দেশ এখন তুরুকের অধিকারে সেখানকার রাজকর প্রায় এক কোটি টাকা।

তাহার প্রধান নগর কাহিরা সেখানে অনুমান তিন লক্ষ লোক আছে সে প্রায় আফ্রিকার রাজধানী যেহেতুক আফ্রিকার আর কোন নগরে এক লক্ষ লোকও নাই। তাহার প্রাচীন রাজধানী নগর আলেক্সান্দ্রিয়া নামে অর্থাৎ সেকন্দরাবাদ সে আলেক্সান্দ্রকর্তৃক বসান গেল সে প্রায় এখন লুপ্ত হইয়াছে। রোসেত্তা

ও দামিএত্তা নগর এখন ক্ষুদ্র হইয়াছে। তাহার প্রধান নদী নীল তাহার দ্বারা সেই দেশীয় ভূমি এমন ওর্ব্বরা যে প্রায় বৃষ্টির অপেক্ষা নাই। তাহার প্রধান পর্ব্বত নীল নদী ও শুক সমুদ্রের মধ্যস্থানে যে পর্ব্বত সে কিন্তু উচ্চ নহে।

মিসর দেশের আশ্চর্য্য কর্ম্ম।

মিসর দেশে পূর্ব্বকালে অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান কর্ম্ম পিরামিদ সৃষ্টি সে চারি হাজার বৎসর হইল অতি দৃঢ়রূপে গাথিত হই য়াছে এবং কাল ও ঝড় ও ভূমিকম্প ও মানুষেরদের পরস্পর বিরোধে ক্ষয় না পাইয়া অদ্যাবধি আছে তাহার মধ্যে যে প্রধান সে নীচে চতুষ্কোন কিন্তু অগ্র ভাগ শূচির মত ক্রমেং সূক্ষ্ম। সে প্রতিদিক পাঁচ শত হাত লম্বা ও পাঁচ শত হাত উচ্চ। এইং রূপ আকার অনেক পিরামিদ আছে কিন্তু অন্য সকল ইহাহইতে ক্ষুদ্র। সে সকল পিরামিদ কোন রাজা কর্ত্তৃক গাথিত তাহার নিশ্চয় নাই ও কি কারন গাথা গিয়াছে তাহারও কিছু স্থির নাই কিন্তু আটার শত আটার সনে ইতালি দেশের এক ব্যক্তি অতিশয় যত্নপূর্ব্বক এক পিরামিদ্ খুলিয়া তাহার মধ্যস্থলপর্য্যন্ত

প্রবেশ করিয়া দেখিল যে সেখানে কেবল হাড় ছিল। অতএব অনুমান হয় যে এই সকল পিরামিদ কবর স্থানার্থে করা গিয়াছিল। মিসর দেশে আরো আশ্চর্য্য এই যে মানুষের অতিবড় মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদা সে মূর্ত্তি চীৎ হইয়া পড়িয়া আছে সে এত বড় যে তাহার কর্ণের ওপরে দাঁড়াইয়া তাহার নাসিকা স্পর্শ করা যায় না। এই মত অনেক২ মূর্ত্তি সেখানে আছে ইহাও কে করিল তাহার নাম নাই।

মিসর দেশের পূর্ব্বকালীন বিদ্যাপ্রভৃতি।

যখন পৃথিবীর অন্য২ ভাগে প্রায় অরণ্য ছিল তখন মিসর দেশে মহানগর ও বিদ্যা ও সভ্যতা প্রভৃতি বাহুল্যরূপে ছিল এবং সেখানহইতে বিদ্যা অন্য২ দেশে গেল এবং মিসর দেশহইতে লোকেরা গ্রীক দেশে প্রথম বসতি করিল। মিসর দেশে এখন বিদ্যার নামও নাই।

নুবিয়া।

মিসর দেশ ও হবশের মধ্যে নুবিয়া দেশ। পূর্ব্ব কালে সে দেশ কুশ নামে খ্যাত ছিল সে পাঁচ শত

ত্রিশ ক্রোশ দীর্ঘ ও চারি শত চল্লিশ ক্রোশ প্রস্থ। সেই অন্ধকারে কতক দুঃখী ও নিরাশ্রয় লোক আছে।

বার্বরির মণ্ডল।

আফ্রিকার ওত্তরে ভূমধ্যম্থ সমুদ্রের তীরে বার্বরির মণ্ডল তদ্বাসিরা মহম্মদী মতে চলে সে মণ্ডল এই চারি ত্রিপোলি ও তুনিস ও মোরক্কার রাজ্য ও আলজীএর্জ আরবী ভাষাতে তাহাকে আলজজিরা কহে।

ত্রিপোলি।

কাবিস অবধি মিসরপর্য্যন্ত ত্রিপোলি সে এখন তুরুক্কেরদের অধীন। তাহার রাজধানী নগর সেই নামে খ্যাত কিন্তু সে এখন ক্রমেং লুপ্ত হই তেছে।

তুনিস।

ত্রিপোলির পশ্চিমে তুনিস দেশ স্বরাজাধীন তাহার রাজার ওপাধি বেগ্‌ সেখানে পূর্ব্বকালে এক মহা রাজ্য ছিল সে বানিজ্যেতে প্রবীন ছিল তাহার নাম কর্ত্তাজ। দুই হাজার এক শত বৎসর হইল সে এখন লুপ্ত হইয়াছে। তুনিস নগরে পঞ্চাশ হাজার লোক আছে সেখানে বানিজ্য অনেক নাই কিন্তু

জাহাজের ওপরে ডাকাইতি দ্বারা তদ্দেশীয়েরা জীবন ধারণ করে।

আল্‌জীএর্জ।

এই মণ্ডলও স্বরাজাধীন তাহার কর্ত্তার ওপাধি দে তাহার রাজধানী নগর সেই নামে খ্যাত সেখানে অনুমান ষাটি হাজার লোক আছে এই মণ্ডলও সমুদ্রের ওপরে দস্যুবৃত্তিতে অতিনিপুন এবং সেখানকার লোকেরা আপন রাজার আজ্ঞাতে জাহাজদ্বারা জলপথে ডাকাইতি করিয়া অনেক লোকেরদিগকে অনেক দুঃখ দিতেছিল। তাহা শুনিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরা তাহারদের ওপরে আক্রমন করিয়া অতিশয় দমন করিলেন। তাহাতে তাহারা স্বীকার করিল যে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের প্রতি ও তাহারদের বন্ধুলোকেরদের প্রতি আমরা এমত দৌরাত্ম্য কদাচ করিব না।

মোরক্কা।

মোরক্কা নামে মুসলমানীয় এক মণ্ডল সেখানকার রাজা কেবল অযথার্থ ক্রিয়াতে ও দৌরাত্ম্যেতে খ্যাত ফেজ মণ্ডল পূর্ব্বকালে স্বরাজাধীন ছিল এখন মোরক্কার অধীন। এ সকল স্থানেতে লোকেরা আলস্য ও মিথ্যাবাক্যে ও দৌরাত্ম্যেতে বড় প্রগল্‌ভ।

আফ্রিকার পশ্চিম ভাগ।

এখন পশ্চিম দিগে আগমন করিয়া আফ্রিকার প্রকৃত মণ্ডলের বিবরণ কহিব। তাহারদের বিষয়ে বিস্তর জানা যায় নাই কেবল নামমাত্র। ইহার মধ্যে প্রধান এই২ প্রথম জালোপ দ্বিতীয় ফৌলা তৃতীয় গিনি চতুর্থ মন্দিঙ্গো পঞ্চম কোরমান্তি ষষ্ঠ বেনিন ও কালাবারবাসী সপ্তম কঙ্গো ও আঙ্গোলা রাজ্য ইহারদের বিষয়ে প্রায় কিছু জানা যায় নাই কিন্তু কেহ২ কহে যে জালোপেরা উদ্যোগী ও যোদ্ধা এবং মন্দিঙ্গোরা নম্রশীল কিন্তু ইওরোপের লোকেরা পূর্ব্বে কালে সেখানে গিয়া লোককে অত্যযথার্থরূপে আক্রমণ করিয়া দাস করিয়া আপন অধিকৃত উপদ্বীপে লইয়া যাইত কিন্তু ইংগ্লণ্ডসভা এই বানিজ্য বারন করিয়াছেন এবং অন্য জাতির মধ্যে এই বানিজ্য দূর করনের বড় চেষ্টা পাইতেছেন। দুই বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয় মহাসভা স্পানিয়ারদিগকে বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া ঐ দুষ্ট বানিজ্য বারণ করিয়াছেন। ইংগ্লণ্ডের সভাস্থ জনকর্ত্তৃক এই বানিজ্য বারণাবধি ইংগ্লণ্ডীয়েরা সে দেশের সকল বিবরন জানিতে এবং তদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি সকল প্রকার বিদ্যাদানার্থে

বড় চেষ্টিত। সিএরা লেওনা মণ্ডলে তাহারা দাস হমুক্ত কাফ্রিরদিগকে স্থান দিয়াছে এবং সেখানে ইংগ্লণ্ডীয়েরা আফ্রিকার সভ্যতা চেষ্টার্থে বাস করিতেছে।

ওত্তমাশা অন্তরীপপর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাগ।

আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগ ও ওত্তমাশা অন্তরীপ তিন শত একইশ বৎসর প্রথম জানা গেল। ষোল শত ষাটি সালে হলাণ্ডীয়েরা সেখানে আপন রাজ্য স্থাপিত করিল কিন্তু কতক বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডীয়েরা হস্ত বশ করিল। ওত্তমাশা অন্তরীপে গোরা লোক প্রায় বিশ হাজার বাস করে সেখানকার প্রকৃত লোক পৃথিবীর সকল লোকহইতে নীচ কিন্তু ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পরিশ্রমের দ্বারা তদ্দেশীয় লোকেরা বিদ্যা পাইয়া ক্রমেং কিছু ওত্তপদপ্রাপ্ত হইতেছে।

পূর্ব্বভাগ।

পূর্ব্ব ভাগে কতক ক্ষুদ্রং অকর্ম্মণ্য দেশ আছে অর্থাৎ কৌফ্রিরা ও তাম্বুকীরা তাহারদের ওত্তর পূর্ব্বে সোবিয়া ও সোফালা দেশ এবং সাগর তীরস্থ মোজাম্বিক ও জাঙ্গিবার। তাহারদের ওত্তরে যবনের সীমার নিকট আজান ও আদেন।

আফ্রিকার উপদ্বীপ।

তাহার মধ্যে প্রধান মাদাগাস্কর সে সাত শত বিশ ক্রোশ দীর্ঘ ও এক শত আশী ক্রোশ প্রস্থ। সে স্বরাজাধীন মণ্ডলানুসারে আপনং কর্ত্তারদের অধীন।

আফ্রিকার অন্য উপদ্বীপ।

ইহারা এইং পূর্ব্বদিগে প্রথম তাহার পরিধি অষ্টাশী ক্রোশ দ্বিতীয় কোমারা নামে কতক উপদ্বীপ। তৃতীয় মাদাগাস্করের পূর্ব্বে মরিসিয়স ও বোর্বন উপদ্বীপ তাহার মধ্যে মরিসিয়স ইংগ্লণ্ডের অধিকারে দ্বিতীয় ফ্রান্সের অধিকারে চতুর্থ ওজাড়াখ্য উপদ্বীপ। পঞ্চম আফ্রিকার পশ্চিমে সান্তহেলেনা সে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে দুই শত বৎসর হইল এবং সেখানে এখন বোনাপার্ত্ত কারাবদ্ধ আছেন। ষষ্ঠ পোর্তুগীশেরদের অধীন এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপ সান্তমস নামে খ্যাত। সপ্তম বের্দে অন্তরীপ নামে উপদ্বীপ তাহারদের সংখ্যা দশ। অষ্টম তাহারদের উত্তরে কনারি তাহারদের নামান্তর সৌভাগ্যের উপদ্বীপ তাহার মধ্যে একটা তেনেরিফ নামে খ্যাত তাহার মধ্যে এক পর্ব্বত সমুদ্র হইতে সাত হাজার দুই শত হাত উচ্চ এবং সে ষাটি ক্রোশ দূর হইতে চক্ষুর গোচর হয়। নবম মদিরা উপ

দ্বীপ সে পঁয়তাল্লিশ ক্রোশ দীর্ঘ আঠার ক্রোশ প্রস্থ সে খানহইতে সেই নামে খ্যাত অত্যুত্তম মদিরা আইসে সেখানকার লোকসংখ্যা চৌষট্টি হাজার।

আফ্রিকার বিবরণ সমাপ্ত হইল অর্থাৎ পৃথিবীর প্রাচীন দ্বীপের শেষ ভাগ।

অথ চতুর্থ ভাগ।

আমেরিকা

আমেরিকার প্রথম দর্শন বিবরণ। তিন শত সাতা ইশ বৎসর হইল অর্থাৎ সতর শত বিরানব্বই সালে আমেরিকা প্রথম দেখা গেল ও লোকেরদের কাছে প্রকাশিত হইল। ইহার পূর্ব্বে ইওরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকার লোকেরা জানিত না যে আমেরিকা দেশ আছে। সেই সালে স্পানিয়ার রানীর আনুকুল্যে কলম্বস নামে জিনোআ নগরজাত এক ব্যক্তি প্রথম অজ্ঞাত অথচ অগম্য সমুদ্র পথে যাইয়া সেখানে পা দার্পণ করিল। তাহারপর ক্রমে২ স্পানিয়ারা ও ইওরোপের অন্যা২ জাতিরা সেখানে গিয়া বসতি করিল। কলম্বসের আমেরিকা দর্শনের দুই বৎসর পর বেস্পাসিয়স আমেরিকস নামে এক জন নাবিক কলম্বসের সহিত গিয়াছিল এবং ইওরোপে পুনর্ব্বার আসিয়া সেই নূতন দৃষ্ট দেশের বিবরণ প্রথম ছাপা করিল এইহেতুক সেই ব্যক্তির নামানুসারে সে দেশের আমেরিকা নাম হইল। যে ব্যক্তি অত্যন্ত

উদ্যোগের পর অতিশয় পরিশ্রম করিয়া দেশ প্রকাশ করিল তাহার নাম তাহাতে রহিল না।

আমেরিকার সীমা।

সে ওত্তরে বাহত্তর অক্ষাংশাবধি দক্ষিণে চৌয়ান্ন অক্ষাংশপর্য্যন্ত এবং এক শত আটষষ্ঠি পশ্চিম দ্রাঘিমাবধি ছয় পশ্চিম দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত। এইহেতুক সে দীর্ঘ সাত হাজার পাঁচ শত ক্রোশ এবং প্রস্থ তিন হাজার নয় শত ক্রোশ।

আমেরিকার লোক।

আমেরিকাতে তিন প্রকার লোক প্রথম আমেরিকার প্রকৃতিরা দ্বিতীয় ইওরোপহইতে গিয়া সেখানে বসতিকারিরা। তৃতীয় ইওরোপীয়কর্ত্তৃক অপহৃত দাসত্ব প্রাপ্ত কাফ্রিরা। আমেরিকার প্রকৃতিরা দিনেং লুপ্ত হইতেছে তাহারা অত্যন্ত অসভ্য ও স্থির বাসা নিচ্ছুক সর্ব্বদা বনে পশ্বাদি মারিয়া ও মৎস্যাদি ধরিয়া কালক্ষেপ করে এইহেতুক ইওরোপীয়েরা যে অনুসারে বন কাটিয়া বসতি করে সে অনুসারে তা

হারা তাহাহইতে দূর বনে যায় এবং আমেরিকাস্থ ইওরোপীয়রদিগকে লোকেরা এখন আমেরিকায় কহে। তত্রজাত ইওরোপীয় লোকেরা যে তাবৎ দেশ আবিষ্কার করিয়াছে সেই দেশ প্রায় তাহারদের কর্তৃক পরিপূর্ণ হইতেছে। এবং বৎসরং অনেকং লোক ইওরোপের নানা দেশহইতে আপনং স্ত্রী পুত্রাদি পরিজন সমেত সেখানে গিয়া বাস করিতেছে।

আমেরিকার লোকসংখ্যা।

অনুমান হয় যে পূর্ব্বকালে সে দেশে ত্রিশ লক্ষ লোকের অধিক ছিল না। এখন সেখানকার লোক সংখ্যা তিন কোটির ন্যুন নহে। এবং যেমত সেখানে লোকবৃদ্ধি হয় তেমন পৃথিবীর মধ্যে কোথাও হয় না। গত বিশ বৎসরের মধ্যে সেখানে যেমন লোকবৃদ্ধি হইয়াছে সে অনুসারে যদি বৃদ্ধি হয় তবে এক শত বৎসরের মধ্যে সেখানে দশ কোটি লোকের ন্যুন হইবে না। ইহাতে দেখা যায় যে বিদ্যা ও পরিশ্রমের কেমন ফল। আমেরিকার স্বাভাবিক ভাগ দুই অর্থাৎ উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।

ওত্তর আমেরিকা।

ওত্তর আমেরিকার পূর্ব্বে আৎলাণ্টিক সাগর প শ্চিমে প্রশান্ত সাগর তাহার দক্ষিণ সীমাতে দক্ষিণ আমেরিকার পানামা নগর তাহার ওত্তরে অজ্ঞাত সা গর ওত্তর পশ্চিম ভাগে বীরিঙের মোহনার দ্বারা আসিয়াহইতে পৃথক হইল। যদি গ্রীন্‌লণ্ড আমেরিকার মধ্যে ধরি তবে পশ্চিম চয় দ্রাঘিমাবধি পশ্চিম এক শত আটষট্টি দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত এবং ওত্তর সাত অক্ষাংশাবধি বাহত্তর অক্ষাংশপর্য্যন্ত। এই হেতুক সে দীর্ঘতাতে ও প্রস্থতাতে প্রায় সমান অর্থাৎ তিন হাজার নয় শত ক্রোশ। তাহার কতক২ ভাগ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকারে ও কতক স্পানিয়ার অধীন ও কতক আমেরিকীয়েরদের অধীন।

ওত্তর আমেরিকার হ্রদপ্রভৃতি।

ওত্তরামেরিকার হ্রদ এই মত বড় যে প্রায় সমুদ্র কহা যায় পৃথিবীর মধ্যে আর কোন স্থানে এমত বড় হ্রদ নাই তাহারদের নাম এই২ সুপেরিয়র ও মিচিগান ও হু রোণ ও এরি হ্রদ ইহারা তিন শত পঞ্চাশ ক্রোশ দীর্ঘ এক শত ক্রোশ প্রস্থ। সেই হ্রদের এক তীরে ইংগ্লণ্ডীয়ের

দের অধিকার এবং তাহার সম্মুখ তীরে আমেরিকী য়েরদের অধিকার সে হ্রদে সমুদ্রের মত জাহাজ স র্ব্বদা প্রস্তুত হয় ও দুই বিরোধি জাহাজ যেমন সমুদ্রে যুদ্ধ করে সেই মত সে হ্রদে ও দুই জাহাজের পরস্পর যুদ্ধ হয়। উত্তরামেরিকার নিকটস্থিত উপদ্বীপ সকল মেক্সিকোর মহাখালে। মেক্সিকোর দক্ষিণে হণ্ডুরা সের মহাখাল আমেরিকার পশ্চিম ভাগে কালিফ র্নিয়ার মহাখাল। উত্তর ভাগে লাব্রাডোরের মহা খাল। তাহার উত্তরে হড্‌সনের খাল। সে আট শত আশী ক্রোশ দীর্ঘ।

উত্তর আমেরিকার নদী ও পর্ব্বত।

উত্তরামেরিকার প্রধান নদী মিসিসিপি সে নদী বার শত ক্রোশ দীর্ঘ। দ্বিতীয় সাণ্টলারন্স নদী তৃতীয় বোর্বন নদী চতুর্থ পশ্চিম ভাগে ওরিগান নদী অনু মান হয় যে এই চারি নদীর উৎপত্তির স্থান পরস্পর এক শত ক্রোশের অধিক অন্তর নহে। পঞ্চম ওহীও নামে অতিসুন্দর এক নদী সে এগার শত ক্রোশ বহিয়া মিসিসিপির মধ্যে প্রবেশ করে এতদ্ভিন্ন মিসূরী ও দে লাবার ও হড্‌সন্ ইত্যাদি অন্যং নদী আছে। উত্তর

আমেরিকার প্রধান পর্ব্বত আপালাখিয়া শ্রেণী সে আট শত ক্রোশ দীর্ঘ তাহার মধ্যে যে অধিক ওচ্চ সে সমুদ্রহইতে তিন হাজার দুই শত হাতের অধিক ওচ্চ নহে এবং সেখানে আর এক পর্ব্বত আছে তাহার নাম আলিগানি সেখানকার লোকেরা কহে যে সে পর্ব্বত ঐ আমেরিকার পাঁজরের হাড় যেহেতুক সে পর্ব্বতের আকার পাঁজরের হাড়ের মত।

উত্তর আমেরিকার সম্মিলিত মণ্ডল।

আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি যে উত্তরামেরিকাতে তিন প্রকার লোকের বসতি আছে আমেরিকীয়েরদের ও ইংগ্লণ্ডীয়েরদের ও স্পানিয়ার্দ্দেরদের। আমেরিকার মধ্য দেশের নাম সম্মিলিত মণ্ডল সে উত্তরামেরিকার সম্মিলিত মণ্ডলের যে লোক তাহারা প্রথমে ইংগ্লণ্ডহইতে আসিয়া সেখানে বসতি করিল এইহেতুক তাহারদের ভাষা ও ব্যবস্থা ও ব্যবস্থার চলন ও রাজ্য শাসন ইংগ্লণ্ডের মত বরং তাহাহইতেও উত্তম সেখানে যে পড়িতে না পারে প্রায় এমত লোক নাই সেখানে প্রত্যেক লোক আপন২ ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মসেবা করে এবং সভার দ্বারা মোকদ্দমা হয়। প্রত্যেক

লোক আপনার পরিশ্রমের ফল নির্ভয়রূপে ভোগ্য করে। তাহার রাজ্যের কর্ম্ম ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মত দুই সভার দ্বারা হয়। সেখানে রাজা নাই ও প্রা ধিবিশিষ্ট বংশ নাই। কিন্তু রাজার স্থানে সভাস্থ এক মনুষ্যকে অধ্যক্ষ নামে চারিং বৎসরের কারণ নিযুক্ত করে। তাহার দরমাহা মাসে চারি হাজার টাকা।

উত্তর আমেরিকার লোকসংখ্যা।

আমেরিকার ইদানীন্তন লোকসংখ্যা আশী লক্ষ কিন্তু পচিশ বৎসরের মধ্যে এবং কাহারং অনুমানে বিশ বৎসরের মধ্যে তাহার লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয় এইপ্রযুক্ত তাহারা পঞ্চাশ ষাটি বৎসরে পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে বড় জাতি হইবে। অযুদ্ধ সময়ে তাহার দের সৈন্য কিছুমাত্র থাকে না কিন্তু যুদ্ধোপস্থিতি সময়ে প্রত্যেক জন আপন দেশ রক্ষার্থে আপনি যুদ্ধা র্থে উদ্যুক্ত হয় তাহারদের যুদ্ধোপযোগি জাহাজ ই চ্ছাক্রমে বাড়ান যায় যেহেতুক তাহারদের দেশে জা হাজ করিবার সজ্জা আছে এবং তাহারদের নাবি কেরা সাহসে ইংগ্লণ্ডীয় নাবিকেরদের সমান। অ

ধিক কি লিখিব সকল বিষয়ে তাহারা ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অবিশেষ। তাহারা এক ভাষাবাদী ও এক ব্রহ্মসেবী।

ওত্তর আমেরিকার বিদ্যালয় ও পাঠশালা।

আমেরিকার বিদ্যালয় অন্য দেশীয় বিদ্যালয়হইতে সংখ্যাতে অধিক। এবং তাহারদের পাঠশালা এত যে সে দেশে প্রায় মূর্খ নাই এবং ইতর লোক ও দরিদ্র লোকেরদের বিদ্যার নিমিত্ত আত্যন্তিকী চেষ্টা সকলে করে এবং বিনা মূল্যে পাঠশালা সর্ব্বত্র স্থাপিতা আছে।

ওত্তর আমেরিকার সম্মিলিত মণ্ডলের সংখ্যা ও ভাগ।

যখন আমেরিকা দেশীয়েরা ইংগ্লণ্ডীয়েরদেরহইতে ভিন্ন হইল তখন সম্মিলিত তের মণ্ডল ছিল কিন্তু তাহারা ওত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া এখন ঊনিশ মণ্ডল হইয়াছে। তাহারা তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত সে এই২ প্রথম ওত্তর মণ্ডল তাহার মধ্যে এই২ বের্মন্ত ও নব হাম্পসীর ও মাসাচুসেৎ ও কনেক্তিকৎ ও মেন ও রোদ ওপদ্বীপ এই ছয়েতে নব ইংগ্লণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মধ্যম মণ্ডল

তাহার মধ্যে এই২ নব য়র্ক ও নব জর্জি ও পেন্সিলবা নিয়া ও দেলাবার ও ওহীও। দক্ষিণে এই২ মারিলণ্ড ও বর্জিনিয়া ও কেন্তুকি ও উত্তর কারোলৈনা ও দক্ষিণ কারোলৈনা ও জর্জিয়া ও তেনেসি এতদ্ভিন্ন লুইসিয়ানা ও ইন্দিয়ানা ও ইলিনোআ ও মিসিসিপি ও মিসুরি দেশ সম্মিলিত মণ্ডলের অধিকারে আছে।

উত্তর আমেরিকার প্রধান নগর।

তাহার প্রধান নগর এই বাসিঙ্টন সে সকল মণ্ডলের রাজধানী দ্বিতীয়তঃ ফিলাদেল্ফিয়া তাহার মধ্যে অনুমান এক লক্ষ লোক আছে। তৃতীয়তঃ নব য়র্ক তাহাতে অনুমান এক লক্ষ বিশ হাজার লোক আছে সেই সকল মণ্ডলের প্রধান দোকানগর। চতুর্থ বষ্টন তাহাতে অনুমান চল্লিশ হাজার লোক। এতদ্ভিন্ন বাল্টিমোর ও চার্লষ্টৌন প্রভৃতি অনেক নগর আছে আমেরিকার বাণিজ্য প্রায় পৃথিবীর সকল ভাগে চলে।

উত্তরআমেরিকার নদী ও পর্ব্বত।

উত্তরামেরিকার নদীর বিষয় কতক কহা গিয়াছে সেই২ নদী ভিন্ন এইও আছে ইলিনোআ ও কেন্তুকি ও পোটামাক ও দেলাবার প্রভৃতি। তাহার পর্ব্বত

বিষয়ও কহা গিয়াছে সেই ভিন্ন আরও আছে উত্তর ভাগে শ্বেত ও সবুজ পর্ব্বত ও আলিগানি পর্ব্বত আছে।

উত্তর আমেরিকাতে স্পানিয়ার্দ্দেরদের অধিকার।

স্পানিয়ার্দ্দেরদের অধীন এই২ দেশ আছে প্রথমতঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম ফ্লোরিদা। দ্বিতীয়তঃ মেক্সিকো তাহার নামান্তর নব স্পানিয়া তৃতীয়তঃ নব মেক্সিকো এই সকল দেশ তিন শত বৎসর হইল স্পানিয়ার্দ্দেরা আপনারদের অধিকারে আনিল ও তদবধি তাহারদের অধিকারেই আছে। সে দেশ স্বর্ণ ও রূপ্যের আকরপ্রযুক্ত অতিবিখ্যাত কিন্তু স্পানিয়ার্দ্দেরদের দোরাত্ম্যপ্রযুক্ত দুর্ব্বল হইয়াছে। সেখানে ইতর লোকের বিদ্যাভ্যাস প্রায় নাই এবং সেখানকার পুরোহিত ও কাল্পনিক তপস্বিরা লোকসংখ্যার পঞ্চমাংশ হইয়া দেশকে অজ্ঞানেতে ও দুঃখেতে পরিপূর্ণ করিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে তৎস্থলীয় লোকেরা স্পানিয়ার্দ্দেরদের অধিকারে অসম্মত। সেখানকার সম্বৎসরীয় আকরের উৎপন্ন রাজকর আট কোটি টাকা তাহার পঞ্চমাংশ রাজা পায়।

স্পানিয়াধীন আমেরিকার নদী ও পর্ব্বত ও নগর প্রভৃতি।

স্পানিয়াধীন দেশের রাজধানী মেক্সিকো সেখানে অনুমান দেড় লক্ষ লোক। তাহার অন্যং নগর এইং মাঞ্জাগো ও কার্ত্তাজেনা ও আকাপল্কো সেখানকার নদী বড় নহে তাহার মধ্যে প্রধান রীও ব্রাবো সে নদী এক হাজার ক্রোশ ব্যাপিয়া বহে এই সকল দেশ পর্ব্বতময় কিন্তু কোন পর্ব্বত অত্যুচ্চ নহে।

উত্তর আমেরিকাতে ইংলণ্ডীয়েরদের অধিকার।

উত্তর আমেরিকাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধীন দেশ এইং প্রথম কানাদা দ্বিতীয় নব ব্রুন্স্বিক তৃতীয় নব স্কোসিয়া চতুর্থ ব্রিতন অন্তরীপ পঞ্চম নূতন লব্ধ দেশ নামে উপদ্বীপ ষষ্ঠ বর্ম্মুদা উপদ্বীপ সমূহ কানাদার রাজধানী কুবেক নব স্কোসিয়ার রাজধানী হালিফাক্স অনুমান তাহাতে কুড়ি হাজার লোক কিন্তু এই সকল অধিকারে অর্দ্ধ লক্ষ লোকের অধিক নাই।

গ্রীন্‌লণ্ড।

গ্রীন্‌লণ্ড দেন্মার্কের অধীন। সে এখন আমেরিকার সহিত সম্মিলিত কহা যায়। সে উত্তর পূর্ব্ব

ভাগে আমেরিকার সহিত সংলগ্ন আছে সে দেশ পর্ব্বত ও বরফ ও হিমময় কিন্তু সেখানকার লোকেরা অনেক খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছে। লাব্রাদোরের লোক হদ্‌সনের মহাখাল তীরস্থ ভূমিবাসি তাহারা বন্য সে দুই দেশ ইংগ্লণ্ডের অধীন কিন্তু তাহারদের বিষয়ে লিখিতব্য কিছু নাই।

আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপ।

আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপ এই২ প্রথম কুবা স্পানিয়ার্দেরদের অধীন সে ছয় শত বিশ ক্রোশ দীর্ঘ বা ষষ্টি ক্রোশ প্রস্থ। দ্বিতীয় সান্দোমিঙ্গো সে এখন স্বরাজাধীন সে তিন শত পঞ্চাশ ক্রোশ দীর্ঘ অষ্টাশী ক্রোশ প্রস্থ। তৃতীয় জামাইকা সে ইংগ্লণ্ডের অধিকারে সে দীর্ঘ এক শত কুড়ি ক্রোশ প্রস্থ পঞ্চান্ন ক্রোশ। চতুর্থ পোর্তুরীকো সে স্পানিয়ার্দেরদের অধিকারে সে দীর্ঘ এক শত দশ ক্রোশ প্রস্থ পঁয়ত্রিশ ক্রোশ। পঞ্চম কারিবি উপদ্বীপ তাহার মধ্যে প্রধান যে সে আটার ক্রোশ দীর্ঘ বার ক্রোশ প্রস্থ। ষষ্ঠ বাহামা উপদ্বীপ ইহার এক উপদ্বীপের উপরে আমেরিকার প্রথম দর্শনের কারণ কলম্বস উঠিয়াছিল। এই২ উপদ্বীপে অ

মাকু ও মদিরা ও চিনি ইত্যাদি দ্রব্যেতে ইংগ্লণ্ডীয়ের দের অতিশয় বানিজ্য হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা।

দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর বার অক্ষাংশাবধি দক্ষিণ চৌয়ান্ন অংশপর্য্যন্ত এবং পশ্চিম চৌত্রিশ দ্রাঘিমা বধি চৌয়ান্ন দ্রাঘিমাপর্য্যন্ত সে দীর্ঘ তিন হাজার পাঁচ শত ক্রোশ এবং প্রস্থ দুই হাজার চারি শত পঞ্চাশ ক্রোশ। এই বড় দেশ স্পানিয়া ও পোর্তুগীশেরদের অধিকারে। এবং সেখানকার স্থাপিত মত রোমান কাত্তোলিক। তাহাতে পৃথিবীর মধ্যে সকলহইতে বড় নদী আছে এবং অত্যাশ্চর্য্য পর্ব্বত প্রথমতঃ আমাজোন নদী সেই দুই হাজার আট শত ক্রোশ বহিয়া আৎলাণ্টিক সাগরে মিলে। দ্বিতীয়তঃ রীও দেলা প্লাতা অর্থাৎ রূপ্যবিশিষ্ট নদী তাহার মধ্যে এই২ নদী প্রবেশ করে পারাগে ও পারানা ও উরুগ্বাই ও অন্য২ নদী সে আমাজোন নদীহইতে দীর্ঘ কিছু ন্যূন। তৃতীয়তঃ ওরোনুকো সে আৎলাণ্টিক সাগরে প্রবেশ করে এই দেশে আন্দেস্ পর্ব্বত অতিদীর্ঘ শ্রেণী তাহার মধ্যে যে অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সে তের হাজার পাঁচ

শত বিশ হাত সমুদ্র হইতে ঔচ্চ এবং তাহার মধ্যে অন্য এক পর্ব্বত বার হাজার হাত ঔচ্চ সে অগ্নিময়।

দক্ষিণ আমেরিকার লোকসংখ্যা।

এই মহাদেশে স্পানিয়ার্ডেরদের দেশের লোকসংখ্যা এক কোটি বিশ হাজার জন সেখানকার স্বর্ণ রূপ্যের আকরহইতে তিন কোটি টাকা রাজস্ব সম্বৎসরে উৎপন্ন হয়। সেখানকার ইতর লোকেরদের বিদ্যা প্রায় নাই। দক্ষিণ আমেরিকার রাজধানী নগর লীমা তাহার মধ্যে অনুমান পঞ্চাশ হাজার লোক আছে। অন্য এক নগর বোনেস আএরেস সেখানে ত্রিশ হাজার লোক আছে কার্তাজেনার মধ্যে অনুমান পঁচিশ হাজার লোক আছে। পোতোসির স্বর্ণের আকর এখন দুই শত বৎসর খনন করিয়া তাহাতে রূপা উঠান যাইতেছে। এবং অনুমান হয় যে সে আকরের শেষ নাই।

দক্ষিণ আমেরিকায় পোর্তুগীশেরদের অধিকৃত দেশ।

পোর্তুগীশেরদের অধিকারের নাম ব্রাজীল সে উত্তর তিন অক্ষংশাবধি দক্ষিণ তেত্রিশ অক্ষাংশ পর্য্যন্ত। সে আটার শত ক্রোশ দীর্ঘ এবং আটার

শত ক্রোশ পূর্ব্ব। তাহার প্রধান নগর রীও জানেরো এই দেশে হীরার আকর আছে কিন্তু সে ভারত বর্ষের হীরার তুল্য নহে। সেখানকার লোকসংখ্যা সত্তরি লক্ষ।

ফ্রান্স ও হলাণ্ডীয়েরদের অধিকার।

দক্ষিণ আমেরিকাতে কায়েন নামে এক দেশ ফরাশিসেরদের অধীন সেখানে দুই হাজার গোরা আছে। দেড় শত বৎসর হইল সুরিনাম নামে এক ক্ষুদ্র দেশ হলাণ্ডীয়েরদের অধিকারে আছে তাহার মধ্যে অনুমান দুই হাজার গোরা আছে সেখানে কোন আকর নাই।

এইং ভিন্ন দক্ষিণ আমেরিকাতে ক্ষুদ্রং বন্য জাতি আছে তাহারদের বিষয়ে প্রায় কিছু জানা যায় নাই দক্ষিণ আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপ অতিশয় ক্ষুদ্র।

এখন পৃথিবীর দর্শন সাঙ্গ করিলাম পৃথিবীর মধ্যে কোন এক দেশ এমত নাই যে তাহার বিবরণ এ পুস্তকে পাওয়া না যায়। এই সকল হইতে আমরা এইং জ্ঞাত হই যে যেখানে বিদ্যাব্যাপ্ত আছে এবং বুদ্ধের

সত্য আরাধিনা চলে সেখানে লোকেরা উচ্চাভিলাষী ও জ্ঞানী ও প্রবল ও সুখী কিন্তু যেখানে বিদ্যার অভ্যাস নাই সেখানকার লোকেরা দীন ও হীন ও অসুখী ও দুর্ব্বল।

নির্ঘণ্ট।

পত্রসংখ্যা

আকর্ষণবিষয়। পৃথিব্যুপরিস্থাকর্ষণব্যবস্থা ১
চলন প্রথম ব্যবস্থা। খগোল বিষয়। জ্যোতিষ বিষয় ২
সূর্য্য বিষয়। সৌরজগৎ। আলোক বিষয়। গ্রহ বিষয় ৩
জর্জিয়ম ও শিরীশ প্রভৃতি নবদৃষ্ট গ্রহ। গ্রহেরদিগের
গমন। গ্রহেরদের বৎসরীয় চলন। গ্রহেরদের কক্ষা .. ৪
গ্রহেরদের আহ্নিক চলন। দিবারাত্রির কারণ। ঊর্দ্ধাধস্থ
লোক বিষয় ৫
কাল বিষয়। পূর্ব্বাহ্নাপরাহ্ন বিষয়। বুধগ্রহ ৬
শুক্র গ্রহ। পৃথিবী গ্রহ ৭
মঙ্গলগ্রহ। বৃহস্পতি গ্রহ ৮
শনি গ্রহ। জর্জিয়ম অথবা হর্শ্বেল। অন্য চারি গ্রহ বিষয় ৯
ধূমকেতু। আকাশ খণ্ড ১০
রাশিচক্র। তারা বিষয় ১১
গ্রহণ বিষয়। সূর্য্যগ্রহণ ১২
চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্র বিষয়। জোয়ার ভাটা ১৩
নক্ষত্র। ১৪
পৃথিবীর আকার। পৃথিবীর গোলাকৃতির এক প্রমাণ। গোলা
কৃতির অন্য প্রমাণ ১৫
পৃথিবীর গোলাকৃতির তৃতীয় প্রমাণ। পৃথিবীর আকার।
পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস ১৬

সূর্য্যহইতে পৃথিবীর দূরত্ব। পৃথিবীর চলন। পশ্চিমহইতে পৃথিবীর পূর্ব্বদিগ্‌ গমন। ১৭
সুমেরু প্রভৃতি বিষয়। পৃথিবীর প্রধান ভাগ ১৮
বিষুবরেখা বিষয়। পৃথিবীর বক্রগতি বিষয় .. ১৯
পৃথিবীর বক্রগতির ফল। দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ .. ২০
ক্রান্তির বিষয়। রাশিচক্র ২১
ত্রোপিক বিষয়। অক্ষাংশ বিষয়। উত্তরাক্ষাংশ বিষয় ২২
দক্ষিণাক্ষাংশ। দ্রাঘিমবিষয় ২৩
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমসীমা। পৃথিবীর কটিবন্ধ উষ্ণ কটিবন্ধ। ২৪
সমকটিবন্ধ। শীত কটিবন্ধ ২৫
পৃথিবীর স্থুলভাগ। মৃত্তিকার স্বাভাবিক ভাগ। দ্বীপ ২৬
উপদ্বীপ। প্রায়দ্বীপ। ডমরুমধ্য। অন্তরীপ। জলভাগ ২৭
সাগর। সমুদ্র। মোহনা ২৮
মহাখাল। খাল। হ্রদ ২৯
নদী ও অনুখাল ও পৃথিবীর খণ্ড ৩০
পৃথিবীর লোকগণনা ও পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরারাধনার নানা মত। এ সকল মতাবলম্বী লোকের বিবরণ ... ৩১
এ সকল মতাবলম্বী লোকসংখ্যা। ৩২
আসিয়া। ৩২
আসিয়ার সীমা। আসিয়ার নানা দেশ ৩৩
হিন্দুস্থান ৩৪
হিন্দুস্থানের পর্ব্বত ৩৫
হিন্দুস্থানের নদী ৩৬
হিন্দুস্থানের লোকসংখ্যা। হিন্দুস্থানীয় ভাষা .. ৩৭

ভারত বর্ষের মধ্যে ঈশ্বরারাধনা ৩৮
হিন্দুস্থান। উত্তর হিন্দুস্থান ৪০
উত্তর হিন্দুস্থানীয় দেশ। বাঙ্গালা ৪১
মিথিলা দেশ অর্থাৎ তীরথ ৪২
অযোধ্যা। মগধ ৪৩
কাশি। বন্দেলখণ্ড। মথুরা ৪৪
কুরুক্ষেত্র। কান্যকুব্জ ৪৫
পাঞ্চাল অর্থাৎ পঞ্জাপ। রাজপুথান ৪৬
হোলকর ও সিন্ধিয়ার দেশ। সিন্ধু দেশ ৪৭
কছ দেশ। নেপাল ৪৮
আসাম। হিড়ম্ব দেশ ৪৯
জয়ন্তীপুর। মণিপুর। দক্ষিণ হিন্দুস্থান .. ৫০
ইংগ্লণ্ডীয়াধিকৃত দেশ ৫১
বিরাট দেশ ৫২
পশ্চিম মহারাষ্ট্র। খান্দেশ। নিজামালীর দেশ .. ৫৩
মহীসুর দেশ। শুবনোর। হিন্দুস্থানের অন্যং জাতির
বসতি স্থান ৫৪
সিংহলদ্বীপ ৫৫
মালদ্বীপ। লকড়ীদ্বীপ। হিন্দুস্থানের বাণিজ্য .. ৫৬
ভোট ও তিব্বত। তাতার দেশ ৫৭
চীন দেশ ৫৮
চিনীয়েরদিগের বাণিজ্যাদি ৬০
জাপান উপদ্বীপ ৬১
চীনের দক্ষিণ অথচ বাঙ্গালার দক্ষিণ পূর্ব্ব দেশ। টঙ্কিন ও
কচিনচীন ও লাওস ও কাম্বোজ ৬২

শ্যাম দেশ। ব্রুহ্মা দেশ ৬৩
বলোচস্থান ৬৫
কাবোল দেশ ৬৬
পারসী দেশ ৬৭
আরব দেশ ৬৮
আসিয়াস্থ তুরুকের দেশ ৬৯
সেই দেশের পুর্ব্বকৃত কর্ম্ম ৭০
আসরিয়া ৭১
ক্লাশিদের রাজ্য। য়িশরএল দেশ ৭৩
আরমানি দেশ। আসিয়ার উপদ্বীপ ৭৫
আসিয়ীয় উপদ্বীপ। সুমাত্র উপদ্বীপ ৭৬
যাবা উপদ্বীপ। বর্ণিও উপদ্বীপ ৭৭
মালিনা উপদ্বীপ। সেলেবেস ৭৮
মোলক্কার উপদ্বীপ। অস্ত্রালাসিয়া ৭৯
নবহলণ্ড ৮০
পাপুয়া। নববৃতান। নবকালিদোনীয়া ও নবহেব্রি দেশ ৮১
নবজেলাণ্ড। বন্ধুদ্বীপ। পিলু উপদ্বীপ ৮২
লাদ্রোন উপদ্বীপ। কারোলীন উপদ্বীপ। সান্দিচ উপদ্বীপ ৮৩
মার্কীসা উপদ্বীপ। সমূহ উপদ্বীপ। মিত্রভাব উপদ্বীপ ৮৪
ইউরোপ ৮৫
ইউরোপের সীমা ৮৬
ইউরোপের পুর্ব্বকালীন ঈশ্বরারাধনা। পাপার মত স্থাপন ৮৭
পাপার মতহইতে উদ্ধার ৮৮
ইউরোপের এতৎকালীন ঈশ্বরারাধনা ৮৯

দেন্মার্ক। দেন্মার্কের ঈশ্বরারাধনা ও রাজশাসন ও লোক সংখ্যা ১৩৭
দেন্মার্কের প্রধান নগর ও নদীপ্রভৃতি। উপদ্বীপাদি ১৩৮
পোর্ত্তুগাল ১৩৯
পোর্ত্তুগীশের ঈশ্বরারাধনা ১৪০
পোর্ত্তুগালের সৈন্য ও জাহাজ প্রভৃতি ও অন্য দেশে তাহারদের প্রধান অধিকার। পোর্ত্তুগালের নগর ও নদী ও পর্ব্বতপ্রভৃতি ১৪১
স্বিৎজর্লণ্ড। স্বিৎজর্লণ্ডের ঈশ্বরারাধনা ও রাজশাসন ১৪২
স্বিৎজর্লণ্ডের প্রধান নগর ও নদী ও পর্ব্বত ১৪৩
জর্ম্মনির মণ্ডল সমূহ। ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি ১৪৪
জর্ম্মনির নদী। জর্ম্মনির প্রধান মণ্ডল ১৪৫
ইতালির মণ্ডল ১৪৬
ইতালির নদী ও পর্ব্বত ১৪৭
ইতালির নানা মণ্ডল ১৪৮
সার্দিনেয়া উপদ্বীপ ১৫০
আফ্রিকা। আফ্রিকার সীমা ১৫১
আফ্রিকার লোকসংখ্যা ও ঈশ্বরারাধনা প্রভৃতি .. ১৫২
আফ্রিকার মরুভূমি ১৫৩
আফ্রিকার নানা ভাগ। হবস দেশ ১৫৪
হবশীরদের ঈশ্বরারাধনা ও লোকসংখ্যা ও রাজ শাসন। হবসের প্রধান পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতি ১৫৫
মিসর দেশ ১৫৬
মিসরদেশে ঈশ্বরারাধনা ও লোকসংখ্যা ও প্রধান নগর ১৫৭
মিসর দেশের আশ্চর্য্য কর্ম্ম ১৫৮

মিসর দেশের পূর্ব্বকালীন বিদ্যা প্রভৃতি। নুবীয়া দেশ ১৫৯
বার্ব্বরির মণ্ডল। ত্রিপোলি। তুনিস ১৬০
আলজীএর্স। মোরক্কো ১৬১
আফ্রিকার পশ্চিম ভাগ ১৬২
উত্তমাশাঅন্তরীপপর্য্যন্ত দক্ষিণ ভাগ। পূর্ব্ব ভাগ .. ১৬৩
আফ্রিকার উপদ্বীপ। অন্য উপদ্বীপ ১৬৪
আমেরিকা ১৬৬
আমেরিকার সীমা। আমেরিকার লোক ১৬৭
আমেরিকার লোক সংখ্যা ১৬৮
উত্তরামেরিকা। উত্তরামেরিকার হ্রদপ্রভৃতি ১৬৯
উত্তরামেরিকার নদী ও পর্ব্বত ১৭০
উত্তরামেরিকার সম্মিলিত মণ্ডল ১৭১
উত্তরামেরিকার লোক সংখ্যা ১৭২
উত্তরামেরিকার বিদ্যালয় ও পাঠশালা। সম্মিলিত মণ্ডলের
সংখ্যা ও ভাগ ১৭৩
উত্তরামেরিকার প্রধান নগর। নদী ও পর্ব্বত ১৭৪
উত্তরামেরিকাতে স্পানিয়ারদের অধিকার ১৭৫
স্পানিয়াধীন আমেরিকার নদী ও পর্ব্বত ও নগর প্রভৃতি।
উত্তরামেরিকাতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের অধিকার। গ্রীনলণ্ড ১৭৬
আমেরিকার নিকটস্থ উপদ্বীপ ১৭৭
দক্ষিণ আমেরিকা ১৭৮
দক্ষিণামেরিকার লোকসংখ্যা। দক্ষিণামেরিকায় পোর্তু
গীশেরদের অধিকৃত দেশ ১৭৯
ফ্রান্স ও হলণ্ডীয়েরদের অধিকার ১৮০

ইউরোপের সমুদ্র। ইউরোপের পর্ব্বত ৯০
ইউরোপের নানাদেশ ৯১
ইংগ্লণ্ড। ইংগ্লণ্ড উপদ্বীপ। স্কটলণ্ড ৯২
ঐর্লণ্ড ৯৩
ইংগ্লণ্ডের পূর্ব্বকালাবধি অধিকারী ৯৪
ইংগ্লণ্ডীয়ের ঈশ্বরারাধনা। শাবত দিন ৯৫
অসম্মতেরাদিগের বিষয়। ইংগ্লণ্ডীয় রাজ্যশাসন ৯৬
ইংগ্লণ্ডীয় অদালতের বিচারকর্ত্তা। সভ্যজনের মোকদ্দমা ৯৮
ইংগ্লণ্ডের বাণিজ্য। ইংগ্লণ্ডের বিদ্যালয় ৯৯
ইংগ্লণ্ডের সপ্তাহ সমাচার। ইংগ্লণ্ডের মাসিক সমাচার ১০০
ইংগ্লণ্ডের রাজকর। ইংগ্লণ্ডের সৈন্য ১০১
ইংগ্লণ্ডের জাহাজ ও ইংগ্লণ্ডের ভাগ ও প্রধান নগর
প্রভৃতি ১০২
ইংগ্লণ্ডের নদী ও পর্ব্বত। ইংগ্লণ্ডের চতুর্দ্দিকস্থ উপদ্বীপ ১০৪
ইংগ্লণ্ডীয়াধিকৃত অন্য২ দেশ ১০৫
ফ্রান্স ১০৬
ফ্রান্সীয় ব্রহ্মারাধনা ১০৭
ফ্রান্সীয়েরদের রাজ্য শাসন। উপপ্লব ১০৮
ফ্রান্সীয় সৈন্য। জাহাজ। ভাষা ১০৯
ফ্রান্সীয় বিদ্যাভ্যাস। ব্যবহার পদবিচারাদি ১১০
ফ্রান্সীয় প্রধান নগর। বাণিজ্যাদি ১১১
ফ্রান্সীয় নদী। পর্ব্বত ১১২
ফ্রান্সীয় ধাতুর আকর। চতুর্দ্দিকস্থ উপদ্বীপ। ফ্রান্সীয়া
ধিকৃত অন্য২ রাজ্য ১১৩
রুষিয়া ১১৪

রুষিয়ার ঈশ্বরারাধনা। লোকসংখ্যা। রাজ্যশাসন ১১৫
রুষিয়ার প্রধান নগর ১১৬
রুষিয়ারদের বাণিজ্য। রুষিয়ার প্রধান নদী। পর্ব্বত ১১৭
রুষিয়ার সৈন্য ও জাহাজ। উপদ্বীপ ১১৮
আস্ত্রিয়া। আস্ত্রিয়ার নানারাজ্য ১১৯
আস্ত্রিয়ার রাজবংশ। আস্ত্রিয়ার ঈশ্বরারাধনা ১২০
আস্ত্রিয়ার সৈন্য। প্রধান নগর ১২১
আস্ত্রিয়ার নদী ও পর্ব্বত। প্রুষিয়া ১২২
প্রুষিয়ার নানাদেশে ভাগ। প্রুষিয়ার ঈশ্বরারাধনা ১২৩
প্রুষিয়ার প্রধান নগর। সৈন্য ও জাহাজ ও রাজকর।
প্রুষিয়ার নদী ও পর্ব্বত ১২৪
স্পানিয়া। স্পানিয়ার ব্যবস্থা ও আরাধনা ও রাজশাসন ১২৫
স্পানিয়ার সৈন্য ও জাহাজ ও রাজকর। ভাষা ও পুস্তক ১২৬
স্পানিয়ার প্রধান নগর ১২৭
স্পানিয়ার নদী ও পর্ব্বত। উপদ্বীপ। পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ১২৮
ইউরোপের মধ্যে তুরুক দেশ। তুরুকেরদের আরাধনা ১২৯
তুরুকেরদের প্রধান নগর ১৩০
তুরুকের নদী ও পর্ব্বত। উপদ্বীপ। নেদর্লণ্ড রাজ্য ১৩১
নেদর্লণ্ডের ঈশ্বরারাধনা ১৩২
নেদর্লণ্ডের প্রধান নগর ১৩৩
নেদর্লণ্ডের নদী ও পর্ব্বত। হলণ্ডীয় অর্থাৎ ওলেন্দেজের
দিগের অধিকৃত অন২ দেশ। স্বীদেনের বিবরণ ... ১৩৪
স্বীদেনের ঈশ্বরারাধনা ১৩৫
স্বীদেনের প্রধান নগর। প্রধান নদী। স্বীদেনের নিকটস্থ
উপদ্বীপ ১৩৬